মনঃকল্পিত ইতিহাস।

প্রথম ভাগ।

শান্তিপুর মিসিনরি বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক

শ্রীব্রজনাথ বঙ্গ

প্রণীত।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ শান্যাল কর্ত্তৃক

সংশোধিত।

কলিকাতা।

বেঙ্গল ইম্পীরিএল প্রেসে মুদ্রিত।

নং ১০ আহীরীটোলা।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

শকাব্দাঃ ১৭৮৩

বিজ্ঞাপন।

বালকদিগের উপদেশার্থে ইতিহাসের ছলে রূপক রচনায় "এই মনঃকল্পিত ইতিহাস" প্রচারিত হইল, ইহা কোন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত বা ভাব সঙ্কলিত নহে।—আমার মানসিক ভাব হইতেই উদ্ভাবিত হইয়াছে, এইক্ষণে বিদ্যোৎসাহি মহোদয় গণ সমীপে সবিনয়ে প্রার্থনা এই যে, এই পুস্তক পাঠ করিয়া এ নবীন গ্রন্থকারকে উৎসাহ প্রদান করিবেন, আর এই পুস্তকের স্থানে স্থানে যে সকল ভ্রম বিলোকিত হইবে, গুণিগণ স্ব স্ব উদার স্বভাব প্রভাবে মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীব্রজনাথ বসু।
সাং শান্তিপুর।

মনঃকল্পিত ইতিহাস।

গদ্য।

এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথের নিখিল চরাচর মধ্যে দেহ নামে অতি সুবিস্তীর্ণ নগরে, ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত শ্রান্ত জনের ক্লান্তি দূরকারী শান্তমূর্ত্তি মন নামে রাজা নিজ পত্নী অসামান্য রূপ লাবণ্য বিশিষ্টা সুশীলা মতি সহ অহরহ পরম সুখে কাল যাপন করেন। সামান্য রাজা নহেন, যাঁহার সরলতা, রূপ লতার যশ, রূপ পুষ্প সৌরভে জগত আচ্ছন্ন করিয়াছে, আর যাঁহার দানশক্তি-প্রভাবে রাজ্য মধ্যে অভাবের অভাব হইয়াছে। যুক্তিবর নামে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী। যে মন্ত্রীর মন্ত্রণায় ভাবীকালও বর্ত্তমানরূপে নরনাথ সম্মুখে সামান্য ভৃত্য সম নিরন্তর দণ্ডায়মান থাকে, এবং অদৃশ্য

পদার্থ সকল দৃশ্য বস্তুর ন্যায় প্রকাশ পায়। না হইবে কেন? যে বিদ্যা প্রভাবে পশুবৎ মানবকুল অকূল ভবসাগর গোষ্পদ তুল্য জ্ঞান করিয়া অন্তে অনন্ত মহিমা অনাদি ঈশ্বরের কৃপা ভাজন হন, সেই বিদ্যা হইতেই মন্ত্রীবর যুক্তিবরের উৎপত্তি। যুক্তিবরের অযুক্তি কার্য্য রাজা স্বপ্নেওনিরীক্ষণ করেন না। একদা নৃপতি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া অমাত্য সঙ্গে পরম রঙ্গে সদালাপে নিমগ্ন আছেন, অকস্মাৎ এক ধাত্রী অন্তঃপুর হইতে রাজ সন্নিধানে আগমন করতঃ হর্ষোৎফুল্ল বদনে হাস্য করিতে করিতে কহিল, মহারাজ! অদ্য শুভক্ষণে শুভলগ্নে মহারাণীর গর্ব্ভ হইতে লক্ষ্মী সদৃশা দুই কন্যা ভূমিষ্ঠা হইলেন। এই বাক্য শ্রবণ মাত্র রাজসভাসদ হর্ষ, কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল, হে দরিদ্র বল্লভ! এ শুভ সংবাদ কেবল আমারই শ্রীবৃদ্ধির কারণ, যদিও রাজাশ্রিত জনের কোন অংশেই অভাব নাই, তথাচ আশারূপ রাক্ষসী কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয়না; এ নিমিত্ত বাসনা, সেই ভাবনা ভাবাশনা পিশাচীর পরিতৃপ্তির উপায় করিতে আজ্ঞা হয়। হর্ষবাক্যে হর্ষিত কলেবরে রাজা তৎক্রিয়া সাধনোদ্যত হইলে, বিষাদ সভামধ্য

হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, দোহাই মহারাজ! এ রূপ বার্ত্তা লাভে আমারই উন্নতির সম্ভাবনা, অতএব সত্বর মম বাঞ্ছা পূর্ণ করুন। রাজা এককালে এই উভয়ের প্রীতি জন্মাইতে অশক্ত বিধায় প্রিয় অমাত্য প্রতি ঈক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে যুক্তিবর! উপস্থিত বিবাদ ভঞ্জন পূর্ব্বক রাজকন্যাদিগের দর্শন হেতু মম সমভিব্যাহারে আগমন কর। মন্ত্রী, রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হর্ষ ও বিষাদ এই উভয়কেই কহিলেন, মহাশয়েরা রাজাকে রাজকন্যা দর্শন অন্তঃপুরে গমনে বাধা জন্মাইবেন না, বিচার্য্যে ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধান করা যাইবে, এইক্ষণে স্ব স্ব আসনে উপবেশনে সভার শোভা সম্পাদন করুন।

অনন্তর রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশিয়া সুতিকাগার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান পুরন্দর ভূপাল কহিলেন, ধাত্রি! তোমাদিগের স্বস্ত্রীকে বল, যদি তাঁহার কন্যারত্ন আমাদিগকে দেখাইতে ইচ্ছা হয়, তবে তদ্দর্শনে নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত করিতে বাঞ্ছা করি, তচ্ছ্রবণে রাজ্ঞী লজ্জিতা ঈষৎ বঙ্কিম নয়নে ধাত্রী প্রতি সঙ্কেত করিলেন যে তোমার মনোমত পুরস্কার ভিন্ন রাজায় কন্যা দর্শনে কৃপণতা প্রকাশ

কর। সেই হেতু ধাত্রী ইতস্ততঃ বিলম্ব করায়, মন্ত্রী তাহার মনোবার্ত্তা জ্ঞাতা হইয়া ধনাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া নানা রত্ন পুরস্কার করিলেন। তখন ধাত্রীগণ আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া কন্যাদ্বয়ের গ্রীবা ও পৃষ্ঠ প্রদেশে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক রাজা ও মন্ত্রীর নয়ন-পথারূঢ় করিলে, রাজা, কন্যাদিগের রূপ লাবণ্য দর্শনে পুলক সাগরে বারম্বার নিমগ্ন হইতে লাগি-লেন, কেন না সে রূপ, প্রতি পলকে নব নব রূপ ধারণ করিতেছিল, ক্ষণকাল পরে, নরপতি ধাত্রীর প্রতি প্রীতি প্রফুল্ল বদনে কহিতে লাগিলেন, ধাত্রি! তোমাদিগের ঠাকুরাণী প্রথমতঃ কন্যা প্রদর্শনে কার্পণ্য করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত প্রথম কন্যার নাম কৃপণতা, আর এইক্ষণে তাঁহার মনে বদান্য ভাবের আবির্ভাব লক্ষিত হইতেছে, সেই হেতু দ্বিতী-য়ার নাম বদান্যতা স্থির করিলাম। এই রূপ হাস্য পরিহাস চ্ছলে রাজকন্যাদিগের নামকরণাদি সমা-পন করিয়া মন্ত্রী সহ পুনর্ব্বার সভায় আগমন করিতেছেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইয়া দিনকর প্রখর কিরণ জাল মালে ধরা ধবলবর্ণ ধূলী ধূসর পুরঃসর ভীষণ ভূষণে ভূষিতা হইতেছেন,

আতপোত্তাপে তাপিত তরুণ তরুবর পল্লবাদি ক্রমে নতাননে হইতেছে, কত কত নিতান্ত ক্লান্ত পথশ্রান্ত পান্থজনে বিশ্রাম হেতু বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিতেছে, মৃগগণ পিপাসায় জলাশয়াশয়ে নিরন্তর দ্রুত গমনে প্রান্তরস্থ নীরান্তর মরীচিকায় স্বীয় স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুল তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া লহ লহ জিহ্বা পূর্ব্বক জলান্বেষণে ক্ষিপ্তবৎ বন হইতে বনান্তরে প্রবেশ করিতেছে, দুর্দ্দান্ত অশান্ত কৃতান্ত তুল্য মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপে তাপিতান্তঃকরণে পৃথ্বী বাষ্প ছলে অশ্রুধারায় পরিপূর্ণা হইতেছে, অনিল অনল বর্ষণে প্রবৃত্ত রহিয়া হু গোপাল সকল গো পাল লইয়া রৌদ্র ভয়ে বৃক্ষমূলে কেহ শাখোপরে শয়ন বা উপবেশন করতঃ মনোহর বংশীধ্বনি সহকারে জগৎ আচ্ছন্ন করিতেছে। মচ্ছ্রবণে বিরহিনীগণের বিরহ হুতাশন দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া ধূধূ শব্দে হুহু করিয়া উঠিতেছে, ক্রীড়াশক্ত শিশুগণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ক্ষুধায় ক্ষোভিতান্তঃকরণে স্বীয় স্বীয় জননী ক্রোড়াবলম্বন করিতেছে, কৃষক সকল কৃষিকার্য্য সমাধানানন্তর গবাদি অগ্রভাগে লইয়া হৈ হৈ শব্দে নিজ নিজ ভবন গমনোন্মু খ

হইতেছে। রাজভৃত্যগণ গৃহগমনেচ্ছায় মন্ত্রী মুখাব-
লোকনে মনোভাব প্রকাশ করিতেছে। ইতিমধ্যে
হর্ষ ও বিষাদ সভামধ্য হইতে গাত্রোত্থান করতঃ
কহিল। হে মন্ত্রী চূড়ামণে আমাদিগের মনোভি-
লাষ পূর্ণ করুন। অনেকক্ষণাবধি আপনাদিগের
শুভাগমনাপেক্ষা ঈক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট আছি।
মন্ত্রী কহিলেন,আপনাদিগের বিষয় আমার নিতান্তই
শ্রোতব্য বটে, কিন্তু মধ্যাহ্নকাল মনুষ্যপক্ষে কাল
স্বরূপ, এই হেতু বাসনা করি, একালে কিঞ্চিৎকাল
বিশ্রাম করিলে ভাল হয়। এই রূপ বলিতেছেন,
এমত কালে মন্ত্রীপুত্র সদ্বিচার রাজ সভায় আগমন
করতঃ কহিল, পিতঃ যদি ইচ্ছা হয়, তবে গৃহাগমন
সময় উপস্থিত হইয়াছে। যুক্তিবর স্বীয় সন্তান
সন্দর্শনে হৃষ্টমনে কহিলেন, " সদ্বিচার আসিয়াছ
ভালই হইল, অতএব মহাশয়েরা আপন আপন
মনোবৃত্তি সদ্বিচার নিকট প্রকাশ করুন। তদ্বিচারে
সদ্বিচার বিচারক্ষম হন, করিবেন, নচেত আমি অবি-
লম্বে প্রত্যাগমন করিতেছি।,, এই বলিয়া মন্ত্রীবর
রাজ সন্নিধানে বিদায় হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।
তখন সদ্বিচার হর্ষ ও বিষাদকে জিজ্ঞাসিলেন,

মহোদয়গণ! আপনাদিগের প্রার্থনীয় বিষয় কি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হয়। তাহাতে হর্ষ কহিলেন, হে সদ্বিচার! এই জগন্মণ্ডলে কি দরিদ্র কি ধনী পুত্র কন্যা হইলে সকলেই আমার শ্রীবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করেন, ইহা প্রসিদ্ধ বাক্য। দেখ আমারই শুভাদৃষ্ট বশতঃ মহারাজের এককালে দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তথাচ তব পিতা ব্যয়-কুণ্ঠিতাক্রমে আমাকে কুণ্ঠিত করিতেছেন কেন? তাহা বিবেচনা কর। এই বলিয়া হর্ষ নিরস্ত হইলেন, বিষাদ বলিল, কন্যাসন্তান হইতে আমার উন্নতি ইহা জগদ্বিখ্যাত, তবে যে মন্ত্রী মহাশয় কি হেতু আমার প্রতি প্রীতি শূন্য হইতেছেন, তাহা বিচার সাপেক্ষ। সদ্বিচার বিষাদ বাক্য শ্রবণে ক্রোধান্তঃকরণে ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিতে লাগিলেন। হে বিষাদ! কন্যাসন্তান হইতে যে আপনার উন্নতি ইহা স্বতঃ সিদ্ধ নহে, তবে যে ঘটিয়া থাকে, সে কেবল দেশাচার বশম্বদ ব্যক্তিগণের দুর্ব্বলা অবলা বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষা না দেওয়াই তাহার এক মাত্র প্রধান কারণ। আর যে সভায় বিদ্যাপুত্র যুক্তিবর মন্ত্রীপদে পদস্থ আছেন, সে সভায় আপন-

কার সমাগম হওয়াই আশ্চর্য্য, আমার বিবেচনায় উল্লেখিত বিষয়ে যাহাতে হর্ষের হর্ষোন্নতি হয় তাহাই করা বিধেয়। তখন হর্ষের আনন্দের আর সীমা রহিলনা। এদিগে মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ যুক্তিবর, রাজসভায় আগমন পুরঃসর সদ্বিচারের সদ্বিচার শ্রবণে অতুল আনন্দ লাভ করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত মন মহারাজায় জ্ঞাতা করিলেন, রাজাও তচ্ছ্রবণে নিতান্ত আনন্দচিত্ত হইয়া ভৃত্যগণকে রাজভবনাদি সুসজ্জীভূত করিতে আদেশ করিলেন, দাসগণে হৃষ্টমনে স্থানে স্থানে নীল রক্ত পীত শ্বেত পতাকাদি প্রোথিত করিয়া অট্টালিকার শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল, পতাকা সকল বায়ু প্রভাবে আন্দোলিত পূর্ব্বক যেন কর প্রসারিয়া আগন্তুক নিরুপায় দরিদ্রগণকে দান হেতু রাজভবনে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইল। মণি মুক্তা খচিতাচ্ছাদনী সকল ভানু জ্যোতিঃ আচ্ছাদন পুরঃসর স্বীয় স্বীয় প্রভা প্রকাশিতে লাগিল। আরোপিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত স্তম্ভ প্রভৃতি যেন স্তম্ভিত কলেবরে সভার শোভা সন্দর্শন হেতু লৌহ দন্ত স্বরূপ কর প্রসারিয়া নানা বর্ণ রত্ন বিনির্ম্মিত দীপিকা ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিল, ধরা সুবর্ণ সুবর্ণজড়িত

শয্যা ধারণ করতঃ আপনাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিল, তদুপরি নানা দিগদেশীয় ব্রাহ্মণ সকল উপবেশন করতঃ বেদ বেদান্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজভৃত্যগণ স্ব স্ব ভূষণ ভূষিতাঙ্গে সভামধ্যে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে লাগিল। ধনাধ্যক্ষগণ উপায়হীন দরিদ্র জনের প্রতি "দীয়তাং ভুজ্যতাং,, এই শব্দে ধরা পরিপুর্ণা করিল। সৌধ শিখরে ক্ষণে ক্ষণে বংশী সহকারে সুমধুর নানা যন্ত্রাদি বাজিতে লাগিল। এই রূপ আনন্দোৎসবে দুই পক্ষ গত হইলে রাজা, রাজকার্য্যে মনঃ সংযোগ করিয়া পরম সুখে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। কন্যাদ্বয়ও ক্রমেশুক্লপক্ষ শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া মহারাণী মতির মনে নিত্য নিত্য নব নব সুখের আবির্ভাব হইতে লাগিল, পরে পঞ্চম বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাত মাত প্রভৃতি অপরিস্ফুট সুমধুর আধ আধ বচন শ্রবণে রাজা ও রাণীর সুখের আর শেষ রহিল না। সর্ব্বক্ষণ বালিকাদিগের ক্রীড়া ঈক্ষণে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। রাজকার্য্যের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় আনুরক্তি প্রকাশ না করিয়া অহরহ অন্তঃপুরেই বাস

করেন। এদিগে যুক্তিবর নিরন্তর রাজকার্য্যের পর্য্যালোচন করিতেছেন। একদা রাজা কন্যাদ্বয় স্বক্রোড়ে লইয়া সভায় আগমন করিলে মন্ত্রি রাজ কন্যাদিগকে দর্শন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! প্রাণাধিকাগণের বিদ্যা শিক্ষার কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব অনুমতি হইলে কৃপণতার ও বদান্যতার বিদ্যারম্ভের দিনস্থির করা যায়। নরপতি মন্ত্রী-বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, হে অমাত্য শ্রেষ্ঠ! যে বিদ্যা ভিন্ন মনুষ্য মনুষ্য পদ বাচ্য হয় না, সে বিদ্যা আরম্ভের অনুমতিব সাপেক্ষ কি? বিদ্বান্ এবং সচ্চরিত্র এমন এক জন শিক্ষক নিযুক্ত কর। কেন না, কেবল বিদ্বান্ হইলেই যে শিক্ষকের উপযুক্ত হয়, এমত নহে, শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের আদর্শ স্বরূপ, বালক বালিকা উপদেষ্টাব কার্য্য দৃষ্টে তদনুকরণেচ্ছু হয়। বিশেবতঃ বালিকাগণের শিক্ষা দেওয়া কেবল সচ্চরিত্রের উপর নির্ভর করে। আরও বলি, যাঁহাকে নিযুক্ত করিবে ধনে মানে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব প্রকারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবে। অর্থাৎ কোন অংশেই যেন তাঁহার চিন্তা না থাকে তাহা হইলেই প্রাণাধিকাগণের সুন্দর রূপ শিক্ষা

হইবার সম্ভাবনা। এই বাক্য শ্রবণে মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! আমার ইচ্ছা, দুই কন্যার শিক্ষার নিমিত্ত দুইটী শিক্ষক নিযুক্ত করি। যেহেতু কৃপণতা ও বদান্যতার স্বভাব সিদ্ধ বৈরতা ভাবে কোন ক্রমেই উভয়ে এক স্থান স্থায়িনী নহেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক হইতে শিক্ষা পাইলেই ভাল হয়। সেই হেতু রাজান্নে প্রতিপালিত নানা গুণে গুণী, নীতিবোধ, আর রাজাধিকারস্থ সুবিখ্যাত অতি সুপণ্ডিত বিজ্ঞান, এই উভয় ব্যক্তিকে বালিকাদ্বয়ের শিক্ষা হেতু নিযুক্ত করিতে বাসনা করি। যেহেতু তাঁহারাই বিদ্যা কিম্বা সচ্চরিত্রতা বিষয়ের প্রকৃত পাত্র, নীতিবোধ, রাজাশ্রিত, অনুমতি হইলেই অনুক্ষণ শিক্ষা প্রদানে ত্রুটি করিবেন না, বিজ্ঞানপ্রতি বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবেক, কেন না, নীতিবোধ সহ সম সম্মানে কার্য্য করিতে তিনি স্বীকার করিবেন এমত বোধ হয় না। ইহাতে মহারাজের যে রূপ ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। রাজা কহিলেন, একথা যুক্তিবর মন্ত্রীর উপযুক্ত হয় নাই। শিক্ষকদিগের সম্মান পক্ষে তারতম্য হইলে কখনই শিক্ষাপক্ষে নিরপেক্ষ হয় না, বিশেষতঃ যাহাদিগের

রাজান্নে শরীর এবং রাজাদিগের আশ্রয়ে যাহারা সর্ব্বক্ষণ বাস করে, তাহাদিগের অভিমানও প্রায় রাজাদিগের ন্যায় হইয়া থাকে। অতএব তাহা-দিগের সেই অভিমানোপযোগী সম্মান প্রদত্ত না হইলে তাহা ক্রমে প্রবল হইয়া পরিশেষে অপমানের কারণ হইয়া উঠে। হে যুক্তিবর! শুনিয়া থাকিবে, এই রূপে অনেকানেক রাজাশ্রিত জন অভিমান সহকারে অলস হইয়া চির দুঃখ ভোগ করিতেছে। অতএব কোন অংশেই নীতিবোধের বিজ্ঞান সহ সম্মানের ত্রুটি করা হইবেক না। যাহাতে উভয়েই হর্ষ চিত্তে বালিকাগণকে শিক্ষা প্রদান করেন তাহাই কর। তখন মন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে যুক্তিবর-যুক্তিদাতা! যদি এত গুণ না থাকিবে তবে বিদ্যাপুঞ্জ যুক্তিবর কি নিমিত্ত চিরদাসত্ব স্বীকার করিবেক? যাহা হউক, কল্যই বিদ্যারম্ভের শুভ দিন। এই বলিয়া মন্ত্রী তদায়োজনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমত কালে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মন্ত্রীবর! কোন্ কন্যায় কোন্ শিক্ষকে নিযুক্ত করিবে তাহার কি স্থির করিয়াছ? যুক্তিবর কহিলেন মহারাজ, কৃপ-ণভার কৃপণতা দূর করিতে নীতিবোধেই শক্য

হইবেন, এই বিবেচনায় কৃপণতাকে নীতিবোধ করে অর্পণ করিলাম। আর বদান্যতার পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান জন্মাইতে বিজ্ঞানই বিশেষ উপযুক্ত, এপ্রযুক্ত বদান্যতার শিক্ষা হেতু বিজ্ঞানকে নিযুক্ত করিলাম। এইক্ষণে রাজাভিপ্রায় যাহা তাহাই সিদ্ধ। রাজা মন্ত্রী বাক্যে পরম পুলোকিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, মন্ত্রীও বিদায় লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। পরদ্দিন প্রভাতে যামিনী গমনে পতি-ভাবে ভাবিনী কামিনীগণে পতিসঙ্গ ভঙ্গ প্রসঙ্গে শয্যোত্থিত হইয়া ক্রোধান্তঃকরণে মার্ত্তণ্ড মুখাবলো-কনে পরিত্যক্ত চিত্তে নয়ন-পদ্ম মুদিত করতঃ স্বীয় স্বীয় কর পল্লবে ভুবন মনোরঞ্জন অঞ্জন ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। যদ্দর্শনে ভীতা মুদ্দিতা পদ্মিনীকুল নিজ নিজ বন্ধু ভৃঙ্গ সহ মনোল্লাসে বিকশিত হই-তেছে, নিশাচর পশু পক্ষীগণ নিশানাথের প্রাদু-র্ভাবের খর্ব্বতা দর্শনে আপন আপন বিবর ও কোটরে প্রবেশ করিতেছে, চন্দ্রমা বিরহোত্তাপিত পুষ্প সকল শিশির পতনচ্ছলে যেন রোরুদ্যমান্ হইতেছে, নিদ্রিত মাতৃক্রোড়স্থ শিশুগণে গাত্রো-

শানান্তে করযুগে জননী চেলাঞ্চল ধারণ পুরঃসর "খাদ্যং দেহি,, ইত্যাদি বচনে ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহ হইতে গৃহান্তর গমন করিতেছে, সাধু জনে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনানন্তর পরম পরাৎপর পরমেশ্বরারাধনায় মনো নিবেশ করিতে প্রবৃত্ত হই-তেছে, রাখালেরা গো পাল পশ্চাতে গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া ঈষৎ বঙ্কিম ভাবে উর্দ্ধমুখে মধুস্বরে গান করিতে করিতে গোষ্ঠাভিমুখে যাইতেছে। এদিগে রাণী কৃপণতা ও বদান্যতাকে নব নব পরিচ্ছদ ও নানাভরণে ভূষিতা করিয়া ধাত্রী দ্বারা বিজ্ঞান, ও নীতিবোধ নিকটে প্রেরণ করিতেছেন। এখানে মন্ত্রী রাজসভায় আগমন করিয়া প্রকৃত দুঃখী-গণকে নানা ধন দানে পরিতৃপ্ত করিয়া বালিকাগণের বিদ্যা শিক্ষা জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকোষ্ট নির্দ্দেশ করিলেন, এবং বদান্যতা ও কৃপণতাকে বিজ্ঞান ও নীতিবোধ করে সমর্পণ করিয়া বিধি বোধিত পূর্ব্বক বিদ্যারম্ভ করিয়া দিলেন। অনন্তর এই শুভ সংবাদ মহারাজাকে জ্ঞাত করিয়া সভাস্থ হইলেন। বিজ্ঞান ও নীতিবোধ বিবিধ শিক্ষা কৌশলে কৃপণতা ও বদান্যতাকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত

হইলেন। এক দিবস নীতিবোধের আগমনে বিলম্ব হওয়ায় কৃপণতা জিজ্ঞাসিলেন, গুরো! অদ্য আপনকার সময়াতীত সময়ে আগমনের কারণ কি? জানিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। নীতিবোধ, গল্পস্থলে কৃপণতার কৃপণতা দূর করণাভিলাষে বলিতে লাগিলেন॥ বালে! অদ্য তোমার নিকট আগমনের কিঞ্চিত পূর্ব্বকালে রাজদর্শন মানসে সভায় গমন করিয়া দেখিলাম, দূতগণে এক ভীষণ মূর্ত্তি রাক্ষসাকার ব্যক্তিকে বন্ধনাবস্থায় সভায় আনয়ন করিয়াছে, তাহার প্রকৃত রূপ বর্ণনে আমার হৃৎকম্প হইতেছে। আমার কথা দূরে থাকুক, যাহাকে দর্শন করিয়া রাজসভাস্থ সমস্ত লোকেই ভূলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। রাজা, তাহার সে রূপ কিম্ভূত কিমাকার ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। এ ব্যক্তি কে? আর কোন স্থান হইতে কি নিমিত্ত ইহাকে ধৃত করিয়াছ? দূতেরা নিবেদন করিল, মহারাজ! ইহার নাম দুষ্কর্ম, নিষ্কারণ নির্দ্দয় নামক বণিককে বিনষ্ট করিয়াছে। সেই হেতু ইহাকে ধৃত করতঃ রাজ-

গোচরে আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে মহারাজের বিচার সাপেক্ষ। রাজা, দূত প্রমুখাৎ দুষ্কর্ম্মের দুষ্কর্ম্ম শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রে পাপিষ্ঠ! তুই কি নিমিত্ত নিরপরাধে নির্দ্দয়কে নষ্ট করিলি? তাহা বিশেষ বিস্তার পূর্ব্বক প্রকাশ কর, নচেৎ এখনই প্রাণদণ্ড করিব। দুষ্কর্ম্ম বলিল, দোহাই-মহারাজ, সে নির্দ্দয় নিতান্ত নিদারুণ এবং কৃপণ। আমি প্রথমতঃ তাহার নিষ্ঠুরতা ও কৃপণতা দূর করিবার নিমিত্ত এককালে যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলাম, কেননা কৃপণেরা অর্থকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর করিয়া জানে, কিন্তু মহারাজ! নির্দ্দয়ের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইল, তথাপি সে দুরাত্মা কৃপণতা ও নির্দ্দয়তা কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইল না। হে বিচারপতে! কৃপণ ও নিদারুণ ব্যক্তিরা দুষ্কর্ম্মের বধ্য, একথা মহাজনেরা নানা স্থানে বারম্বার বলিয়াছেন। সেই নিমিত্তই তাহার জীবন সংহার করিয়াছি। রাজা কহিলেন, হত্যাকারীর বাক্যের প্রতি নির্ভর করা নিতান্ত নীতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ের প্রমাণ জন্য তন্নগরস্থ ভদ্র এবং এ সমস্ত অবগত আছেন, এমত এক ব্যক্তির প্রয়োজন,

অতএব অবিলম্বে এক জন রাজদূত তথায় গমন করিয়া তৎকার্য্য সমাধা করুক। এই রূপ বলিতেছেন, এমন সময় শুভ্রকেশ ও শুভ্রবেশ অতি প্রাচীন এক ব্যক্তি অকস্মাৎ সভায় আগমন করতঃ দুই হস্ত উত্তোলন পুরঃসর "মহারাজের জয় হউক,, বলিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে? বৃদ্ধ উত্তর করিল, এই দুষ্কর্ম্ম যে নির্দ্দয়কে নষ্ট করিয়াছে, আমি তাহারই পুরোহিত। রাজদূত কর্ত্তৃক দুষ্কর্ম্ম সভায় আনীত হইয়াছে, রাজ বিচারে তাহার কি দণ্ড হয়, এবং রাজদর্শন, এই উভয় মানসেই আগমন করিয়াছি। রাজা কহিলেন, বড় ভালই হইল, যেহেতু নির্দ্দয় বৃত্তান্ত আপনি যাদৃশ জ্ঞাত আছেন, এরূপ আর কেহই জানেন না, অতএব দুষ্কর্ম্ম কর্ত্তৃক নির্দ্দয় হত হইবার কারণ কি? অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। বৃদ্ধ কহিল, মহারাজ! যদিও সে পাপাত্মার নামোচ্চারণ করিতে বাঞ্ছা নাই, তথাপি রাজাজ্ঞায় তদাদ্যোপান্ত বলিতে হইল, শ্রবণ করুন। মহারাজের রাজ্যান্তঃপাতি আনন্দপুর নাম নগরে উক্ত নির্দ্দয়ের পিতা সদয় নামে বণিকশ্রেষ্ঠ বহু কালাবধি সদুপার্জ্জনে

বহু ধন সঞ্চয় করিয়া সদাসুষ্ঠানে নিরুপায় দরিদ্র-গণকে বিবিধ বিধানে নানা বিতরণে সন্তুষ্ট করি-তেন, তাঁহার এক মাত্র পুত্র নির্দ্দয়, নির্দ্দয়ের নির্দ্দয়তা ও কৃপণতার সঞ্চার হইতে হইতেই সদয় তৎভার্য্যা সহ পরলোক গমন করিলেন।

অনন্তর নির্দ্দয় স্বাধীন হইয়া স্বার্থপরতা নাম্নী কন্যা বিবাহ করিয়া ক্রমে এমত স্ত্রৈণ হইল, যে স্বার্থপরতার অনুমতি ভিন্ন কোন কার্য্য করে না। একে নির্দ্দয়, তাহে কৃপণ স্বভাব, আবার স্বার্থপরতা বশম্বদ, এক কালে ত্রিদোষ প্রাপ্ত হইল। স্বার্থ-পরতা কেবল অর্থ প্রিয়া ছিলেন, সুতরাং নির্দ্দয়ও তদনুরূপ হইয়া উঠিল, দিন দিন অর্থ পিপাসা এমত প্রবল হইতে লাগিল, যে কিছুতেই তাহার নিবারণ হয় না। অগত্যা দুষ্কর্ম্মকে আশ্রয় করিল। আমি দেখিলাম, নির্দ্দয় কার্পণ্য জন্য দুষ্কর্ম্মের মন্ত্রণানুসারে অর্থ সঞ্চয় হেতু অনাহার-ব্রত অবলম্বন করিয়া সাতিশয় জীর্ণ এবং জরাগ্রস্ত হইল, তথাপি সঞ্চয় ভিন্ন ব্যয় পক্ষে বিপক্ষ স্বরূপ। মহারাজ! পুরো-হিত জনের মনুষ্যের হিত চেষ্টাই প্রধান ধর্ম্ম, এই হেতু কহিয়াছিলাম, সদয়-নন্দন, শাস্ত্রকারেরা কহিয়া

থাকেন, যে মনুষ্য অর্থসম্বন্ধে স্বীয় ভরণ পোষণে বিরত হয়, তাহার ধন ও জীবনে দুষ্কর্ম্মেরই অধিকার; এইক্ষণে যে দুষ্কর্ম্মকে পরমবন্ধু জ্ঞান হইতেছে সেই দুষ্কর্ম্মই তোমার সর্ব্বনাশের কারণ হইবেক। তচ্ছ্রবণে নির্দ্দয় ক্রোধান্ধ হইয়া আমার প্রতি নানা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিল, তাহার সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শনে নিতান্ত ভীত কলেবরে নিজাবাসে গমন করিলাম, তদবধি তাহার মুখাবলোকন করি নাই। কিছু দিন পরে লোক পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছিলাম, দুষ্কর্ম্ম নির্দ্দয়ের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়াছে, অদ্য রাজপথে আগমন কালে দেখিলাম, রাজদূতগণে দুষ্কর্ম্মকে বন্ধন দশায় লইয়া আনিতেছে, আর বলিতেছে, এই ব্যক্তি নির্দ্দয়ের প্রাণহন্তা, আমি এই মাত্র জানি। রাজা নির্দ্দয়ের পুরোহিত প্রমুখাৎ সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া প্রিয়মন্ত্রী যুক্তিবরকে কহিলেন, দুষ্কর্ম্ম যাহা কহিয়াছে, সে সমস্ত সপ্রমাণ, অতএব এ বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধান কর। মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ! কৃপণ ও নিদারুণ জনের ধন ও জীবনে দুষ্কর্ম্মেরই অধিকার, ইহা যুক্তি যুক্ত বটে, এই হেতু অধীনের বিবেচনায় নির্দ্দয় হনন জন্য

দুষ্কর্ম, কোনক্রমে দণ্ডার্হ নহে, তবে রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য এই বলিয়া মন্ত্রী নিরস্ত হইলেন। রাজা তদভিপ্রায় বুঝিয়া দুষ্কর্মকে বন্ধন মুক্ত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন ও শ্রবণে তব নিকট আগমনের কাল বিলম্ব হইয়াছে। কৃপণতা কহিল, গুরো! নির্দ্দয় দুষ্কর্মকে আশ্রয় করিয়াছিল; আর দুষ্কর্ম্ম সেই আশ্রিত জনকে ধনে প্রাণে বিনষ্ট করায় তাহার কি কিঞ্চিন্মাত্রও পাপ জন্মিল না যে পিতা তাহাকে বিনা দণ্ডে সাধুর ন্যায় বিমুক্ত করিলেন? নীতিবোধ বলিলেন, বালে! কোন ব্যক্তি যদি অনলকে নিতান্ত প্রিয় জ্ঞান করিয়া হৃদয়ে ধারণ করে, আর সেই অগ্নির স্বভাব সিদ্ধ দাহিকা শক্তিতে উক্ত ব্যক্তির বক্ষঃস্থল দাহন করে, তবে কি হুতাশন পাপ ভাজন হইবে? তাহা কখনই নহে। সেই রূপ, দুষ্কর্ম্ম নির্দ্দয়কে নষ্ট করিয়া পাপী হইতে পারে না, যেহেতু আশ্রিতঘাতন তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই রূপে নিত্য নিত্য নব নব ইতিহাস বর্ণনে কৃপণতার কৃপণতা ভাবে ভয় জন্মাইতে লাগিলেন, এবং ভূগোল খগোল পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় নানা কৌশলে শিক্ষা প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

কারণ, এ সমস্ত পাঠাভাবে ঈশ্বরের ঐশ্বরিক আশ্চর্য্য কার্য্যাদির প্রতি মনুষ্যের কোন ক্রমেই দৃষ্টি হয় না। আর তাহা না হইলেও সেই ভূতভাবন ভয় ভঞ্জনে প্রীতি জন্মে না। এদিগে বিজ্ঞান মহাশয়, বদান্য-তাকে নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করাইতেছেন, এবং নানা উপায়ে বদান্যতার পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান জন্মাইতে-ছেন। এক দিবস রাজনন্দিনী বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! কল্য রাজসভায় ক্ষিপ্তবৎ কৌপীণধারী ক্ষীণ কলেবর সুন্দর পুরুষ দণ্ডায়মান ছিল, সে ব্যক্তি কে? আর কি নিমিত্তই বা সভায় আনীত হইয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত যদ্যপি আপনি জ্ঞাত থাকেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। বিজ্ঞান কহিলেন, বদান্যতে! উল্লেখিত প্রশ্নে আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতু সেই অপরিমিত ব্যয়ী রাজকুমারের বিষয় শ্রবণে তোমার বিশিষ্ট উপকার হইবে। অতএব মনঃ সংযোগ করিয়া শ্রবণ কর। গৌরবাধিপতি অভিমান নামে রাজা, অত্যন্ত প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত ছিলেন। যাহার ধনেতে ধনেশও লজ্জা পাইতেন। কিন্তু নিঃসন্তান প্রযুক্ত সতত দুঃখিতান্তঃকরণে কালক্ষেপণ করতঃ ঈশ্বর নিকটে

দীন জনের ন্যায় নিয়ত এই রূপ প্রার্থনা করিতেন, যে হে বিশ্ব সৃষ্টিকারি বিশ্বনাথ! দীনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া একটী পুত্রসন্তান প্রদান করুন, যাহার মুখাবলোকনে পুন্নাম্ন নরক হইতে মুক্তি লাভ করি। তাঁহার প্রার্থনাক্রমে বাঞ্ছাপূর্ণ-কর ভগবান্ তদ্বাসনা পূর্ণ করিলেন, অর্থাৎ দাতাগ্রগণ্য নামে এক পুত্র জন্মিল। রাজা অপুত্রক অবস্থায় পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পাছে কুমারের স্বাস্থ্যের অন্যথা হয়, এই ভয় প্রযুক্ত কোন বিদ্যা অধ্যয়ন করাইতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নরপতি বহু সমৃদ্ধি পূর্ব্বক দাতাগ্রগণ্যের বিবাহ কার্য্য সমাধা করিলেন। তদনন্তর তাহার প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া স্বস্ত্রীক হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। দাতাগ্রগণ্য স্বভাবসিদ্ধ দাতা স্বাধীন হইয়া নিরন্তর ধন বিতরণেই প্রবৃত্ত রহিলেন। হে বদান্যতে! দাতাগ্রগণ্যের দানের পাত্রাপাত্র জ্ঞান ছিল না, কোন্ পাত্রে দান করিলে মঙ্গল হয়, আর কোন্ পাত্রে দান করিলে অমঙ্গল জন্মে তাহার কিছুই জানিতেন না। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বদান্যতা বলিল, গুরো! দানব্রতে পাত্রাপাত্র ভেদ কি? বিজ্ঞান কহিলেন, বৎস, যদি দান বিষয়ে

পাত্রাপাত্র বিচার না থাকিবে, তবে সেই বিশ্বপাতা দাতা কল্পতরু পরমেশ্বর কি মনুষ্যাহারি সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণকে নিরাপদে মনুষ্যালয়ে বাসস্থান দানে অক্ষম ছিলেন? আর পক্ষীভুক মার্জ্জারকে পক্ষ প্রদানে তাঁহার কি অভাব ছিল? এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা বিজ্ঞান শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যতীত কোন প্রকারেই সুসাধ্য নহে। দাতাগ্রগণ্য নিজে বিজ্ঞান বিহীন ছিলেন, সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধায়ী হইতে পারেন নাই, কেননা নিঃসম্বল, তৎপিতৃ বৈরিকে বহু ধন দান করিলে, সে ব্যক্তি উক্ত অর্থ দ্বারা অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করতঃ দাতাগ্রগণ্যের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে এই অবস্থায় রাজ্য হইতে দূরীকরণ করিয়া দিয়াছে। সেই দাতাগ্রগণ্য ক্ষিপ্তবৎ কৌপীণধারী বেশে রাজাশ্রয় প্রার্থনা হেতু সভায় আগমন করিয়াছিল। এতদ্বাক্য শ্রবণে বদান্যতা নিতান্ত ভীতা হইয়া কহিলেন, মনুষ্যের বিদ্যাভ্যাস ভিন্ন কোন কার্য্যেই সিদ্ধ হয় না। বিদ্যাই ত্রিসংসারে এক মাত্র সার পদার্থ। সেই অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় জগন্মলাকরের মঙ্গলাভিপ্রায়ের কারণ দর্শাইতে বিদ্যা ভিন্ন আর কেহই

সমর্থ নহে। তাঁর কৃপা হইলে অসামান্ত অলৌকিক কার্য্য সামান্ত লোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে পারে, অতএব হে গুরো! যাহাতে সেই বিদ্যাদেবী আশ্রিতা হইতে পারি, তাহাই করিতে অজ্ঞা হয়। নচেৎ কি দান, কি মান, কি রূপগুণ, কি শৌর্য্য বীর্য্য কিছুতেই কোন ফল প্রদর্শন করিতে পারে না। হা বিদ্যা! তুমিই জীবের ইহলোক পরলোকের সুখদাত্রী তোমার অকৃপাভাজন ব্যক্তিরা কোন অংশেই সুখী নহে। আহা! অরণ্যবাসী অসভ্যজাতিদিগের চিরত্নঃখ যাহা দর্শন বা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয় জনেরও বক্ষস্থল বিদীর্ণ হয়, সে কেবল তোমারই নিগ্রহ ভিন্ন নহে। বদান্ততা এবম্বিধ নানা প্রকারে বিদ্যাদেবীর ধন্তবাদ করিতে লাগিলেন, এবং একান্ত চিত্তে পাঠাধ্যয়নে যত্নশীল হইলেন, এই প্রকার নীতিবোধ, ও বিজ্ঞান, কৃপণতা ও বদান্ততাকে দিন দিন নানা ছলে উপদেশ করিতেছেন দেখিয়া রাজা আনন্দ-সাগরে ভাসমান্ হইতেছেন।

অনন্তর এক দিন সভাসদগণ রাজসভা হইতে নিজ নিজ আবাসে গমন করিলে, মন্ত্রী প্রতি প্রফুল্ল

বদনে নিতান্ত উল্লাস সহকারে কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের প্রাণাধিকা কৃপণতা ও বদান্যতা বিবাহ যোগ্যা হইয়াছেন। আমার ইচ্ছা, এই কালাবধি তাঁহাদিগের উপযুক্ত পাত্রান্বেষণ হেতু ঘটকাদি নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। মন্ত্রী-বাক্য শ্রবণে রাজা কহিলেন, হে প্রিয়! যদি কর্ত্তব্য কার্য্যে ও প্রতি-বাক্যে আমার অনুমতির অপেক্ষা করে, তবে তোমাতে আর সাধারণ ভৃত্যগণে বিশেষ কি? মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! অধীন ব্যক্তিরা কালত্রয় দর্শী হইলেও প্রভু কার্য্যে প্রভুর অনুমতি ভিন্ন স্বয়ং সাধন করিতে শক্য হইতে পারে না। যদি বলেন, এই ভূমণ্ডলে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সহস্র সহস্র ধনি লোক নির্দ্দয় বণিক রাজের ন্যায় দুষ্কর্ম্মা-শ্রিত হইয়া নানা কুকর্ম্মে রত থাকে, প্রকৃত মন্ত্রী কি সেই রূপ প্রভুদিগের ইচ্ছোপযুক্ত আদেশ পালন করিবে? সে স্থানে জ্ঞানবান্ ভৃত্যের ইহাই কর্ত্তব্য যে প্রভু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কৌশলক্রমে তৎকার্য্যে প্রভুর মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে ইহা জ্ঞাত করাইতে যদি প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে হয়, তাহা-

তেও পরাঙ্মুখ হইবে না। নচেৎ আজ্ঞাবহদিগের প্রভু আজ্ঞা বহনই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবিষয়ে নানা ইতিহাস শ্রবণ করা যায়, তবে রাজগোচরে অধীন জনের উপদেষ্টার ন্যায় ইতিহাসাদি শ্রবণ করান নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য। রাজা কহিলেন, মন্ত্রীবর! তোমার মতে বেতন ভোগী উপদেষ্টা কি অধীন নহে? যুক্তিবর নিবেদন করিলেন, মহারাজ! অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হেতু নিয়মিত অর্থ প্রদত্ত হইলেই মাদৃশ জনের ন্যায় দাস মধ্যে পরিগণিত হয়, এমন নয়, উপদেষ্টারা যদিও বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি ছাত্রগণের তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের ন্যায় ব্যবহার করা কোন ক্রমেই বিধেয় বিবেচনা হয় না। যেহেতু তাঁহারা উপদেশার্থেই নিয়োজিত থাকেন। তাঁহাদিগের কার্য্যে আমাদিগের কোন অংশেই অধিকার নাই, এই বলিয়া মন্ত্রীবর রাজাভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সুবিজ্ঞ ঘটক সকল আনয়ন জন্য রাজ্য মধ্যে ঘোষণা প্রদান করিলেন। তচ্ছ্রবণে সহস্র সহস্র ঘটক রাজসভায় আগমন করতঃ ক্ষিপ্তবৎ উচ্চৈঃস্বরে দুই হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক, "মহারাজের জয় হউক, মহা-

রাজের জয় হউক,, এই রূপ আশীর্ব্বাদ করণানন্তর আপন আপন উপযুক্ত স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। রাজাও তাঁহাদিগের যথাযোগ্য সম্মান করিতে বিরত হইলেন না, কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে মন্ত্রীবর, ঘটক মহাশয়দিগকে কহিলেন, মহোদয়গণের শুভাগমনে ভূপাল যথোচিত সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, যদি রাজাভিপ্রেত কার্য্য আপনাদিগের দ্বারা সুসিদ্ধ হয়, তবে বহু ধন পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু আমার প্রার্থনা আপনাদিগের মধ্যে এ কার্য্যের প্রধান কোন ব্যক্তি আর তাঁহার যোজনা শক্তিই বা কেমন অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। মন্ত্রী বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট কলেবরে তন্মধ্য হইতে এক ব্যক্তি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বারম্বার বক্ষঃস্থলে স্বীয় করাঘাত করিতে করিতে কহিতে লাগিল। ভো ভো মন্ত্রীবর! আপনি কি আমাকে জ্ঞাত নহেন? আমার নাম বাচাল শিরোমণি, এ জনের পিতার নাম ঈশ্বর ঘটক চূড়ামণি, মহারাজেরই রাজ্যে নিবাস, আমার সপ্তম পুরুষাবধি এই কার্য্যই উপজীবী। আমি বড় ঘরের সন্তান, এবং আমার কার্য্যও তদনুরূপ। অধিক কি কহিব? এই জগন্মণ্ডলে

যাবদীয় অন্ধ, খঞ্জ, বধির, মূক প্রভৃতি পুত্র কন্যায় সুন্দর সুন্দর কন্যা ও পাত্র যোজনা করিবার কারণই আমি, ত্রতদ্ভিন্ন কত ব্রাহ্মণে কত সূত্র যোজনা করিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না, "কালেন পরিচীয়তে,, উপস্থিত কার্য্যেই জানিতে পারিবেন। রাজা তদ্বাক্য শ্রবণে কহিলেন, যুক্তিবর! এই সমস্ত কার্য্য যদি এই ব্যক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া সত্য হয়, তবে এ কার্য্যে ইনিই উপযুক্ত পাত্র। মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! পণ্ডিতেরা বাচাল শিরোমণির ন্যায় অপাত্রে সুপাত্রে যোজনা কার্য্যকে প্রশংসা করেন নাই, বরং নিকৃষ্ট মধ্যেই গণনা করিয়াছেন। আর সুপাত্রে সুপাত্রে যোজনা করা নিতান্ত কঠিন কার্য্য। এই হেতু বিজ্ঞবর সমাজে সেই কর্ম্মই প্রশংসার আস্পদ হইয়াছে। রাজা কহিলেন, অমাত্য! সুপাত্রে সুপাত্র যোজনা করার পক্ষে কাঠিন্য কি? ইহা সাধারণ ব্যক্তি হইতেও নিষ্পন্ন হইতে পারে, আর অপাত্রে সুপাত্রে যোজনা করা কোন ক্রমেই সহজে হইতে পারে না, অসাধারণ জন ভিন্ন সে কার্য্যও সাধন হয় না। মন্ত্রী কহিলেন মহাবাজ! এই জগতে গুণিলোক অধিক পাওয়া যায় কিন্তু গুণগ্রাহক

ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্ল্লভ। যোজক ব্যক্তি উভয়ের গুণ যদি সম্যক্ রূপে জানিতে না পারে, তবে তাহাদিগের যোজনায় কখন অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হয় না। দেখুন, মহারাজ! কোন মুক্তামালা গ্রন্থনকারি ব্যক্তি যদি মুক্তা ছিদ্র ও তৎ সূত্রের স্থূলতার পরিমাণ না জানিয়া তদ্গ্রন্থনে প্রবৃত্ত হয়, আর মুক্তা ছিদ্র অপেক্ষা সূত্র স্থূল থাকে, তবে হয় মুক্তা ভগ্ন হয়, না হয় সূত্র ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা, এবং সূত্রের পরিমাণ সূক্ষ্ম হইলে মুক্তা সহ সুন্দররূপে সংযোজিত হয় না, অধিক কি কহিব? সমানে সমান যোজনা হওয়া এই ত কঠিন যে আবাহকাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত গ্রন্থকার মহাশয়েরা অলঙ্কার নাম্নী রাক্ষসীর ভয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব চিরকাল অপাত্রে সুপাত্র যোজনা দোষেতেই সংসারে কি অনিষ্টই না ঘটিতেছে? আহা! কত কত রূপ যৌবন সম্পন্না সুশীলা অবলা কামিনীগণে মনোমত পতি লাভের অভাবে দুর্নিবার মন্মথের বাধ্য হইয়া ঘৃণাস্কর ব্যভিচার ধর্ম্মকে আশ্রয় করতঃ অবশেষে কত কষ্টই ভোগ করিতেছে। আর তদ্রূপ কত কত পরম সুন্দর নব্য

জনে হৃদয়ানন্দ-কারিণী পত্নী অপ্রাপ্তে জগৎ গুরু জনক জননীদিগেরও কি পর্য্যন্ত ক্লেশ না দিতেছে? বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই সমস্ত অমঙ্গলের কারণ কেবল এক মাত্র যোজনা দোষ, আমার মতে, বাচাল শিরোমণি কর্ত্তৃক কৃপণতা ও বদান্যতার পত্রান্বেষণ করাইলে কেবল দোষেরই কারণ হইবেক, যেহেতু পণ্ডিত ভিন্ন মূর্খদ্বারা এ কার্য্য করিতে আমার নিতান্ত ভয় হইতেছে। রাজা, মন্ত্রী বাক্য বিশেষ প্রণিধান করিয়া কহিলেন, যদি কখন জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, আর ঈশ্বর এই পদে পদস্থ করেন, তবে তব সম অমাত্য লাভে চিরকাল পরিতৃপ্ত হইতে বাসনা করি। তখন মন্ত্রী উপস্থিত ঘটকদিগের যথা যোগ্য সম্মান রক্ষা-করিয়া বিদায় করিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে কৃপণতা ও বদান্যতার পাত্রান্বেষণে আমার স্বয়ংই চেষ্টা করিতে হইল। ইত্যোমধ্যে নীতিবোধ ও বিজ্ঞান, সভায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনকার কন্যাদ্বয় কৃতবিদ্যা হইয়াছেন, আমাদিগের পুরস্কার প্রদান করুন। তচ্ছ্রবণে মন্ত্রী কহিলেন, মহোদয়গণ! প্রাণাধিকাদিগের স্বভাব সংশোধন

হইয়াছে কি না? মনুষ্য শিল্পাদি বিবিধ বিদ্যায় কৃতবিদ্যা হইয়া থাকে, কিন্তু সে বিদ্বান্ জনে বিদ্বান্ বলিয়া প্রকৃত বিদ্বানেরা গণ্য করেন না। বিদ্যা-ভ্যাস দ্বারা যাহার স্বভাব সংশোধন হয়, সেই ব্যক্তি-কেই কৃতবিদ্য পদে পরিগণিত করা যাইতে পারে। নীতিবোধ কহিলেন, মহাশয়! যাহা আজ্ঞা করিতে-ছেন, এসমস্ত সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্ত্তনে সেই অপ্রকৃতি পরম পুরুষ ভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই, যদি বলেন, বিদ্যাদেবী প্রসাদে সহস্র সহস্র অসাধু জনেও পরম সাধু হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সেই অসা-ধুতা স্বভাব সিদ্ধ নহে, সেই স্থানে এই রূপ জানিতে হইবে, যেমন কোন জ্যোতিঃযুক্ত মণি বহুকাল পর্য্যন্ত অপরিষ্কৃত স্থানে থাকিয়া মলিন হইলে তাহাতে নির্ম্মলকর বস্তুদ্বারা নির্ম্মল করা যায়। অসাধু ব্যক্তিরা বিদ্যা কর্ত্তৃক সাধু হওয়া তাদৃশ জানিবেন। নচেৎ বিষধর সর্পে সাগর তুল্য সুধা-পান করিলেও তাহার মুখ হইতে বিষ ভিন্ন অমৃত ক্ষরণ হয় না। তবে দণ্ডহস্ত ব্যক্তি কোন হিংস্র পশুর নিকট দণ্ডায়মান থাকিলে সে যেমন দণ্ড ভয়ে হিংস্র হইয়াও তৎকার্য্য সাধনে অক্ষম হয়, তদ্রূপ

উপদেষ্টাগণ বিদ্যারূপ দণ্ড গ্রহণ করতঃ কুস্বভাবশীল ছাত্রবর্গ নিকটে অহরহ বাস করিলে তাহারা সেই ভয়ে মন্দ স্বভাব স্বত্বেও কুকর্ম্মের প্রতি ধাবমান হইতে পারে না। কৃপণতায় বিবিধ বিষয় জ্ঞাতা করিয়াছি এবং মম সমক্ষে তদ্বিষয়ের আলোচনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তবে কৃপণতা স্বভাব যে কৃপণতা, ত্যাগ করিয়াছেন কি না তাহা তাঁহার স্বাধীনতা-বস্থা ভিন্ন কি রূপে পরীক্ষা হইতে পারে? সেই রূপ বিজ্ঞানও কহিলেন, যে বদান্যতার, বদান্যতার পাত্রা-পাত্র ভেদ জ্ঞান, দানকরণ কাল ব্যতীত বর্ত্তমান কালে কি রূপে পরীক্ষিত হইবে? এক্ষণে বিদ্যা বিষয়ে যেমন পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা করিয়া আমাদিগের বিদায় করিতে আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, মহাশয়গণ! যদি আমার প্রাণাধিকারা কৃতবিদ্যা হইয়া থাকেন, তথাপি আপনাদিগের বিদায় যাচ্ঞার কারণ কি? যদি বলেন যে কার্য্য নিমিত্ত আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা সমাধা হইল, এক্ষণে আর প্রয়োজন নাই তাহা বলিবেন না। ভাল, মহাশয়গণ! কোন মার্জ্জিত দ্রব্য কি কখনই মলিন হয় না? অবশ্যই হইবার

সম্ভাবনা, কিন্তু যদি সেই বস্তু মার্জ্জনকারির হস্তে থাকে, তাহা হইলে তাহার জ্যোতির ন্যূনতা হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রতি দিন প্রভার বৃদ্ধি হইতে থাকে, আম্মার বিবেচনায় আপনকার যাবজ্জীবন রাজ সংসারে নিযুক্ত থাকেন। বিজ্ঞান কহিলেন, মহারাজ! এরূপ বাক্য জগতে কি অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে? আমি জানি, আধুনিক ধনিরা মাদৃশ জনের বেতনেতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা অনর্থক জ্ঞানেই অর্থ সঞ্চয় করতঃ পুত্রদিগের বিবাহ কার্য্যান্তেও পানদোষাদি নানা কারণ নিমিত্ত রক্ষা করিয়া থাকেন, অদ্য আপনার বাক্য শ্রবণে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল। আমরা ভৃত্যপদাভিষিক্ত আছি, এখন অবধি ভৃত্যানুভৃত্য রূপে রাজকার্য্য সম্পাদন করিব। তখন যুক্তিবর বিজ্ঞানে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মহাশয়! কৃপণতা ও বদান্যতার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে, রাজ-নন্দিনীদিগের উপযুক্ত পাত্রান্বেষণে সামান্য লোক প্রেরণ না করিয়া আপনাদিগের কিম্বা আমি ভিন্ন আর কাহাকেও মনোনীত হয় না। এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কি? বিজ্ঞান কহিলেন, মহাশয়! যাহা আজ্ঞা করিলেন, ইহাই বিজ্ঞান বিধেয়, যেহেতু বিজ্ঞবরেরা

ক্ষুদ্র কার্য্যকেও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদ্বারা সম্পাদিত করিয়া থাকেন, অতএব এ কার্য্যে আমাদিগেরই গমন উপযুক্ত, কিন্তু মহাশয়, আমার বিবেচনায় দেশ দেশান্তরে লোক প্রেরণ করুন, তাঁহারা সাধারণ রূপ জ্ঞাতা হইয়া এখানে সংবাদ প্রদান করিলেই তৎ পরীক্ষা হেতু আমরা তথায় গমন করিয়া কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিধান করিলে ভাল হয়। মন্ত্রী কহিলেন, ইহার সার মন্ত্রণা, এই বলিয়া তাঁহার লিপি সহকারে দেশ দেশান্তরে দুত প্রেরণ করিতেছেন, ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়া দিবাকর অস্তাচল চূড়ামণি রূপে কিবা আশ্চর্য্য রূপ ধারণ করতঃ জগতের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। দিগ্দিগ রক্তিমাবর্ণে আচ্ছন্ন হইল, পদ্মিনীগণ জীবনারি সূর্য্য অস্তাচলশায়ী দর্শনে হৃষ্ট মনে জীবন রক্ষা জন্য পরিশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম হেতু স্বীয় বন্ধু ভৃঙ্গ সহ নিদ্রিতা হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে কুমুদিনী নিশানাথ উদয়াশয়ে আপনাকে সুসজ্জীভূতা করিতে প্রবৃত্ত হইল। নক্ষত্রগণ আপনাপন উদয়াচল গমনে উদ্যত হইল, পথিক জনে দুর্জ্জয় যামিনী আগমন ভয়ে পথশ্রান্তি ক্লান্তি সহকারেও অবিশ্রান্ত

গমনে স্থানে স্থানে উপনিবাস আশ্রয় করিতে পরাঙ্মুখ রহিল না, কামিনীগণ গৃহকার্য্য সমাধানানন্তর নানা বেশ ভূষায় ভূষিতাঙ্গে মনোমধ্যে কত ভাবের ভাবনায় ভাবিত হইল, অনাহারি নিশাচর পশু পক্ষীকুল ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া নিশাকরের আশয় রহিল। দিগ্বিদিগস্থ আহারান্বেষণ-কারি কাক, কোকিল, কুজিকাদি পক্ষীগণে স্বীয় স্বীয় আহার পরিত্যাগ পুরঃসব আকাশ পথে জন মনোরঞ্জন বীণাগুণ গঞ্জন হৃদি দুঃখ বিভঞ্জন সুমধুর ধ্বনি ধ্বনিত পূর্ব্বক নিজ নিজ কুলায় আগমন করিতে লাগিল, যুক্তিবর ও বিজ্ঞান প্রভৃতি সকলেই সন্ধ্যা বন্দনাদির কাল উপস্থিত দর্শনে আপন আপন আবাসে গমন করিলেন। এদিগে দূতগণ কাশী কাঞ্চি, অবন্তিক প্রভৃতি নানা দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে করিতে বিশিষ্ট দৌত্য কর্ম্ম পারদর্শী অকিঞ্চন নামে দূত অঙ্গ প্রদেশে উপস্থিত হইল, তন্নগরাধিপতি পরিশ্রম নামে রাজা, যাহার প্রতাপে চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা রূপে চিরাশ্রিতা হইয়া রহিয়াছেন। রাজার এক মাত্র পুত্র, অর্থ নামে বিখ্যাত। অর্থের মনোহর মূর্ত্তির কথা কি কহিব? আকাঙ্ক্ষা শক্তি

থাকিলে বোধ হয় নির্জীব পদার্থ সকল ও তদ্দর্শনে প্রাপ্তীচ্ছা করিত। যাহার অসাধ্য কার্য্য প্রায় ভুমণ্ডলে দৃষ্টি হয় না। অকিঞ্চন লোক পরম্পরায় শ্রুত হইয়া পবিক্রম সভায় উপস্থিত হওনানন্তর বিনীতভাবে তৎ করে রাজপ্রদত্ত পত্রিকা প্রদান করিলেন। রাজা পত্রার্থ অবগত হইয়া মনোরাজার সম্মান রক্ষার নিমিত্ত অকিঞ্চনে বিবিধ বিধানে সমাদর করিলেন, এবং মনোভুপের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া রাজ্যের ও সমস্ত বিষয়েরই তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইলেন। তদনন্তর দূতোপযুক্ত বাসস্থানে অকিঞ্চনে প্রেরণ করিলেন। আর কৌশলক্রমে মনঃ প্রেরিত পত্রিকা স্বীয় পুত্র অর্থ নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অর্থ পত্রমধ্যে কৃপণতার নাম সন্দর্শন করিবা মাত্র মোহিত হইয়া নিজ পারিসদ এক ব্যক্তিকে কহিলেন, সখে! এই পত্র যে দূত লইয়া আসিয়াছে, তাহাকে গোপনে মম নিকেতনে আনয়ন কর। সে ব্যক্তি অকিঞ্চন নিকটে গমন করিয়া কহিল, ওহে দুত! তুমি ভোজনান্তে মম বন্ধু রাজতনয় অর্থের নিকট গমন করিবে। তাঁহার উপবনস্থ হর্ম্ম্যোপরি তিনি তোমার গমনাপেক্ষায় নির্জ্জনে

বাস করিতেছেন। এই বাক্য শ্রবণে দূত মনে মনে বচনা করিল, এ বিষয় আমারই প্রার্থনীয়, এই ছলে অনায়াসে রাজকুমারের দর্শন পাইব। পরে সত্বরে আহারাদি সমাপনানন্তর অকিঞ্চন উক্ত ব্যক্তির সমভিব্যাহারে রাজনন্দনোদ্যানে প্রবেশিয়া আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। উপবনের চতুর্ভিতে নানা বর্ণ নানাবিধ বৃক্ষাদি নানা রূপ পুষ্প সহকারে শোভা পাইতেছে। তন্মধ্যে শৈত্য, সৌগন্ধ, মান্দ্য, ত্রিবিধ বায়ু ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইতেছে। অলিবৃন্দ পুস্প গন্ধে মকরন্দ লোভে স্বীয় স্বীয় ধ্বনি করিয়া ব্যাকুল চিত্তে বিকশিত পুষ্পোপরি উপবিষ্ট হইবায় পুষ্প সকল তদ্ভারে নম্রীভূত হইতেছে দেখিয়া ভৃঙ্গবর সশঙ্কিত কলেবরে উড্ডীয়মান হইলে তাহারা দোদুল্যমানে যেন ষট্পদে মধুদানে বৈরক্তি প্রকাশ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে ভৃঙ্গবরে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন প্রস্তর বিনির্ম্মিত পথ সকল যেন সমুদ্র তরঙ্গ সম নানা ভঙ্গি ধারণ পূর্ব্বক আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে, তাহার দুই পার্শ্বে যাতি যূথি মল্লিকা মালতী

প্রভৃতি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত দেখিয়া প্রজাপতিগণ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তর গমনে যেন কর সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে, শাখা মৃগ সকল বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফনোল্লম্ফনে নানা ক্রীড়ায় আশক্ত আছে। তাল বেল নারিকেল গুবাক প্রভৃতি বৃক্ষ সকল ফলভারে নত হইয়া যেন আগন্তুক দর্শকগণকে সম্মান পূর্ব্বক আহ্বান করিতেছে, তন্মধ্য স্থানে এক জলাশয়, যাহার তল ভাগ অবধি উপরি পর্য্যন্ত বহু-মূল্য শ্বেত রক্ত পীতাদি প্রস্তরে বিমণ্ডিত তদুপরি নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যাহাতে মৎস্য কুম্ভীর কচ্ছপাদি জলচর জন্তুগণ নানা রঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতেছে, যদ্দর্শনে রাজহংস চক্রবাক ক্রৌঞ্চ সারস প্রভৃতি আহারেচ্ছায় মনোল্লাসে নানা শব্দ পুরঃসর সন্তরণ করিতেছে, স্থানে স্থানে রক্তোৎপল কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি পুষ্প সকল শোভা পাইতেছে, তত্তীরে সুন্দর শুক্লবর্ণ অট্টালিকা, যাহার প্রভায় উপবনস্থ সমস্ত বস্তুই শুভ্র বোধ হইতেছে, তন্মধ্যে নানা দিগ্‌দেশীয় মনোহর পক্ষী সকল সুবর্ণ পিঞ্জর হইতে কিমাশ্চর্য্য ধ্বনি কবিতেছে, কেহ বা মধু-স্বরে মনুষ্যবৎ নানা বাক্য কহিতেছে, অকিঞ্চন

উক্ত প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া যখন যে গৃহ সন্দর্শন করে, তখন সেই স্থানেই রজত কাঞ্চন বিনির্ম্মিত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্য সকল এরূপ আশ্চর্য্য রূপে রক্ষিত হইতেছে যে তাহারা সজীব পদার্থের ন্যায় বীণাযন্ত্রে বিনা যন্ত্রী আপনাআপনিই নানা সুমধুর স্বরে বাজনা বাজিতেছে, এমত দৃষ্টি ও শ্রবণ গোচর হয়, কোন কোন স্থানে নানা মণি জড়িত বস্ত্র বিমণ্ডিত স্বর্ণ ব্যজন সকল বিনা সাহায্যে আন্দোলিত পুর্ব্বক ব্যজন করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, কোথাও বা প্রস্তর ঘটিত প্রতিমূর্ত্তি সকল মনোহর দীপাধার ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান পুর্ব্বক বোধ হয় নিশাকালে আগন্তুক জনে দিশা প্রদর্শন হেতু নির্ম্মিত রহিয়াছে। সোপানের উভয় পার্শ্বে নানা বর্ণে নানা মণি শোভা পাইতেছে।

এই রূপ দর্শন করিতে করিতে যে স্থানে রাজকুমার অর্থ বন্ধু পারিষদ পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, অকিঞ্চন সেই গৃহে উপনীত হইয়া তৎ শোভা সন্দর্শনে স্বর্গকেও উপসর্গ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল, এবং সশঙ্কিত চিত্তে ধরণী লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক

কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, রাজনন্দন! এই অধীন মনঃ রাজার পত্রবাহক।

এই বাক্য শ্রবণে অর্থ ঈষৎ হাস্যবদনে কিছু বলিবার মানস করিয়াও লজ্জা ভয়ে প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সহজেই অর্থরূপে জগৎ আলোকময়ী হইয়াছিল, আবার তৎকালে সেই ভাবের আবির্ভাবে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল যে তদ্দর্শনে দূত ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল বিস্মরণ হইয়া কেবল তাঁহাতেই লোলুপ হইয়া রহিল। এই রূপে ক্ষণকাল গত হইলে পারিষদগণ মধ্য হইতে এক জন অন্য ব্যক্তিকে কহিতে লাগিল, সখে! রাজকুমার দূতকে কি বলিবার বাসনা করিয়া প্রকাশে অশক্ত হইলেন, তাঁহার বাহ্য ভাবেই আমার অনুভব হইতেছে যে কোন গোপনীয় বিষয় হইবে, অতএব এইক্ষণে এস্থান হইতে স্থানান্তর গমনই বিধেয়। যেহেতু আঢ্য এবং সভ্যজনে প্রাণান্তেও আশ্রিতগণে দুঃখী করিতে ইচ্ছা করেন না, আর যে ব্যক্তিরা ধনী সমভিব্যাহারী হইয়াও তাঁহাদিগের বাহ্য লক্ষণে অন্তরস্থ ভাব বুঝিতে সক্ষম না হন, তাঁহারা আঢ্য জন সভার সভ্যপদে পদস্থ

হইতে পারেন না। এই বলিয়া পরস্পর অঙ্গ স্পর্শা-স্পর্শি করিয়া পুষ্পকানন দর্শনচ্ছলে রাজকুমার নিকট হইতে স্থানান্তর গমন করিলে অর্থ কহিলেন, হে পত্রবাহক! তোমাদিগের মহারাজের কেমন বৈভব, আর সন্তান সন্ততি কি? আর তাঁহার রূপ গুণ কিদৃশ? এই সমস্ত আদ্যোপান্ত আমায় পরি-জ্ঞাত কর, আর কি হেতু তুমি এখানে আগমন করিয়াছ? অকিঞ্চন কহিল, রাজকুমার! দাস ক্ষুদ্র জাতি, মনঃ রাজার ঐশ্বর্য্য বর্ণন ক্ষুদ্র মুখে বৃহৎ কথার আলোচনা করা যদিও অবিধেয়, তথাচ বিভ-বের কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু রাজকন্যা রূপণতা ও বদান্যতার রূপ গুণ বর্ণনে কোনক্রমেই শক্য হইব না, সে রূপ বর্ণন রূপ সাগরে পতিত হইয়া কত কত কালিদাস তুল্য মহাকবিগণেও উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। তবে যাহা কিঞ্চিত প্রকাশ করিতে পারি, তদাভাসেই আপনি বুঝিতে সমর্থ হইবেন, কেননা গুণীজনেই গুণগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। আমাদিগের মনঃ মহারাজের রাজ্য সহ কেহ কেহ অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের রাজ্যের তুলনা করিয়া থাকেন। আর দানেতে করে প্রজাদিগের

মধ্যে দুঃখ শব্দ অন্তর্হিত হইয়াছে, আর যদি কস্মিন্‌কালে কোন জ্যোতির্ব্বিৎ আকাশ মণ্ডলস্থ সমস্ত নক্ষত্র সংখ্যা করিতে সমর্থ হন, তথাপি আমাদিগের রাজার হস্তী পদাতিকাদি ঐশ্বর্য্যের সংখ্যা করিতে কেহই কখনও সক্ষম হইবেন না। বিচারের বিষয় কি কহিব? বিদ্যাপুঞ্জ যুক্তিবর স্বয়ং যাহার মন্ত্রণা কার্য্য হেতু দাসত্ব স্বীকার করিয়া রহিয়াছেন। অর্থ দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভাল, পত্রবাহক! রাজকন্যা কৃপণতায় তুমি কি কখন সন্দর্শন করিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবে অবশ্যই কিছু না কিছু কহিতে সমর্থ হইবে।

দূত কহিল, মহাশয়!

কৃপণতার রূপ বর্ণন।

লঘু-চৌপদী।

সে রূপ কহিতে, না দেখি মহীতে,
অনন্ত সহিতে, মানিল হারি।

রূপগণতা রূপ, সে যে অপরূপ,
আমি কি সে রূপ? কহিতে পারি ॥
পদে পদে পদে, কত ষট্‌পদে,
পড়িয়া বিপদে, কমল ভ্রমে।
কত ভাবে ভাবে, মধুর অভাবে,
ব্যাকুল স্বভাবে, আকুল ক্রমে ॥
নখরে চকোরে, ভাবি নিশাকরে,
পুনঃ পুনঃ করে, সুধার আশা।
না পেয়ে অমৃত, হয়ে রহে মৃত,
তবু পদাশ্রিত, হইতে আশা ॥
করিব দলন, করিয়া ছলন,
উরুর বলন, গঠিল বিধি।
তাই মনে ভাবি, চিন্তিয়া কি ভাবি,
কোন্ মহাভাবী, দিয়াছে বিধি ॥
হেরি কটিদেশ, করি কত দ্বেষ,
হরি ছাড়ে দেশ, লাজের ভয়ে।
যেখানে যেমন, সেজেছে তেমন,
না দেখি এমন, জগতে চেয়ে ॥
কে বর্ণে সে করে, কত শোভা ধরে,
নরে কি অমরে? দেখেছে কেবা।

হেরে অনুরাগে, মনের বিরাগে,
আসে কত নাগে, করিতে সেবা ॥
দেখিয়া অঙ্গুলি, চাঁপা কলি গুলি,
অভিমানে ফুলি, ফুটিছে রাগে।
কি কহিব অর্থ, নহি যে সমর্থ,
সকলি যে ব্যর্থ, তাহারি আগে ॥
ভাবিয়া বাতুল, হইনু ব্যাকুল,
বদনেরি তুল, কোথা বা পাই।
খুজিয়া ভারত, হেরেছে ভারত,
পাবে কি তেমত ? ত্রিলোকে নাই ॥
অধর উপরে, নাশা শোভা করে,
হেরে মন হরে, বলিতে নারি।
কে কোথা দেখেছে, কোথা বা শুনেছে
ভূতলেতে আছে, এমন নারী ;
দেখিয়া নয়ন, কুরঙ্গিণীগণ,
লজ্জার কারণ, ধাইল বনে।
করি হায় ! হায় ! খঞ্জন পলায়,
পিছে নাহি চায়, বিষাদ মনে ॥
ভ্রু তদুপরি, দেখিয়া সিহরি,
ধনু ত্বরা করি, আকাশে ধায়।

অক্ষি রূপে শর, গড়িল ঈশ্বর,
বিন্ধিলে ভ্রমর, মরিয়া যায় ॥
সুকুন্তল হেরি, চমকি চামরী,
ধরণী উপরি, আছড়ে লেজ।
মস্তকেরি ফুল, হাসিয়া আকুল,
বলে পশুকুল, ভাঙ্গিল তেজ ॥
শ্রীঅঙ্গ যেমতি, ভূষণ তেমতি,
বাছি বাছি মতি, দিয়াছে রাজা।
তাহার উজ্জ্বলে, শশি আর জলে,
অভিমানে জ্বলে, পাইয়া সাজা ॥
একে সে সুন্দরী, তাহে নীলাম্বরী,
জলদ বিজরী, উভয়ে ডরে।
বৃষ্টি ছলে কান্দে, স্থির নাহি বান্ধে,
পড়িয়া প্রমাদে, গর্জ্জন করে ॥
দেখেছি যে রূপ, কব কি সেরূপ?
শুন বলি ভূপ, জানি কি আমি।
ধন্য হে তাহারে, সে ধনী যাহারে,
দিয়া কণ্ঠহারে, বরিবে স্বামী ॥

রাজনন্দন রূপণতার রূপ শ্রবণে আনন্দ করিবেন কি দুরন্ত কন্দর্প শরাঘাতে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। অকিঞ্চন তদ্দর্শনে সঙ্কোচিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, হায়! আমি কি করিলাম, ভগবান্ শ্বেতকেতু পুত্র পুণ্ডরিক মহাতপা যে রূপ মহাশ্বেতায় দর্শন করিয়া তাহার রূপ-সাগরে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, রাজকুমার মৎকর্ত্তৃক রূপণতার রূপ শ্রবণেই তদনুগামী হইলেন। এখানে আর কেহই নাই, হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল। মহারাজা পরিশ্রম যদি এই বাক্য শ্রবণ করেন, তবে অবিলম্বেই আমাকে বিনষ্ট করিবেন, সন্দেহ নাই। হা পরমেশ! আমি মরি তাহাতে খেদ নাই, দুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগের রাজনন্দিনী রূপণতায় জগতারাধ্য অর্থবরের সহধর্ম্মিণী করিয়া তদ্দর্শনে চরিতার্থকে লাভ করিতে সমর্থ হইলাম না। নানা দিগ্ দেশান্তর ভ্রমণে যে কষ্ট পাইয়াছিলাম, সে সমস্ত এক কালেই নিষ্ফল হইল। যাহা হউক, পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, মনুষ্য উপস্থিত বিপদে বিহ্বল না হইয়া কায়মনে তদুদ্ধারোশায় চেষ্টা করিবে। এই মত চিন্তা করিতেছে,

এদিগে শয্যোপরি অর্থ মহাশয় চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া কহিতেছেন, দূত! আমার কি কোন বিকৃতি হইয়াছিল? তোমার বদন ম্লান হইয়াছে কেন? তখন অকিঞ্চন, যেন হস্তে স্বর্গ লাভ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহাশয়! ঈশ্বর অধীনে যে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে সেই অনাথের নাথ পুনরুদ্ধার করিলেন, এই যথেষ্ট লাভ। এইক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি। দূত বাক্য শ্রবণে অর্থ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহার দুই হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, অকিঞ্চন! যদিও আমার কোন চিত্ত ভ্রম দেখিয়া থাক, তাহা তোমাদিগের রাজকুমারীর নিকট বা অন্য কোন জনে প্রকাশ করিও না, যেহেতু মাদৃশ জনের পক্ষে এ বিষয় নিতান্ত লজ্জাস্কর। অস্মদাদির দেশাচার মতে পিতা মাতা বর্ত্তমানে বিবাহাদি কার্য্যে পুত্রের কোন অংশেই স্বাধীনতা নাই। জনক জননী যে রূপ আজ্ঞা করিবেন, সন্তানের সেই অনুমতি শিরোধার্য্য করিয়া তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবেক, তদন্যথায় ঐহিক পারত্রিক উভয় পক্ষেই মন্দ হইবার সম্ভাবনা, এক পক্ষে দেশাচার বিরুদ্ধ, অন্য পক্ষে গুরুবাক্য

উল্লঙ্ঘন। দূত কহিল, রাজকুমার! যদি কষ্ট না হয়, তবে দাসের নিবেদন শ্রবণে কিঞ্চিৎ কাল কাল ক্ষেপণ করুন। অর্থ বলিলেন, দূত! তুমি যদিও ক্ষুদ্রজীবী, তথাপি এইক্ষণে আমাদিগের নিকট দেহেশ্বরের প্রতি নিধি স্বরূপ, কারণ ধনিরা সকল স্থানে গমনাগমনে অশক্ত বিধায় তোমাদিগের দ্বারা সেই কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে, সুতরাং তোমাদিগের সম্মান ও অসম্মানেতে তাঁহারা সম্মানিত বা অসম্মানিত হন। আমি সদয় হৃদয়ে তোমাকে অনুমতি করিতেছি, নিঃশঙ্ক চিত্তে মনোভাব প্রকাশ কর। তখন অকিঞ্চন বলিল, হে দরিদ্র হৃদয়ানন্দকারিন্! আমার জন্ম ভূমি এদেশ নহে, দাস দ্বীপান্তরীয় মনুষ্য, অস্মদ্দেশে বিবাহ ব্যবহার এদেশের সদৃশ নহে, সেখানে বিবাহ কার্য্য পাত্র কন্যার মতানুসারেই সুসম্পন্ন হয়। সেই বাল্য সংস্কার প্রযুক্ত অধীনের বিবেচনায় আপনাদিগের দেশাচারকে সদাচার বলিয়া জ্ঞান হয় না। বোধ হয়, এরূপ ব্যবহারে ভাবিকালে অমঙ্গল হইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক ব্যক্তির ভোজনীয় দ্রব্য অন্য জনে প্রস্তুত করিলে তাহাতে

ভোগীর তৃপ্তি হইবে কি না? প্রস্তুতকারী কোন রূপেই জানিতে পারে না। অতএব সেস্থানে ভোক্তার আদেশানুসারে দ্রব্যাদি আয়োজন ভিন্ন অপর ব্যক্তিদ্বারা সে কার্য্য কদাপি সুন্দররূপে হই-বার সম্ভাবনা নাই। রাজকুমার দূত বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, তোমার এ প্রশ্নের উত্তর স্বল্পকালের মধ্যে করা সহজ নহে, তবে সামান্যতঃ ইহাই বলিতে পারা যায় যে যে বিদ্যাদেবী আশ্রয়ে মনুষ্য অনায়াসে অনন্ত কারণের ও কারণ অনুসন্ধান করিতে শক্য হয়, এ দেশে সেই বিদ্যাশ্রিত লোকই চিরকাল বর্ত্তমান। বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি বিদ্বান্ এবং শিশুকালাবধি প্রাচীনাবস্থা পর্য্যন্ত নানা বিষয় দেখিয়া শুনিয়া বহুদর্শিতাগুণে ভূষিত, তাঁহারদিগের ব্যবস্থা, আর সদাসদ্ জ্ঞান হীন অস্থিরচিত্ত বালকদিগের সংকল্প, এই উভয়ের মধ্যে কোন্টী শ্রেষ্ঠ? যদি বল তোমার দেশে বয়ঃ-প্রাপ্ত না হইলে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয় না, সেস্থলে ইহাই জানিতে হইবে, মনুষ্য বয়োধিক হইলেই যে জ্ঞানবান হয় এমন নহে, এই নিমিত্ত অস্মদ্দেশে

পুর্ব্বকালীয় মহাজনগণের বালক বালিকার মিলন হেতু যে সমস্ত নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তদনুসারে তৎকার্য্য সমাধা হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা করিলে জনসমাজে কেবল নিন্দাভাজন হইতে হয়। এত ভিন্নও এ বিষয়ের আরও নানা কারণ আছে, তোমার নিকট কত কহিব। দূত কহিল, অনাথবল্লভ! যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতেই আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে এ দেশের ব্যবহার বড় আশ্চর্য্য আর অত্যন্ত কঠিন জন মনে অনায়াসে বোধগম্য হয় না, এই জন্য অনেকে শ্রুতমাত্রেই দোষাবহ জ্ঞানে অন্য দেশের ব্যবস্থার ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাহা হউক এক্ষণে বেলাতীত হইয়াছে, মহারাজ পরিশ্রম নিকটে পত্রোত্তর গ্রহণ করিয়া সত্বর দেহ-নগর গমন করিতে হইবেক। সে স্থান হইতে বহু দিবস পাত্রান্বেষণ হেতু বিনির্গত হইয়াছি। আমাদিগের আশা-পথ নিরীক্ষণে মনঃ মহারাজ স্বীয় মন্ত্রী যুক্তিবর সহ একাগ্রচিত্ত হইয়া রহিয়াছেন। অর্থের যদিও কৃপণতা বার্ত্তাবহকে চক্ষের বহির্ভূত করিতে ইচ্ছা ছিল না, তথাপি লজ্জাভয়ে কাতর হইয়া অতি কাকুতি বিনতি বচনে

কহিলেন, দূত! যদি কোন ভাগ্যবান সুপাত্র সহ তোমাদিগের রাজকন্যা রূপণতার বিবাহ স্থির হয়, তবে তুমি অনুগ্রহ করিয়া তদ্বার্ত্তা আমাকে জ্ঞাত করিলে তোমার চিরবাধ্য হইয়া থাকিব। সেই স্থলে রূপণতার দর্শন পাইবার উপায় ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তদ্দর্শন হেতু আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। এই বলিয়া বহুমূল্য দ্রব্যাদি অকিঞ্চনে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন, এবং আপনি গবাক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করতঃ চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অনিমিষ-লোচনে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। দূতেরও অর্থ দর্শনে লিপ্সাবৃত্তি এমত প্রবল হইয়া উঠিয়া ছিল যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পদ-সঞ্চালনেও দুঃসহ যাতনা সহ্য করিতে হইল। কি করে, অগত্যা রাজা পরিশ্রম সভায় আগমন করিলে অর্থ. ত্রিভুবন তিমিরাবৃত দর্শন করিয়া শয্যোপরি পতিত হইয়া দুই চক্ষু মুদিত পূর্ব্বক রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে অহঙ্কার নামে তাঁহার প্রিয়বন্ধু তন্নিকটস্থ হইয়া কহিতে লাগিলেন, সখে! এ কি? ক্ষীণ কলেবরে ক্ষিপ্তের ন্যায় ক্ষুব্ধচিত্তে ক্রন্দন করিতেছ, ইহার কারণ কি?

বন্ধু বাক্যে অর্থের দুঃখসমুদ্র এককালে উচ্ছলিত হইয়া তাঁহাকে নিমগ্ন করিল, কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না। কেবল একদৃষ্টে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। অহঙ্কার এ রূপ অদ্ভূত ব্যাপার সন্দর্শনে আস্তে ব্যস্তে অর্থের সুস্থতা হেতু সুশীতল ও সুবাসিত বারি আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার বদনে বারম্বার প্রদান সহকারে স্বহস্তে ব্যজনী লইয়া ব্যজন করিতে করিতে সরোদনে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। হা প্রিয়! মম প্রাণবল্লভ! হায়! কি করিয়াছ? আহা! যে মুখচন্দ্রমা দর্শনে নয়ন চকোর অহরহ সুধাপানে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিত, অদ্য সেই বদন দর্শনে সেই চক্ষু রোরুদ্যমান হইতেছে। সখে! আমার আগমন হেতু যদি অভিমানী হইয়া থাক, সে তোমার উচিত নয়, কেননা আমরা তোমার কার্য্য ভিন্ন অন্য কর্ম্ম জন্য নিকট পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করি না। হে বন্ধো! বাক্য কহিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত কর। এই রূপ করুণাবাক্যে রোদন করিতেছেন, ইতোমধ্যে রাজকুমার দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, আঃ কৃপণতে! আমি তোমার কি দোষ করিয়াছি?

এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন অহঙ্কার অনু-
মান করিলেন, বন্ধু কোন পিশাচী দৃষ্টিরূপ
কুহকে পতিত হইয়া এই রূপ অজ্ঞান অচৈতন্য
ভাবাপন্ন হইয়াছেন। এইক্ষণে সেই উপলক্ষ ব্যতীত
চৈতন্যের উপয়ান্তর নাই। এই চিন্তা করিয়া
উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, বন্ধু! গা তোল,
তোমার কৃপণতা আগমন করিয়া তবাপেক্ষায়
দণ্ডায়মানা আছেন। এই বাক্য শ্রবণে যেন অর্থের
মৃতদেহে জীবনের সঞ্চার হইল। অকস্মাৎ গাত্রো-
ত্থান করিয়া কহিলেন, কৃপণতে! নিরপরাধে
এরূপ যন্ত্রণাভাগী করা কোনক্রমেই তোমার উচিত
হয় না। এই বলিতে বলিতে নয়ন উন্মীলন করিয়া
স্বীয় বন্ধু দর্শনে লজ্জা কর্ত্তৃক আক্রান্ত কলেবরে
মৌনভাবে নতশির হইতেছেন। তখন অহঙ্কার
কহিতেছেন, ভাল বন্ধু, তুমি জগতের আরাধ্য
হইয়া কার আরাধনায় মনোনিবেশ করিয়া এরূপ
আশ্চর্য্য রূপ ধারণ করিয়াছিলে? তোমার আরাধ্য
পদার্থও কি এ জগতে বর্ত্তমান আছে? আহা!
ইহা আমরা অগ্রে জ্ঞাত ছিলাম না। দেখদেখি
তোমার কৃপা লাভাশায় কোন্ ব্যক্তি কোন কর্ম্মে

প্রবৃত্ত না হইয়া থাকে? আর তোমার কৃপা হই-
লেই বা মনুষ্য কোন্ কার্য্যেই অসমর্থ হয়? এ বিশ্বে
এমন কি আছে যে তাহার নিমিত্তে অচৈতন্য
হইয়াছিলে? অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে পর-
মানন্দ লাভ করি। তখন অর্থ মৃদুভাষে কহিলেন,
সখে! দেহনগর হইতে মনঃরাজ প্রেরিত এক জন
পত্রবাহক উক্ত রাজার কৃপণতা নাম্নী কন্যার বিবা-
হের পাত্রান্বেষণ চ্ছলে এখানে আগমন করিয়া কৃপ-
ণতার অপরূপ রূপ কহিয়া আমাকে কি রূপ কুহক
করিল, তদবধি আমার এই প্রকার অবস্থা হই-
য়াছে। বন্ধু, কি কহিব? বোধ হয় ইহাতেই প্রাণ
বিয়োগ হইবে। তখন অহঙ্কার কহিলেন, সখে!
আপনি কৃপণতার এরূপ বাধ্য? আহা! ইহা আমরা
জ্ঞাত হইলে তাঁহারই আশ্রয় লইতাম। যাহা
হউক সখা ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আমি বুঝিয়াছি
আপনি সেই সৃষ্টি প্রলয়কারী অনঙ্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত
হইয়াছেন। অর্থ কহিলেন, সখে! সে ব্যক্তি আ-
মাকে আক্রমণ করিয়া এ প্রকার ক্লেশ দিতেছে
কেন? আমি কখনও তাহার কোন অনিষ্ট করি
নাই। অহঙ্কার কহিলেন, সখে! যে স্বয়ং অনিষ্ট

তার কি কখনও অনিষ্ট করিতে হয়? উপযুক্ত কাল পাইলেই সে আপনাআপনিই আবির্ভূত হইয়া থাকে, এই হেতু পণ্ডিতেরা তাহাকে মনোসিজ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যেমন জরা মৃত্যু প্রভৃতি আপন আপন সময় প্রাপ্ত হইলে বিনা আহ্বানেও আগমন করিয়া শরীরীদিগকে বিধ্বংশ করে, তদ্রূপ দুরাত্মা মদন, স্বকাল পাইলে মনুষ্যদিগকে দুঃখ-রূপ সাগরে নিমগ্ন করিতে কোনমতেই ক্ষান্ত থাকে না। অর্থ কহিলেন, বন্ধো! এ পাপিষ্ঠের হাত হইতে কি কেহই মুক্ত হইতে পারে না? অহঙ্কার কহিলেন, ইহার হস্তে পতিত হন নাই এমন ব্যক্তি যে ত্রিলোকে আছেন ইহা আমার বুদ্ধিতে আইসে না। কেন না প্রাণী হইতে প্রাণী উৎপাদনের কারণ ইহাকেই বোধ হয়। তবে শরীর মন্দিরের চক্ষুরূপ দ্বারে যদি ধৈর্য্যরূপ প্রহরী রক্ষা করিয়া মনের কুপথ গতি রোধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, ঐ দুর্দ্দান্ত আপন ইচ্ছাধীন প্রবল না হইয়া সামান্য ভাবেই থাকে, এই মাত্র বলিতে পারি। যদি বলেন, নয়ন-বিহীন জনের মদনের অধিকার নাই, তাহারা বাহ্যে চক্ষু-বিহীন বটে, কিন্তু অন্তরস্থ

যে নয়ন তদ্দ্বারাই প্রায় বাহ্য কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে। অতএব অন্ধেরা উক্ত দ্বারে উক্ত দ্বারীকে রক্ষা না করিলেও কন্দর্পের দর্প খর্ব্বাকৃত করিতে শক্ত হয় না। হে বন্ধো! এই হেতু নিবেদন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত কন্দর্প দর্পহারী ধৈর্য্যকে অবলম্বন কর। এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে অকিঞ্চন পুনরাগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, রাজনন্দন! তব পিতা পরিশ্রম মহারাজ পত্রোত্তর প্রদান করিয়াছেন। এইক্ষণে আপনার অনুমতি হইলে দেহনগরে যাত্রা করি। তখন অহঙ্কার রাজাভিপ্রায় বুঝিবার নিমিত্ত দূত হস্ত হইতে পত্রগ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পরিশ্রম লিখিয়াছেন, "হে দেহেশ্বর মনঃ মহাশয়! আমরা আপনকারই আজ্ঞাধীন, অধীনদিগের সন্তানে প্রভুরই সম্পূর্ণ অধিকার। রাজনন্দিনী কৃপণতা সহ যদি মম পুত্র অর্থের বিবাহের প্রতি আপনকার মনোনীত হয়, তবে মাদৃশ জনের পক্ষে ইহার পর সৌভাগ্য আর কি আছে?,, অহঙ্কার প্রিয়বন্ধু অর্থের প্রবোধার্থে উচ্চৈঃস্বরে ঐ পত্র পাঠ করিলেন। পত্রাভাষ জ্ঞাত হইয়া অর্থ ঈষৎ হাস্য

করিয়া কহিলেন, সখে! এ কার্য্যে পিতার ইচ্ছা আছে, কিন্তু মনের মনঃসংযোগ হইবে কি না তাহাতে তোমার কি অভিপ্রায়? অহঙ্কার দেখিলেন, যে অর্থের লজ্জা ভয় অন্তর হইতে অন্তর হইয়াছে, এইক্ষণে কিঞ্চিৎ ভয় প্রদর্শন ব্যতীত সুস্থির হইবেন না। এই বিবেচনায় কহিলেন, বন্ধো! আপনি যে মত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ হইলে জন সমাজে পরিহাসেরই কারণ হইবে। অতএব স্থির হইয়া কার্য্য করিলেই সমস্ত কার্য্য সুন্দররূপে সাধন হইবে। এই বলিয়া অকিঞ্চনে কহিলেন, দূত! তোমাদিগের মনঃ মহারাজকে বন্ধুর প্রণাম জানাইবে। আর তুমি মহারাজ পরিশ্রম কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছ কি না? দূত কহিল, মহাশয়! মহারাজ কর্ত্তৃক দেবাদি দুর্ল্লভ দ্রব্যাদি পুরস্কার লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে অধীনের তৃপ্তি জন্মে নাই, যে দিন রাজকন্যা কৃপণতার সহ অর্থের বিবাহ সম্পন্ন হইবে, সেই দিবস ভৃত্যের মনোভিলাষ পুরস্কারে পুরস্কৃত হইবে। দূত বাক্যে প্রসন্ন হৃদয়ে হাস্য করিতে করিতে রাজকুমার কহিলেন, দূত! তোমাদিগের রাজার

রাজধানী কেমন, তাহা জ্ঞাত করিলে না? অকিঞ্চন কহিল, মহাশয়! দর্শন প্রত্যক্ষ বিষয়ে ঈক্ষণে যাদৃশ সুখোৎপাদন করে, শ্রবণে সে রূপ কখনই হয় না। ঈশ্বর করেন, তবে ত্বরায় রাজ্য দর্শন হইবারই সম্ভাবনা। ইহা কহিয়া দূত বিদায় হইল। তখন অর্থের ক্ষণে ক্ষণে মোহ হইতে লাগিল দেখিয়া অহঙ্কার কোন স্থানে গমন না করিয়া নিয়ত তন্নিকটেই উপস্থিত থাকিলেন। দূত নানা স্থান অতিক্রম করতঃ দেহনগরস্থ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যে যে স্থানে গমন করিয়া যেমন যেমন দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিল, তদাদ্যোপান্ত প্রকাশান্তর অঙ্গ প্রদেশস্থ রাজা পরিশ্রমের পত্রিকা মনঃ করে অর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। রাজা পরিশ্রম প্রদত্ত পত্রমর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দূত! রাজা পরিশ্রমেরপুত্র অর্থকে সন্দর্শন করিয়াছ কি না? যদি দেখিয়া থাক, তবে মন্ত্রী সহকারে অন্তঃপুর মধ্যে মহারাণীকে জ্ঞাত কর। আমি অর্থের সৌন্দর্য্য ও পরিশ্রমের বৈভব এ উভয় বিশিষ্ট রূপ জ্ঞাত আছি, তবে কন্যা সন্তানদিগের বিবাহে সুবুদ্ধিমতি স্ত্রীলোকদিগের

মত ও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব মন্ত্রী সহ সত্বর অন্তঃপুর গমন কর।

তদনন্তর মন্ত্রী দূত সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহারাণীর নিকট ধাত্রীদ্বারা এই বলিয়া সংবাদ দিলেন, কৃপণতার বিবাহের পাত্রান্বেষণে যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম, উক্ত দূত যে পাত্র সন্দর্শন করিয়া আসিয়াছে, যদি তদ্বার্ত্তা জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে দূত প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধান করুন। মহারাজ তৎপাত্রে জ্ঞাত আছেন, মহারাণীর মত হইলেই রাজা উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন ধাত্রী হাস্যবদনে আস্তে ব্যস্তে মহারাণী নিকট জানাইল যে রাজমন্ত্রী একটী দূত সঙ্গে করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, বলিলেন, সেই দূত আমাদিগের কৃপণতার বর দেখিয়া আসিয়াছে, এ কারণ রাজা আপনাকে তদ্বার্ত্তা জ্ঞাতা করিবার নিমিত্ত তাহাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, যদি শ্রবণেচ্ছা হয়, তবে আগমন করিয়া শ্রবণ করুন। রাজা কহিয়াছেন, আপনি দূত মুখে সেই বরের রূপ গুণ শুনিয়া যদি মনোনীত করেন, তবেই

তাহার সহিত কৃপণতার বিবাহ দিবেন। রাণী কহিলেন, ধাত্রি! ইহার পর আনন্দ আর কি আছে? যে আমার কৃপণতার বিবাহের পাত্র অন্বেষণ হইয়াছে। যাহা হউক তুমি সত্বরে কৃপণতাকে মম নিকট প্রেরণ করিয়া, যুক্তিবরে দূত সমভিব্যাহারে আনয়ন কর। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ কৃপণতাকে মহারাণীর নিকট প্রেরণ করিয়া মন্ত্রীবরে আহ্বান করিল। রাণী কৃপণতা হস্ত ধারণ পূর্ব্বক যবনিকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং মন্ত্রী ও তাহার কিঞ্চিৎ অন্তর থাকিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন। মাতঃ! এই দূত অঙ্গ প্রদেশাধিপতি বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজা পরিশ্রম পুত্র অর্থে সন্দর্শন করিয়া পরিশ্রম হস্তলিপি আনয়ন করিয়াছে। আপনকার অনুমতি হইলে অর্থে কৃপণতায় দান করিতে মহারাজের নিতান্ত বাসনা আছে, যেহেতু নরপতি, রাজা পরিশ্রম ও তৎ পুত্র অর্থকে সুন্দররূপ জ্ঞাত আছেন। মন্ত্রীবর এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন, রাণী ধাত্রী প্রতি আজ্ঞা করিলেন, দূত কি রূপ পাত্রেররূপ গুণ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আসিয়াছে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে বল। তচ্ছ-

বণে দূত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, জননি! যে প্রকার রূপ ও গুণ দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তাহা দাসের পক্ষে বোবার স্বপ্নবৎ হইয়াছে। কেননা নয়ন ও শ্রবণ এই উভয় ইন্দ্রিয়ই বাক্‌শক্তি রহিত, তবে এক মুখ মাত্র, সেই বা কি করিবে? এই হেতু রূপের বিষয় কিছুই বলিতে সমর্থ হইব না। গুণ পক্ষে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

রূপক।

অন্তর্যমক পদ্য।

যে আশ্চর্য্য দেখেছি মা, অর্থ কলেবরে।
যদি পুণ্যশ্থাকে কন্যা, দিবা সেই বরে॥
দেবতা দুর্ল্লভ করি, সবে মানে যাঁয়।
হেরিলে যাঁহার রূপ, মোহ মোহ যায়॥
আমরা দরিদ্র কোথা, দেখিব সে রূপ।
জগতের মনোহরে, হেন অপরূপ!॥

প্রাপ্তি ইচ্ছা তরে নষ্ট, হয় কত নর।
বোধ হয় পেলে লয়, বনের বানর ॥
কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে বধে, অর্থ আশা করি।
যাঁর পিছে ধাবমান, হয় মত্ত-করী ॥
যাঁর বলে লোকে বিশ্ব, তৃণ করি মানে।
যাঁর লাভে লজ্জা নাহি, হয় অপমানে ॥
যে রূপ হেরিয়া অন্ধ, হয় ধনীলোকে।
মদে মত্ত হয়ে তুচ্ছ, করয়ে গোলোকে ॥
যাঁহারে হেরিলে অন্ধ, নিজ চক্ষু পায়।
যাঁর বলে চণ্ডালে, চন্দ্রিমা ঠেলে পায় ॥
যাঁর বলে কুরূপ, সুরূপ বলে জনে।
ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য, ভাবে অভাজনে ॥
যাঁর লাগি শোণিতে, ধরণী আর্দ্রা হয়।
বিনা দোষে মরে কত, উষ্ট্র গজ হয় ॥
যাঁর লোভে পুত্রে বৃদ্ধ, পিতা মাতা দণ্ডে।
যাঁর লোভে সত্য ছেদ, হয় দণ্ডে দণ্ডে ॥
যাঁর লাগি পণ্ডিতে, মূর্খের কার্য্য করে।
যাঁরাশায় স্বীয় প্রাণ, বধে স্বীয় করে ॥
যাঁর জন্য ক্ষুদ্রে সেবে, মহতের মন।
কে দেখেছে ভূমণ্ডলে, আছে মা এমন ? ॥

যাঁর স্নেহে স্বীয় পুত্রে, ত্যাগ করে নারী।
প্রকৃত তাঁহার রূপ, বর্ণিবারে নারি ॥
লোভের ভাণ্ডার সেই, মোহে মোহকর।
মদের কারণ তিনি, কামের আকর ॥
তাঁহা হতে ক্রোধ হয়, মাৎসর্য্যের গুরু।
তাঁরি বলে লোকে নাহি, মানে লঘু গুরু ॥
মাতিয়া বিশ্বের লোক, যে অর্থের গুণে।
অনায়াসে পুড়িতেছে, অকর্ম্ম-আগুনে ॥
অজ্ঞানের জ্ঞান যিনি, দুর্ব্বলের বল।
কেমনে তাঁহার গুণ, প্রকাশিব বল ॥
কিন্তু মা যদিও অর্থ, জগতে আরাধ্য।
তবু দেখিলাম তিনি, কৃপণতা বাধ্য ॥
আমাকে ডাকিয়া, জিজ্ঞাসিল গুণধাম।
কহ দূত কেবা তুমি, কোথা তব ধাম ॥
শুনি মম প্রমুখাৎ, সব পরিচয়।
পরে উঠাইয়া দিয়া, নিজ বন্ধুচয় ॥
গোপনে জিজ্ঞাসা করে, কৃপণতা রূপ।
কহিলাম রূপ যাহা, জানি মা স্বরূপ ॥
রূপ শুনি রাজপুত্র, চৈতন্য হারায়।
বহু কষ্টে জ্ঞান লাভ, করি পুনরায় ॥

দেখিতে দেখিতে পুনঃ, হইলা অবশ।
তাই জানিলাম অর্থ, কৃপণতা বশ॥
অপর আমার হস্ত, ধরি দুই করে।
দরিদ্র দুঃখীর ন্যায়, অনুনয় করে॥
বলে দূত কহ শুনি, সত্য করি আগে।
কৃপণতা বিয়া পূর্ব্বে, কবে মোর আগে॥
বিবাহ দেখিতে সাধ, হইতেছে মনে।
নিতান্ত হইব বাধ্য, তব আগমনে॥
অনন্তর কাকুতি, করিল কত রায়।
সে মুখ ভাবিলে প্রাণ, কাঁদে উভরায়॥
যাহা জানি কহিলাম, তব সন্নিধান।
করুন জননী এবে, যে হয় বিধান॥

এই বলিয়া দূত নিরুত্তর হইল।

গদ্য।

রাণী কহিলেন, যদি পাত্রের এরূপ রূপ গুণ হয়, তবে এ কার্য্যে আমার একান্ত বাসনা। কৃপণতা অর্থের এবম্বিধ গুণ শ্রবণে যদিও তৎ প্রতি

প্রীতি জন্মিয়া অদর্শন জনিত দুঃখ-সাগরে নিতান্ত নিমগ্না হইতেছিলেন, তথাপি জননী সমক্ষে পাছে প্রকাশ পায়, এই লজ্জা ভয়ে নীলাম্বরে বদনাচ্ছাদন পূর্ব্বক একটী অপরূপ রূপ ধারণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে রাজহংস গমন-দর্প চূর্ণায়মান পুরঃসর স্বগৃহে গমন করিলেন। এবং অর্থ রূপে মোহিতা হইয়া মূর্চ্ছিতার ন্যায় রহিলেন। মনোমধ্যে কত ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কখন যেন অর্থ নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত বাক্য প্রসঙ্গে সুস্নিগ্ধা আছেন, কখন বা অদর্শনে বিচ্ছেদ হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া দেহ দাহ করিতেছে, ক্ষণেক যেন দূত মুখে রাজকুমারের রূপ গুণ শ্রবণ করিতে করিতে তৎ প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক মনোনিবেশ করিয়া রহিয়াছেন। এই রূপ ক্ষণে ক্ষণে নানা ভাব উদয় হওয়াতে জ্ঞানাভাব হইয়া উঠিল, মনে মনে চিন্তা করিলেন, একি! অকস্মাৎ চিত্ত বিভ্রমের কারণ কি? এ বিপদে বিপদ উদ্ধারিণী হৃদয়ানন্দ-কারিণী বিদ্যাদেবী আরাধনা ভিন্ন অন্য কোন উপায় দ্বারা ইহার তত্ত্বানুসন্ধান পাইবার সম্ভাবনা নাই, এই বলিয়া গ্রন্থাদি লইয়া তদারাধ-

নায় মনঃসংযোগ করিলেন, কিন্তু মন সে দিগে গমন না করিয়া অনুক্ষণ অর্থ প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার সন্দর্শনে ভয়ে কম্পিতা কলেবরে দুই চক্ষু মুদ্রিতা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিদ্যা প্রতি সকাতরে বলিতে লাগিলেন, হে দেবি জগন্মমঙ্গল বিধায়িনি অবিদ্যা নাশিনি বিদ্যে! তোমা ভিন্ন তব দাসী কৃপণতার মনঃ হরণ করিতে সমর্থ হয়, ত্রিলোকে এমন ব্যক্তি ও বর্ত্তমান আছে? হে জননি! তাহা হইলে তব আরাধনার অসাধারণত্ব কি? তখন বিদ্যা হাস্যাননে কহিতে লাগিলেন,, হে মৃগনয়নে! ক্ষিপ্ত মনে সাধনে যে দোষারোপ করিতেছ, সে দোষ আমাতে নাই, কেবল আপন আপন মনের দোষেই মনুষ্য আমাকে দোষী করে। এক্ষণে তোমার মনঃ বারণের মত্ততা জন্মিয়াছে, তদনুসারে জগত উন্মত্ত জ্ঞান করিতেছ। যদি উক্ত মত্ত মাতঙ্গে আপন বশে আনিতে সমর্থা হও, তবেই এই ভাবের অভাব হইতে পারে, নতুবা উপায়ান্তর নাই,,। কৃপণতা কহিলেন, দেবি! মনুষ্য যদি আপনিই সেই অশান্ত মনে বশ রাখিতে সক্ষম হয়, তবে আপনকার

আরাধনার প্রয়োজন কি? বিদ্যা কহিলেন,, উন্মত্তে! তুমি জ্ঞান শূন্য হইয়াছ, আমি কি স্বয়ং কোন ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকি? আমার কার্য্য এই যে, যে ব্যাধি যে ঔষধিতে নিবারণ হয়, তাহাই জ্ঞাতা করিয়া থাকি। যেমন কোন ব্যায়াম বিদ্যা গুরু স্বীয় শিষ্যকে প্রতিপক্ষ পাতনীয় কৌশল শিক্ষা ভিন্ন ছাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্বয়ং পণ্ডিত করেন না সেই রূপ আমি শত্রু নিবারণোপায় বিজ্ঞাত করণ ব্যতীত স্বয়ং কোন কার্য্য করি না, যদি বল মমাশ্রিত জনেরও মত্ততা জন্মায়, ইহার পর আশ্চর্য্য আর কি আছ? তদুত্তর দ্রব্যগুণের অন্যথা করা সেই পরমকারুণিক ব্যতীত আর কাহার দ্বারায় হইতে পারে না। ফলতঃ মমাশ্রিত জনে ঐ সমস্ত পদার্থের গুণ জ্ঞাতা হইয়া কোন আপদে পতিত হইলেও অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের ন্যায় বিনষ্ট হয় না; যেহেতু তাহারা তৎ প্রতি ক্রিয়া জানিতে পারে। তোমার মনঃরূপ হস্তী মত্ত হইয়া যদি বিপথগামী হইতে চাহে, তবে তাহাকে লজ্জারূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া ধৈর্য্যরূপ অঙ্কুশাঘাত করিলেই মস্তক নত করিয়া অবশ্যই সুস্থির হইবেক, ইহা

তুমি মৎ কর্ত্তৃক জ্ঞাতা আছ,,। তখন কৃপণতা চৈতন্য প্রাপ্তা হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি কন্দর্প কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়া এ রূপ অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম, এক্ষণে আমার স্মরণ হইতেছে, ঐ দুরাত্মার কথা নীতিবোধ আমাকে বহু প্রকার কহিয়া তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে বারম্বার বলিয়াছেন, এবং তদুপায়ও নানা উপায়ে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন কিন্তু মাতঃ অধীনী নিরন্তর তবাশ্রিতা, তথাপি পাপাত্মা মদন তাহার উন্মাদন শরে উন্মত্তা করিতে পরাঙ্মুখ হইল না, আহা! যে অবলা নারীগণে তোমা ধনে বঞ্চিত, উক্ত পাপিষ্ঠ তাহাদিগের কি রূপ অনিষ্ট করিয়া যে অভিষ্ট সিদ্ধ করে, তাহা চিন্তা করিলে কোন পাষাণ হৃদয় জনের মনে কষ্ট না হয়? অতএব হে স্ত্রী বিদ্যা শিক্ষা বিরোধি মহাত্মাগণ! আপনারা দাসীর প্রতি কৃপা করিয়া দাসী বাক্য শ্রবণ করুন,, আপন আপন বালিকাগণে বিদ্যাশিক্ষা হেতু কখনই বাধা জন্মাইতে বাসনা করিবেন না,, দেখুন, আমি যদি সেই ঐহিক পারত্রিক সুখদাত্রী ত্রিলোককর্ত্রী বিদ্যা পদাশ্রিতা হইতে ত্রুটি করিতাম, তাহা হইলে অদ্যই এই

বিপদে পতিতা হইয়া কুল উজ্জ্বলকারিণী লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া অর্থ পথে গমনে অবশ্যই বাধ্য হইতাম। হা! দেবি! দাসীর যেন তব চরণে চিরদিন এই রূপ আস্থা থাকে এই মাত্র প্রার্থনা। এই রূপ কৃপণতা কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক বিদ্যা সহ কথোপকথন করিতেছেন, এদিগে মন্ত্রী মহারাণীর হৃদ্গত ভাব লাভ করিয়া কহিলেন, দেবি! দূত যাহা কহিলেক, এ সমুদয় সত্য, যেহেতু ইতি পূর্ব্বে আমাদিগের মহারাজ প্রমুখাৎ অর্থ মহিমা এই রূপই শ্রবণ করিয়াছি। রাণী কহিলেন, মন্ত্রীবর! এপাত্র কৃপণতা উপযুক্ত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই, কারণ বার্ত্তাবহ যখন অর্থ মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে ছিল, তখন কৃপণতা মম নিকট থাকিয়া যে রূপ অচৈতন্যভাবে অর্থভাব গ্রহণ করিতেছিল, তদ্দর্শনে বোধ হইল, যেন পরিশ্রমনন্দন কৃপণতা হৃদয়ে উদয় হইয়াছেন। অতএব যাহাতেসত্বর তৎ পাত্র সহ প্রাণাধিকার মিলন হয় তাহার উপায় কর। মন্ত্রী কহিলেন, জননি! বদান্যতা পাত্রান্বেষণকারী দূত এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই, এই হেতু রাজা তদপেক্ষায় কৃপণতা বিবাহের কাল বিলম্ব করি-

বেন, কেননা তাঁহার মানস, আমাদিগের কৃপ-
ণতা ও বদান্যতার বিবাহ কার্য্য এক কালেই সুস-
ম্পন্ন করেন। বোধ হয়, সে দূতও আগত প্রায়,
মন্ত্রী, এই বলিয়া দূত সমভিব্যাহারে রাজ সভায়
আগমন করিয়া অন্তঃপুরস্থ সমস্ত বার্ত্তা রাজায়
বিজ্ঞাত করিলেন। রাজা শ্রুতমাত্রেই আনন্দ-
সাগরে ভাসমান হইলেন, কারণ অর্থ বরে কৃপণতা
কন্যা প্রদানে তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল।
সভাসদ্গণ তচ্ছ্রবণে কৃপণতা বিবাহ বাক্য নানাল-
ঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া কতই শোভাযুক্ত করিতে
লাগিলেন। এ দিগে অপর দূত নানা স্থান পর্য্যট-
নান্তে সত্যপুর নগরে ধর্ম্মরাজ সভায় উপস্থিত
হইয়া প্রণতি পুরঃসর মনঃরাজ প্রদত্ত পত্রিকা
প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল।
ধর্ম্মরাজ পত্রার্থ জ্ঞাত হইয়া দূতকে বাসস্থান প্রদান
করতঃ কহিলেন, দেহ নগরস্থ মনঃ আমাকে জ্ঞাত
আছেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে বিশেষ রূপ
জানিনা, তবে তৎ কন্যা বদান্যতায় আমার যথেষ্ট
স্নেহ আছে। ধর্ম্ম মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
তৎ সভাসদ কোন ব্যক্তি কহিলেন, মহারাজ! এ বড়

আশ্চর্য্য আজ্ঞা করিলেন, যেহেতু জগদ্বিখ্যাত দেহাধিপতি মনঃরাজায় আপনি জ্ঞাত নহেন, আর তৎকন্যা অন্তঃপুরবাসিনী চন্দ্র সূর্য্য অগোচরা বদান্যতায় আপনকার যথেষ্ট স্নেহ আছে, আপনি কি রূপে সেই বালিকার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে শ্রবণে বাঞ্ছা হয়। রাজা কহিলেন, অমাত্য ধর্ম্মের ধর্ম্মই এই যে, নির্জ্জন নিবীড়ারণ্যবাসী জন ব্যতীত বহু জনাকীর্ণ বহু জনপদপতি রাজাগণ যাঁহারা স্বীয় সৌর্য্য বীর্য্যে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রতি দৃষ্টি করেন না। অতএব মনুষ্য যত নির্জ্জনে থাকিয়া মমানুযায়ী কর্ম্ম করে, ততই আমার প্রিয় ভাজন হয়। বদান্যতা ক্রিয়াগুণে আমার কাছে পরিচিত হইয়াছে, এবং তৎ সহ আমার পরমার্থে বিবাহ দিতে ও বাসনা আছে। (প্রজাপতি নির্ব্বন্ধ থাকে অবশ্যই ঘটিবেক)। এই বলিয়া দূতকে কহিলেন, তুমি আহারাদি করিয়া মম ভৃত্য সমভিব্যাহারে পরমার্থ নিকট গমন করিয়া এই সমস্ত অবগত করিলে তাহার অভিপ্রায় মতে তব প্রভুর পত্রোত্তর প্রদান করিব, কেননা পুত্র কন্যার

বিবাহ কার্য্য যদিও অস্মদ্দেশের বালক বালিকার জনক জননীর অভিমতেই সমাধা হয়, তথাপি উপযুক্ত পিতা মাতার কৌশল ক্রমে পুত্র কন্যার মনোভাব জ্ঞাত হওয়া বিধেয়, নতুবা পরে অমঙ্গল হইলেও হইতে পারে। এই আজ্ঞা করিয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দূত, নিজ নির্দ্দেশিত স্থানে উপস্থিত হইয়া আহারাদি সমাধানানন্তর বিশ্রাম হেতু শয়ন করিয়াছে, এমন সময় এক জন ধর্ম্মভৃত্য আগমন করিয়া কহিল, "মহারাজ ধর্ম্ম তোমাকে মম সহ পরমার্থ নিকট গমন করিতে আদেশ করিয়াছেন,,। এই বাক্য শ্রবণে দূতের শরীর কদম্ব কুসুমাকার রোমাঞ্চ হইয়া হৃৎকম্পন ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল, ভাবিল একি? অকস্মাৎ শরীর এরূপ হইল কেন? যাহা হউক প্রভু কার্য্যে যদি মৃত্যু হয়, প্রকৃত ভৃত্যেরা তাহাকেও ধন্য করিয়া মানেন। এই চিন্তা করিয়া রাজভৃত্য সহকারে পরমার্থ দর্শনে গমনোন্মুখ হইল। হা! পামর পবিত্রকারিণি বদান্যতে! তোমার মহিমার কথা আর কি কহিব? তব সেবা হেতু সামান্য অজ্ঞান দুর্ব্বৃত্ত দুরাচার পাপিষ্ঠ যে

বার্ত্তাবহ সেও অনায়াসে পরমার্থ সন্দর্শনে সমর্থ হইল। অধীনের বাসনা, তুমি মম প্রতিপালক গৃহে জন্ম গ্রহণ করতঃ বার্ত্তাবহের ন্যায় আমাদিগের ও উদ্ধার কর, নচেত এ নরাধম নারকী জনের উপয়ান্তর নাই।

অনন্তর মনঃ দূত পরমার্থ পথে গমন করিতে করিতে সঙ্গী জনে জিজ্ঞাসা করিল, হে ভ্রাত! ধর্ম্মরাজ পুত্র পরমার্থ দর্শন হেতু গমনে আমার অন্তঃকরণ ভীত কি আনন্দিত হইতেছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই দেখ শরীর রোমাঞ্চ ও পদ দ্বয় ভারাক্রান্ত হইয়া সঞ্চালনাক্ষম হইতেছি। হে সখে! ইহার কারণ কি? অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে চিরবাধিত করা হয়। ধর্ম্মাজ্ঞাবহ হাস্য বদনে কহিল, তুমি যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহাতে এইরূপই ঘটিয়া থাকে, কারণ জীব এ পথে আগমন করিলে তৎকৃত পাপ সকল কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে তাহার চরনাকর্ষণ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে, তুমি নির্ভয়ে মম সঙ্গে আগমন কর, আর কিছু দূর গমন করিলেই পরমার্থ ভয়ে ঐ দুরাত্মারা চরণ ছাড়িয়া দিগ

দিগান্তরে পলায়ন করিবে। এইরূপ কথোপকথন ক্রমে পরমার্থ পুষ্পোদ্যান দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং তন্মধ্যে প্রবেশিয়া উপবনস্থ শোভা সন্দর্শনে মনো দূতের চিত্ত প্রসন্ন হইতে লাগিল। কেননা, যে সকল বৃক্ষাদি তথায় রক্ষিত হইয়াছে, সে রূপ বৃক্ষের সৌন্দর্য্যতা, দূত আর কখনই নিরীক্ষণ করে নাই। অতীব আশ্চর্য্যান্বিত কলেবরে, অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল যে এ সমস্ত বৃক্ষের নাম কি ? আর ইহার দ্বারা কি উপকার হয় ? সে কহিল, ইহার নাম "জ্ঞান কল্পতরু,, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা এই বৃক্ষ হইতেই ভক্তি রস ও মুক্তি ফল লাভ করিয়া থাকেন, ঐ ঊর্দ্ধে দৃষ্টি কর, ইহার শাখোপরি সাধু জন চিত্তরূপ শুক ও কোকিলগণে ফলাশায় ব্যাকুল চিত্তে উচ্চৈঃ-স্বরে "ঈশ্বর ঈশ্বর,, শব্দে রোদন করিতেছে, আর সদানন্দরূপ ভ্রমর সকল আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, ঈশ্বর পরায়ণ জনের প্রেমাশ্রু পূর্ণ নয়ন নরসী সকল কল্লোল কোলাহলে প্রবাহিত হইতেছে, এবং তৎসহ সাধু নাসা বিনির্গত নিশ্বাস বায়ু ঈশ্বরানুসন্ধানে অহরহ সবভাবে বাহিত হইতেছে, আত্মতত্ত্বপরায়ণ মনুষ্যের হৃদয়ানন্দরূপ

হংস সকল " সত্যাই সত্য ,, এই ধ্বনি করতঃ পরম কুতূহলে নানা ছলে কেলি করিতেছে, এভিন্ন পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান বৃক্ষের প্রভাবে এ স্থান দিবা রাত্রি সমভাবে দীপ্তিমান রহিয়াছে। দূত কহিল, ভাই হে যে সমস্ত দৃষ্টি পথারূঢ় হইতেছে, ইহা দেখিলে আশ্চর্য্যের ও আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়, কিন্তু এ উদ্যানের পথ এত সূক্ষ্ম কেন? আমার গমন করিতে নিতান্ত ভয় হইতেছে। সে কহিল, তোমার ভয় হইয়া থাকে, আমার হস্ত ধারণ করিয়া চল, আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে এই সূক্ষ্ম পথই অতি প্রসস্ত জ্ঞান হইবে, বাস্তবিক ইহা অপ্রসস্ত নহে, কেবল মায়াবৃত বিষয়াসক্ত মনুষ্য দিগের পক্ষে ইহা নিতান্ত সূক্ষ্ম এবং দুর্গম, এই হেতু এ পথের পান্থ অতি বিরল। অকপট ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি ভিন্ন এস্থানে আগমনে কাহারও সাধ্য নাই। দূত কহিল, হে ভ্রাত! ধর্ম্মেও কি কাপট্য আছে? সে কহিল, কপট ধার্ম্মিকই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অকপটী অত্যন্ত দুর্লভ। তখন মনোবার্ত্তাবহ, বলিল, ভাল! আমি ত এ উভয় ধর্ম্মের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই করি নাই, তবে কি রূপে এরূপ আশ্চর্য্য ঘটন

মম অদৃষ্টে অকস্মাৎ ঘটিয়া উঠিল ? ধর্ম্মদাস কহিল, তোমার মত পুণ্যবান ব্যাক্তি এ ভুমণ্ডলে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়না, যে হেতু তুমি বদান্যতা কিঙ্কর, মহাজনেরা যাবদীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান মধ্যে সাধু সঙ্গকে মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন, অতএব তব সম ভাগ্যধর আর কে আছে? যে বদান্যতা নাম করিলেই মনুষ্যেরে পাপ-বিমুক্ত হইবার সম্ভাবনা, তুমি অহরহ তাহারই সেবায় নিযুক্ত আছ। এই বলিতে বলিতে ক্রমে উভয়ে উদ্যানস্থ হর্ম্ম্য মধ্যে প্রাবিষ্ট হইলে দূতের এককালে শরীরস্থ সমস্ত কষ্ট অন্তর্হিত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। হবেনা কেন ? তাহার নির্ম্মলতায় সমল অজ্ঞান চক্ষু ও নির্ম্মল হয়, আর যাহার স্বচ্ছতায় অদর্শনীয় পরমেশ্বরে ও দর্শন হইবার সম্ভাবনা, যেদিগে দৃষ্টহয়, সেই দিগেই আনন্দময়, যাহা দর্শন করিয়া দুত, আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইল। তদনন্তর পরমার্থ নিকটে উপস্থিত হইয়া দণ্ডের ন্যায় পতিত হওত প্রণামান্তর কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল, পরমার্থ রূপ দর্শনে এককালে বিহ্বল হইয়া কিছুই বলিতে সক্য

হইলনা, কেবল অনিমেষ লোচনে চাহিয়া থাকিল, পরমার্থ তাহার বাহ্যভাব দেখিয়া পিতৃ সেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ব্যক্তি কে? আর কোন স্থান হইতে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছে? সে কহিল, রাজকুমার এই মনুষ্য দেহ রাজ্যাধিপতি মনোবাজ প্রেরিত পত্রবাহক, তথা হইতে এক পত্রিকা আনয়ন করিয়াছে, যদি দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে উক্ত পত্র মম নিকটে আছে, এই বলিয়া সেই লিপী পরমার্থ করে অর্পণ করতঃ রাজাদেশ মতে ভৃত্য স্ব স্থানে প্রস্থান করিল, পরমার্থ পত্রার্থ অবগত হইয়া কহিলেন, দূত! তুমি তোমারদিগের রাজকন্যা বদান্যতায় সন্দর্শন করিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবে তাঁহার কিরূপ রূপ আর গুণই বা কিদৃশ বিশেষ বিস্তার রূপে বর্ণন কর, তচ্ছ্রবণে বাসনা হইতেছে, কারণ নামেতে মনোল্লাষিত হইয়া উঠিল। দূত কহিল, রাজনন্দন! দেখিয়াছি সেই আর দেখিলাম এই, আমারদের যেমন বদান্যতা আপনিও তাদৃশাপত্র। বিধি যদি এই উভয়ে একত্র বকরিতে পারেন, তবেই তাঁহার বিধিত্ব, হে অনাথ ল্লভ! শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে যাদৃশ মূক সম দণ্ডায়মান

আছি, আমারদের বদান্যতারূপ গুণ বর্ণনেও মাদৃশাবস্থা না হন, এমন ব্যক্তিই দেখি নাই। বোধ হয়, সেই অসীম রূপ ও গুণ সাগর পারে যাইতে পারে এমন ব্যক্তি সৃষ্টি করিতে ঈশ্বর বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তবে শ্রীমুখে আজ্ঞা করিলেন, যথা সাধ্য বর্ণন করি, শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হয়।

দীর্ঘ চৌপদী।

সুন্দরী শোভার সনে, প্রমাণ পাইল পণে,
মদন মাতিয়া মনে, ভ্রমেতে ভ্রমিল।
তত্ত্বেতে তুলনা তার, ভাবির ভাবনা ভার,
কে করিবে সাধ্য কার? স্রষ্টা না সৃজিল ॥
পড়িয়া পবিত্র পায়, চন্দ্রিমা চরণে চায়,
রবে কি রোদনে রায়? ভিজায় ভূতল।
বিদ্যুত বিনা বিলাসে, তাপিত তাহার ত্রাসে
প্রত্যহ নাহি প্রকাশে, সদা সচঞ্চল ॥
শোভা ষোলআনা সই, বদান্য বদন বই,
কে কোথা কয়েছে কই? ভুবন ভিতরে।
তাহার তুলনা তায়, সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ রায়,
কেবল কামিনী কায়, নাহি অন্য নরে ॥

সুধার সাগর স্মরি, চঞ্চল চেয়ে চকোরী,
ডুবিলা ডাহুকী ডরি, তরঙ্গের তীরে।
বসিব বাসনা বশে, বিবিধ বিধানে বসে,
রাখিয়া রসনা রসে, ঘুমাইছে ঘিরে॥
দৃষ্টান্ত দিবে কি দায়, পড়েছে পতঙ্গ প্রায়,
উপমা উদ্দেশ্য যায়, কবি কুলে কবে।
অপূর্ব্ব অচিন্তনীয়, রামা রূপ রমণীয়
সে সৌন্দর্য্য স্মরণীয়, দেবাদি দানবে॥
মরি! মরি! কি মাধুর্য্য, আকৃতি বা কি আশ্চর্য্য,
স্মরণ করিলে সহ্য, করে কোন জনে।
বিতরিত বিধাতার, যেখানে যে আছে যার,
সৌন্দর্য্য শোভার সার, আছে সে আননে॥
গমনে গজেন্দ্র গণে, বিষম বিষাদে বনে,
সদত সঙ্গিনী সনে, বিরস বদনে।
কাতরে কহিছে কত, অস্থুস্থির অবিরত
হংসরাজ হয় হত, মুগ্ধ হোয়ে মনে॥
সহজে স্বরূপ সব, কথায় কতেক কব,
নিরখিলে নব নব, উজ্জ্বল উদয়।
নরে নাই হেন নারী, পেলে প্রকাশিতে পারি,
হত জ্ঞান হোয়ে হারি, ব্যর্থ বাক্য ব্যয়॥

বদান্যতা বিদ্যা বলে, বিদ্বান বিজ্ঞে বিহ্বলে,
সভায় সভ্য সকলে, বাক্ বাণী বলে।
সদত শান্ত স্বভাব, সর্ব্ব সঙ্গে সমভাব,
অভাবে দানে অভাব, করেছে কৌশলে ॥
দেব দ্বিজে দিতে দান, তাপিতে ত্বরিতে ত্রাণ,
পিপাসা পাইলে পান, করাইছে কত।
সত সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ, পরমার্থ প্রাণ পণ,
যত্ন করে যোগী জন, সদা শত শত ॥

গদ্য।

হে রাজ নন্দন! পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে সে রূপ ও গুণ সাগর পার হইবার সাধ্য নাই, তাহাতে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী কিরূপে সে রূপ বর্ণন করিব? তবে যৎকিঞ্চিৎ যাহা কহিলাম, আপনি গুণনিধান ইহাতেই প্রবিধান করিতে সমর্থ হইবেন, যেহেতু গুণীর গুণ, গুণবানেরাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরমার্থ, দূত প্রমুখাৎ বদান্যতার রূপ গুণ শ্রবণে তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নিতান্ত কাতর হইয়া নিকটস্থ পারিষদ গণে কহিলেন, হে ভ্রাতৃ বর্গ! কন্দর্পের কি আশ্চর্য্য দর্প? পরমার্থকেও বদা-

ন্যতা ভাবে মুগ্ধ করিল, এইরূপ বলিতে বলিতে পর-
মার্থের চিত্ত-বিভ্রম জন্মিল।—নয়ন-যুগল অশ্রুপূর্ণ হ-
ইতে লাগিল।—দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছা কর্ত্তৃক আ-
ক্রুষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে পারিষদগণে ব্যাগ্র হইয়া
তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করতঃ তন্মধ্য হইতে এক জন
বলিল, পরমার্থ! আপনিও সামান্য মনুষ্যের ন্যায়
বদান্যতা-মোহে বিমোহিত হইলেন, ইহা আপনকার
কর্ত্তব্য বিধান হয় নাই, এই মহীমণ্ডলস্থ মহান্২
ব্যক্তিগণে তোমাকে লাভেচ্ছায় যে মোহকে অতি
ঘৃর্ণার্হ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তোমাতেও
সেই মোহ ভোগ করিতেছে! এবড় আশ্চর্য্যের বিষয়।
তখন পরমার্থ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, সখে!
তুমি এ বিষয় বিশেষ অবগত নহ, মোহাদি ই-
ন্দ্রিয়গণকে পরিত্যাগ করিতে কেহই সমর্থ নহেন,
তবে যাহাদের ঐ সকল ইন্দ্রিয়গণ, সৎ পথাবলম্বন
করিয়াছে, বিজ্ঞেরা তাঁহার দিগকেই জিতেন্দ্রিয়
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আর যাহারা ইন্দ্রিয়া-
ধীন এবং তাঁহাদের ঐ সকল ইন্দ্রিয় কুপথগামী, সেই
সকল ব্যক্তিকেই ইন্দ্রিয় পরায়ণ বলিয়া জানেন, যদি
বল ইন্দ্রিয়াদি একাধারে থাকিয়া অসত ও অন্যাধারে

থাকিয়া সৎপথাবলম্বন করে ইহার কারণ কি? তাহার কারণ এই, ঐ সকল ইন্দ্রিয় স্বয়ং স্বাধীন নহে, মনুষ্য কর্ম্মানুসারেই সদ সৎ পথানুগামী হইয়া থাকে, হে প্রিয়! বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার মোহ বদান্যতা ভিন্ন কৃপণতায় জন্মাইতেছে না, এই স্থলই ইহার উদাহরণ, সে কহিল, বুঝিলাম এ বিশ্বে বদান্যতাই ধন্যা, যে হেতু যোগী-জনে অনশনে বহু সাধনে যে পরমার্থলাভেচ্ছায়, তপাগুনে দেহ দাহ করেন, বদান্যতা রাজভোগে উপভোগিনী হইয়াও সেই পরমার্থ বাঞ্ছনীয়া হইয়াছেন। হা মন! তুমি কি ভাগ্যবান্,!! বিনা সাধনে কেবল বদান্যতা হেতু পরমার্থ-ধনে জামাতা লাভ করিলে। এইরূপ কথোপকথনানন্তর পরমার্থ দূত প্রতি প্রীতি প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, দূত! পিতা ধর্ম্মরাজনিকটে মনঃ প্রদত্ত "পত্র" প্রদান করিলে, তিনি তোমাকে কি বলিয়াছিলেন?। বার্ত্তাবহ বলিল, রাজকুমার! তিনি বলিয়াছেন যে বদান্যতাই আপনকার উপযুক্ত পাত্রী। তখন পরমার্থ আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, পত্রবাহক! তোমারদিগের রাজকন্যা বদান্যতা পাণিগ্রহণে আমার নিতান্ত

বাসনা হইতেছে, তুমি ত্বরায় কোন কৌশল ক্রমে আমার মনোভাব প্রকাশ কর, এবং দেহ নগর গমনান্তর মনো রাজ এবং তৎকন্যায় বিশেষ করিয়া বল এ বিষয় যদি আশু সুসম্পন্ন হয়, তবে আমি তোমার বাসনাতীত পুরস্কার করিব। দূত কহিল, নৃপনন্দন! যে কালে শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছি, সেই কালেই আমার বাঞ্ছাতীত পুরস্কার লাভ হইয়াছে, এইক্ষণে তদাতিরিক্ত লাভ সেই দিন হইবে যে দিন আপনি বদান্যতা সহ রাজ সিংহাসনের শোভা প্রদান করিবেন। দূত এই বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতান্তর বিদায় হইল। পরমার্থকে বদান্যতা বদন সন্দর্শনাভাবে নিতান্ত ক্লান্ত করিয়া ক্ষণে ক্ষণে মুর্চ্ছিত করিতে লাগিল। কখন চিন্তা করেন, স্বয়ং দেহ নগরে গমন করতঃ বদান্যতা পিতা মনঃ রাজার নিকট মন দুঃখ প্রকাশ করেন, কখন ভাবেন, হে বাঞ্ছাপূর্ণকরিন্ ভগবন্! আমায় এমন বর প্রদান কর যেন নিমেষ মধ্যে বদান্যতায় প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রেম পীযষ পানে প্রাণ পরিতৃপ্ত করি। কখন মনে করেন, হায়! আমি সামান্য মনুষ্যের ন্যায় কন্দর্পাক্রান্ত হইয়া ক্ষিপ্ত প্রায়

হইলাম, অনুক্ষণ অন্তঃকরণ অস্থির হইতে লাগিল কেন ? কি করি ? কোথা যাই ? কাহারারাধনায় মনোনিবেশ করি কিছুই স্থির করিতে পারিনা। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নয়ন মুদ্রিত করিয়া সেই পরমানন্দ পরাৎপর পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ভব রোগ নিবারণ তারণ কারণ চারু চরণারবিন্দ মকরন্দ পানে মনোভৃঙ্গে নিয়োজিত করিতে ছেন। আহা ! সেই দর্পহারীর চরণাশ্রিত জনে কন্দর্প দর্পের ভয় কি ? সুতরাং তাহাতেই অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এদিগে দূত ধর্ম্ম রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ ! আপনকার পুত্র পরমার্থ বদান্যতা বিবাহ বাসনা অধীনের নিকট সুস্পষ্ট প্রকাশ করি লেন, এইক্ষণে রাজা উপায় সহকারে পত্রোত্তর প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়, মম প্রভু মনঃ মহারাজ মম নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল আছেন, সত্বর গমন করিতে হইবে। তখন ধর্ম্ম স্বহস্তে পত্রোত্তর লিখিয়া তৎসহ দূতে বহু পুরস্কার প্রদান করিলেন। দূত তৎপ্রাপ্তে হর্ষযুক্ত হইয়া স্বদেশে যাত্রা করতঃ ক্রমে দেহ নগরে মনঃ রাজসভায় উপস্থিত হইল

এবং ধর্ম্ম প্রদত্ত " পত্রিকা ,, প্রদান করিয়া দণ্ডের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। রাজা পত্রার্থ জ্ঞাত হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়া কহিলেন, হাঁ, সত্যপুরাধিপতি ধর্ম্মরাজের নাম শ্রুত আছি বটে, কিন্তু তৎপুত্র পরমার্থে বিশেষ জ্ঞাত নাই, এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই পরমার্থ নামোচ্চারণে শরীর রোমাঞ্চ ও পুলোকে পরিপূর্ণ হইতেছে, ইহাতে বোধ হয়, তিনি সামান্য ব্যক্তি না হইবেন, এই চিন্তা করিয়া সভাসদ দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহোদয় গণ ! পরমার্থে অবগত আছেন ? তাহারা কহিলেন, মহারাজ ! আমারদিগের পরমার্থে পরিচয় থাকা দূরে থাকুক, তন্নামও কখন শ্রবণ কুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। তখন রাজা ধর্ম্ম লিপী হস্তে লইয়া দূত সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছেন, পথ মধ্যে বিজ্ঞান সহ সাক্ষাৎ হইবায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় ! আপনি কি ধর্ম্ম পুত্র পরমার্থে জ্ঞাত আছেন ? বিজ্ঞান, পরমার্থ নাম শ্রবণে প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন, মহারাজ ! সেই মহা পাপ পবিত্রকারী পরম পবিত্র পরমার্থে আমি বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত আছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি

আমাকে তদ্রূপ জানেন না, তাঁহার মাহাত্ম্যের কথা কি কহিব? তাঁহার কৃপার কণা মাত্র প্রাপ্ত হইলে জীব এই অপার ভব সমুদ্র হেলায় পার হইতে পারে, তখন তাঁহারা এই বিষয় বাসনাকে বিষ বৎ জ্ঞান করিয়া নিত্য সুখ-ধামে গমনোপযুক্ত হন্, যেহেতু তৎপথ প্রদর্শক সেই পরমার্থ ভিন্ন আর কেহই নাই। বিজ্ঞান মুখে রাজা এই রূপ শ্রবণে কহিলেন, মহাশয়! আপনিও আমার সহিত মহারাণী নিকটে আগমন করুন্, যেহেতু দূত বাক্য সত্য মিথ্যা প্রমাণ করিতে আপনিই সমর্থ হই-বেন। এই বলিয়া বিজ্ঞান হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মহা রাণী সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! যদি বিজ্ঞান বাক্য সত্য হয়, তবে বিধি বদান্যতার উপযুক্ত পাত্র মিলাইয়া দিলেন, এমৎ বোধ হইতেছে, এই দূত সত্যপুরাধিপতি ধর্ম্ম-রাজার পুত্র পরমার্থে সন্দর্শন করিয়া আসিয়াছে, তদ্গুণ শ্রবণে যদি তোমার বদান্যতাকে সেই পাত্রে প্রদান করিতে ইচ্ছা হয়, তবে কৃপণতা ও বদা-ন্যতার বিবাহ এককালেই ঘটিবার সম্ভাবনা হইতেছে। রাণী কহিলেন, মহারাজ! এ দেশীয়

লোকেরা স্ত্রীলোকের মত গ্রহণকারীকে কাপুরুষ বলিয়া গণ্য করেন। স্ত্রীগণের স্বামীই পরম ইষ্ট-দেবতা। যে কর্ম্ম তাঁহারদিগের ইচ্ছা তাহাই করণীয়, দাসীর মতামত জিজ্ঞাসায়, আপনকার নিগ্রহ ভিন্ন অনুগ্রহ করা হয় নাই। রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! এ দেশের লোক স্ত্রী মত গ্রাহক ব্যক্তি দিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। এ দেশ নিবাসিনী স্ত্রী গণেরা বিদ্যাভ্যাস না করিয়া পশুবৎ আহার বিহার প্রয়াসেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, আর ঐ পশুবৎ যোষিৎ গণের মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া যে মনুষ্য কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, বিবেচনা করিয়া দেখ, প্রকৃত মনুষ্য নিকটে কি রূপে তাহারা মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে? কিন্তু তোমার ন্যায় গুণবতী ভার্য্যার মত গ্রহণে এ দেশীয় পণ্ডিত গণ প্রশংসা ভিন্ন কখনই নিন্দা করিবেন না। আর গুরু হইয়া শিষ্য সহ মন্ত্রণা করিলে যে অধঃপতিত হইতে হয়, এমন বিজ্ঞেরা বিধিও দেন নাই, বরং তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে ইহাই বলিয়াছেন, যে উপযুক্ত উপদেশ হইলে নীচ হইতে গ্রহণ করি-তেও কখন পরাঙ্মুখ হইবেনা। তখন রাণী মনে

মনে কহিতে লাগিলেন, (হে প্রজাপতে ! তোমার নিকট এই প্রার্থনা, যদ্রূপ দাসীকে পরম পবিত্র পতি প্রদানে চির স্থখে রাখিয়াছ, তদ্রূপ আমার কৃপণতা ও বদান্যতাকে মনোমত স্বামী দানে পরম পরিতৃপ্তা কর,) কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন, মহারাজ ! আমার কৃপণতা বদান্যতায় কি প্রজাপতি মনোমত পতি প্রদানে পরম স্থখিনী করিবেন ? আহা ! সে দিন কত দিনে হইবে, রাজা কহিলেন, রাণি ! যে দুই পাত্র উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে বোধ হই- তেছে, যদি তাহারদিগের সহ কন্যা দ্বয়ের বিবাহ কার্য্য স্থসম্পন্ন হয়, তবে প্রজাপতি তোমার মনো- বাঞ্ছাই পূর্ণ করিবেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে পরমার্থ বিষয়ে তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে ভালো হয়। রাণী কহিলেন, বদান্যতাকে নিকটে আহ্বান করতঃ পরমার্থ গুণ শ্রবণে বাসনা করি। ইহাতে আপনকার অভিপ্রায় কি ? রাজা কহিলেন, সতি ! এই যুক্তিই যুক্তির উপযুক্ত, আমি গোপন ভাবে গৃহান্তরে বাস করি, তুমি অবিলম্বে বদান্যতাকে আনয়ন কর, এই বলিয়া রাজা গোপন হইলেন, এবং রাণী বদান্যতায় আহ্বান করতঃ দূতে জিজ্ঞাসা

করিলেন, দূত ! তুমি ধর্ম্মরাজ পুত্র পরমার্থের কি প্রকার রূপ ও গুণ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আসিয়াছ, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন কর। দূত কহিল, মা ! যাহা শ্রবণ করিয়াছি, যদিও তাহার কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু যাহা দর্শন করিয়াছি, তাহা কিছু মাত্র বলিতে সমর্থ হইব না, কারণ বোধ হয়, পরমার্থ রূপ আমার সম্পূর্ণ সন্দর্শন হয় নাই, যদি বলেন, তিনি কি গোপনে ছিলেন ? তিনি গোপন ছিলেননা, বরং আমারই সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক দেহ নগরস্থ সমস্ত বিষয় বিবিধ প্রকারে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ? রাণী কহিলেন, তবে কি তুমি অন্ধ ? দূত কহিল, জননি ! যদিও আমি অন্ধ নহি, তথাপি পরমার্থ দীপ্তিতে অন্ধীভূত প্রায়ও হইয়াছিলাম, দূত বাক্য শ্রবণেকোন ধাত্রী হাস্য করিতে করিতে কহিল, ওরে ক্ষিপ্ত ! অন্ধকার ভিন্ন দীপ্তিতে দৃষ্টি হয় না, এ বাক্য কখন কি কাহারও মুখে শ্রবণ করিয়াছিস্। দূত কহিল, ধাত্রি ! তুমি জাননা, পরমার্থ আলোক আমার চক্ষে প্রবিষ্ট হওনাবধি আমি এক ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। দাসী কহিল, সেই বা

কি রূপ ? দূত অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিল, যৎকিঞ্চিৎ বলিতে পারি, সুস্থং সংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

পদ্য।
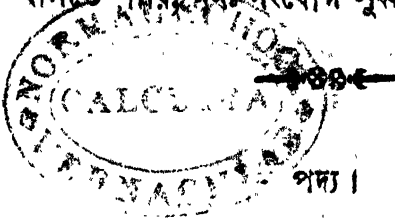
যখন লেগেছে চক্ষে, সে রূপ আলোক।
তখনি অদৃশ্যমান, হোয়েছে ত্রিলোক ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ গণে।
সকলি প্রপঞ্চময়, জ্ঞান হয় মনে ॥
কোথায় সরিত্ আর, সাগর ভূধর।
স্থাবর জঙ্গম আদি, খেচর ভূচর ॥
কে কারে আহার দেয়, কাহার আশ্বাস।
কে কার প্রভুত্ব করে, কে কাহার দাস ? ॥
দরিদ্র কে হয় আর, ধনী কোন জন।
কি ধনের ভ্রমে জীব, ভ্রমে অনুক্ষণ ? ॥
কোথা দারা পুত্র ধন, জন পরিবার।
আমিই কে তাই করি, আমার আমার ॥
এ সব কিছুই নয়, যেহেতু নশ্বর।
এক মাত্র নিত্য সেই, পরম ঈশ্বর ॥

এ রূপে হোয়েছি অন্ধ, হেরি পরমার্থ।
কি রূপে দেখিতে পাব, সে রূপ যথার্থ ॥
কত জটাধারী যোগী, যোগেতে যতনে।
কঠোর করিছে কত, সে রূপ দর্শনে ॥
কার ভাগ্যে হয় কেহ, প্রাপ্ত হোতে নারে।
সে রূপ সাগর পারে, কে যাইতে পারে? ॥
অনুমাত্র গুণ তার, করি যা বর্ণন।
তার প্রতি প্রীতি মনে, কর অকর্ণন ॥
গুণের সাগর রায়, জগতের সার।
যাঁর গুণ ব্যাপিয়াছে, অখিল সংসার ॥
তাঁর গুণ কার সহ, দিব কি তুলনা।
মন কহে ছি এমন, কথাও তুলনা।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ, তার গুণে বশ।
ঊর্দ্ধ বাহু ঊর্দ্ধ করে, গায় যাঁর যশ ॥
ভব রোগ দূরে যায়, পরমার্থ গুণে।
অনাসে নির্ব্বাণ করে, মহা পাপাগুনে ॥
ইন্দ্রিয় অতীত ধনে, দেখাইতে পারে।
এমন আশ্চর্য্য গুণী, কে দেখেছে কারে? ॥
অসার করিতে সার, এক মাত্র সেই।
যোগী জন সদা তাঁর, অনুগত তেঁই ॥

অধিক কি কব যে সে, পথে যেতে চায়।
মহাকাল চিরকাল, ভয় করে তায়॥
ভাবিলে যাঁহার ভাব, ভব ভুলে নর।
যাঁহার কৃপায় কৃপা, করে পরাৎপর॥
তার সঙ্গে প্রীতি হোলে, বিশ্ব প্রিয় হয়।
সকলে ঘটে না ঘটে, যার ভাগ্যোদয়॥
মা তোমার বদান্যতা, মানবী না হবে।
নহে কেন পরমার্থ, তাঁর কথা কবে? ॥
ত্রিলোক বিহ্বলকারী, হইল বিহ্বল।
বাদান্যতা নামে আঁখি, করে ছল ছল॥
কহিল আমারে কত, করুণা করিয়া।
মোহ যায় ক্ষণে ক্ষণে, শ্রীরূপ স্মরিয়া॥
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ, ধরি মম করে।
বলে, দূত! বদান্যতা, বরিবে এ বরে! ॥
বলিতে বলিতে পুনঃ, হন মূর্চ্ছাগত।
কখন কখন হন, উন্মত্তের মত॥
যাঁর লাগি বিষয়, ছাড়িয়া যোগী গণ।
অনশনে স্বীয় প্রাণ, করে বিসর্জ্জন॥
সেই পরমার্থ বদান্যতা আশা করে।
ধন্য মা তনয়া তব, ভুবন ভিতরে॥

গদ্য।

এ দিগে রাণী ক্রোড়ে বদান্যতা পরমাহ্লাদে পরমার্থ গুণ শ্রবণ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ মূর্চ্ছা তাঁহাকে লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করাইয়া মূর্চ্ছিতা করিল। রাণী বদান্যতা বদন বিকার সন্দর্শনে নিতান্ত কাতরান্তঃকরণে হা হতোস্মি বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন, বদান্যতে ! দেখিতে দেখিতে এ কি অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিলে ? সংজ্ঞা হীনার ন্যায় পতিতা রহিলে কেন ? আহা ! নিরাপরাধিনী দুঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া কি পরম প্রিয়-পাত্র পরমার্থে প্রাণ প্রদান করিলে ? মাতঃ ! আমি তোমার পরমার্থ ধনে কথনই তোমাকে বঞ্চিত বাসনা করি নাই। হে পরমার্থ প্রেয়সি ! কিছু কাল ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আমি অবিলম্বেই তোমাকে তাঁহার বাম পার্শ্ব-বর্ত্তিনী সন্দর্শনে চরিতার্থতা লাভ করিব। যদি বল, পরমার্থ লাভে কাল বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে, এই বলিয়াই তাঁহাকে প্রাণার্পণ করিয়াছ। আহা ! তাহা করা ভালো হয় নাই, কেননা, যে সন্তান স্বীয় জনক জনীর সুখ সম্পাদনে সমর্থ হইয়া আপন

ধর্ম্ম কর্ম্মাভিলাষ পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়, সেই সন্তান ব্যতীত যাহারা পিতা মাতার মনে দুঃখ দিয়া আপন আপন ইষ্ট কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকে, পণ্ডিতেরা তাহারদিগকে প্রশংসাস্পদ বলিয়া গণ্য করেন নাই। অতএব আমারদিগকে দুঃখী করিয়া তোমার পরমার্থ ইষ্ট লাভ সাধ্যার শোভা সম্পাদন করা হয় নাই। আরও দেখ যে লোকাচারে কোন অনিষ্টোৎপাদন করে না, এমন প্রথা রক্ষা করা ভিন্ন না করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। এ দেশে পিতা মাতারাই পুত্র কন্যার বিবাহাদি সম্বন্ধ পূর্ব্বক সমাধা করিয়া থাকেন, তৎ ব্যতিরিক্ত বালক বালিকারা স্বয়ং ভার্য্যা কি পতি গ্রহণ করিলে জনপদে আদরণীয় হইতে পারে না। রাণী এই রূপ করুণা করিয়া রোদন করিতেছেন, শ্রবণে রাজা আস্তে ব্যস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং বদান্যতার মূর্চ্ছার কারণ জানিয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! জীবের পরমার্থ লালসার মূর্চ্ছায় কোন ক্রমেই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তাঁহারা ক্ষণে ক্ষণেই এরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমার বিবেচনায় বদান্যতার প্রিয় সহচরী গণে

এ স্থানে আনয়ন করতঃ মূর্চ্ছা শুশ্রুষা করিতে দিয়া আমারদিগের স্থানান্তর গমন করিলে ভাল হয়, কারণ, বদান্যতা চৈতন্য প্রাপ্তা হইলে আমারদিগকে দর্শন করিয়া লজ্জায় নিতান্ত কাতরা হইবেন, এবং যে ভাবে এ ভাব লাভ করিয়াছেন, তাহার কোন ভাব প্রকাশ করিতে পারিবেন না। রাণী রাজাভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎ সুস্থা হইলেন, এবং সখীগণকে বদান্যতার সেবায় নিযুক্ত করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে, বিজ্ঞান, ও দূত চিন্তিত হৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। এ দিগে সখী গণ বদান্যতার স্বাস্থ্য হেতু সররুহ পল্লবাদির শয্যোপরি রক্ষা করিয়া স্নিগ্ধকর অগুরু চন্দন কুম্ কুম্ প্রভৃতি অঙ্গে লেপন করিতে লাগিল, কেহ বা ব্যজনী সহকারে সৌগন্ধ যুক্ত বারি সিঞ্চনে প্রবৃত্ত হইল, কোন চতুরা বারংবার পরমার্থ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল, তচ্ছ্রবণে কোন সখী কহিল, সখি! যে নামে বদান্যতার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে, সে নাম করিয়া কেন দুর্ণামের ভাগী হইবে? সে কহিল, সঙ্গিণী! তুমি জাননা, মহাজনেরা "বিষমস্য বিষমৌষধি ,, বলিয়া থাকেন,

তাহার প্রত্যক্ষ দেখ কণ্টক বিদ্ধ হইলে কণ্টক ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, আরো ইহাও কি শ্রবণে শ্রবণ কর নাই? যে পরম ভাগবৎ জনে ভগবৎ নামামৃত পানের উন্মত্ততায় চৈতন্য হারাইলে তন্নামই তাহার আরোগ্যের কারণ হন্। অতএব যন্নামে রাজনন্দিনী মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন, সে মূর্চ্ছা দূর করিতে সেই নাম ভিন্ন উপায় রহিত। আমার বাসনা তোমরা সকলেই রসনায় পরমার্থ নাম উচ্চারণ কর, তাহা হইলে বদান্যতা নিঃসন্দেহ সংজ্ঞা প্রাপ্তা হইবেন। তখন সকলেই একত্রীভূতা হইয়া পরমার্থ নাম করিতে প্রবৃত্তা রহিল। আহা! প্রণয়ের কি অপরিমেয় প্রভাব! নামৌষধেই বদান্যতা চৈতন্য লাভ করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে উন্মিলিত নয়নে মৃদু ভাষে সখীগণে সম্বোধন, করিয়া কহিলেন, সহচরি! তোমরা আমাকে কোথায় আনয়ন করিয়াছ? আর সকলে ম্লান বদনেই বা কি নিমিত্ত রহিয়াছ? জনক জননী কুশলী ত, এই বলিয়া ধরা ধারণ পূর্ব্বক শয্যোপরি উপবিষ্টা হইলেন, এবং এমত ভাবে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, যেন কর প্রাপ্ত কোন

অমূল্য নিধি জলনিধি মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছে। তৎসহ নিদ্রোত্থিতার ন্যায় জৃম্ভিকাদি নানা আলস্য চিহ্ন শরীর হইতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কখন অশ্রু-পূর্ণলোচন, কখন হাস্য বদন। কখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, কখন হৃৎ কম্প অনিবার, কভু ক্রোধান্তঃকরণে, কভু ম্লান বদনে, ক্ষণে ক্ষণে নব নব অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে প্রধান সহচরী কহিল, ভর্তৃদারিকে! স্বীয় স্বভাব তিরোভাব হইয়া এইক্ষণে কোন্ ভাবের আবির্ভাব হইল। আমরা তাহার কিছুই স্থির করিতে সমর্থা নহি, অনু-গ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে দাসীদিগের প্রতি কর্ত্রীর অকপট প্রীতি প্রকাশ করা হয়। এই বাক্য শ্রবণে বদান্যতা বিষয় বিভবে মনঃ সংযোগ করিয়া লজ্জায় আপনাকে নিতান্ত নিন্দনীয়া জ্ঞান করতঃ কহিলেন, সখি! তোমরা আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না, যে হেতু এখন আমার পূর্ব্বাবস্থা স্মৃতি পথারূঢ় হইতেছে। হায়! আমি কি করিয়াছি? জনক জননী সমক্ষে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, নীতি

বিরুদ্ধ কার্য্যে কোন ক্রমেই শঙ্কা করিলাম না! একথা শ্রবণে মদ্‌ গুরু বিজ্ঞান কি কহিবেন! আহা! তাঁহার এত পরিশ্রম এই অনধিকারিণী দুশ্চরিত্রা রিপুবশবর্ত্তিনী হইতেই সব নষ্ট হইল। হা! পিতাই বা কি ভাবিবেন? মাতাই বা কি বলিবেন? এইক্ষণে জীবনে জীবন বিসর্জ্জনই বিধেয়। এই বলিয়া মরণোদ্যতা হইলে সখীগণ হস্ত ধারণ পুরঃসর কহিল, হে ধীরে! শান্তা সুশীলে, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার ন্যায় গুণবতী সতীগণ এ কার্য্যকে সৎ কার্য্য বলিয়া গণ্য করেন না। আর যদি ইহাই করণীয় হয়, তবে স্মরণ করিয়া দেখুন, আপনিই শ্রীমুখে বলিয়া ছিলেন, "যে মনুষ্য, সৎ কি অসৎ যখন যে কার্য্য মনস্থ করিবে, বিদ্যা দেবীর বিনানুমতিতে যেন কখন সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়না" অতএব আমারদিগের প্রার্থনা, তাঁহাকে এ বিষয় জ্ঞাত করিয়া যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হইবে তাহাই করিলে ভাল হয়। বদান্যতা কহিলেন, সখি! এ মন্ত্রণা উপযুক্ত বটে, কারণ, তাঁহার অজ্ঞাত কার্য্যে মনুষ্যের কখনই হিত হইতে পারে না।

এই স্থির করিয়া উপদেশোপযুক্ত গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ পুর্ব্বক অতুল আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন, এবং ঐ সকল গ্রন্থাদির ছন্দোবন্ধ অলঙ্কার প্রভৃতি শব্দ যোজনার সুপ্রণালী সন্দর্শনেও পরম সুখানুভব হইতেছিল, কিন্তু তথাপি কি পরমার্থাগ্নির প্রভাব! যাহা প্রজ্জ্ব-লিত হইলে উত্তেজন ভিন্ন নির্ব্বাণে বিদ্যাও সমর্থা হন না। বদান্যতার কখন কখন সেই ভাবের উদয় হইয়া জ্ঞানাভাব অবস্থা উপস্থিত হইতে লাগিল। এ দিগে, রাজা রাণী উভয়ে বদান্যতার চৈতন্য প্রাপ্ত বার্ত্তা লাভে পরমানন্দ লাভ করিয়া কহিলেন, কৃপণতা ও বদান্যতার বিবাহ বিষয়ে আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, কেননা আমারদিগের সৌভাগ্য বশতঃ তাহার-দিগের মনোমীত পাত্র প্রজাপতি প্রদান করিয়াছেন, ইহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, নচেৎ বালকগণের এরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভব কি? এইক্ষণে ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধানানুসন্ধান হেতু, বিজ্ঞান ও মন্ত্রী প্রভৃতিকে আহ্বান করা কর্ত্তব্য, এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা,

সভায় আগমন পূর্ব্বক তদুভয়ে আহ্বান করিয়া কহিলেন, অমাত্য ! অদ্য বদান্যতা লইয়া যে প্রমাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তুমি সবিশেষ শ্রবণ কর নাই ! বিজ্ঞান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যেহেতু সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন, এইক্ষণে যদিও বিপদ ভঞ্জন ভগবান সেই বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু পুনরায় ঘটিবারই বিচিত্র কি ? যে হেতু সেই অঘটন ঘটন কারণ, দুর্দান্ত মদনোম্মাদন প্রভৃতি পঞ্চশরের সৌর্য্য স্মরণ করিলে সকলেই এক বাক্যতায় কহিবেন, যে, সে দুরাত্মার অকার্য্য কার্য্য কিছুই নাই, বিশেষতঃ স্ত্রী হত্যাই তাহার বিশেষ উদ্দেশ্য। অতএব হে প্রিয়গণ ! অদ্য বদান্যতার বদন সন্দর্শনে আমার প্রকৃত স্বভাবের অভাব হইয়াছে। সেই হেতু তোমারদিগের প্রতি ভারার্পণ করিলাম, কৃপণতা ও বদান্যতার শুভ বিবাহ যাহাতে সত্বর সুসম্পন্ন হয়, তাহা করিয়া আমার জীবন রক্ষা কর। এই বলিয়া রাজার চক্ষের দর দরিত্ বারি ধারায় বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। এই রূপ

শ্রবণ ও দর্শনে মন্ত্রী কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! মায়ার কি আশ্চার্য্য মাহা! ভবাদৃশ জনকেও সামান্য সম সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত এতাদৃশ কাতর করিয়াছে? হে রাজন! রোদনের কারণ কি? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, মন্ত্রণায় না হয় কি? প্রকৃত মন্ত্রণা হইলে মনুষ্য অসাধ্য কার্য্যও মনুষ্য কর্ত্তৃক সুসাধ্য হইতে পারে, এ কার্য্যের সুমন্ত্রণা সুসিদ্ধ হইলেই সুসম্পন্ন হইবেক। অনর্থক শোকার্ত্ত হইবেন না। বিজ্ঞান কহিলেন, মহারাজ! অবিজ্ঞ জনই উপদেশ যোগ্য। বিজ্ঞবরে বুঝাইতে হয় না, তবে ত্রিকালদর্শী মহাজন হইলেও মায়া কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া কখন কখন চিত্ত বিভ্রম পথের পান্থ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত যৎ কিঞ্চিৎ বলিতে বাসনা করি। মহারাজ! দৈব প্রদত্ত ভিন্ন কোন কার্য্যেরই উৎপাদন হইতে পারে না। মন্ত্রী মহাশয় যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু দেব দত্ত কার্য্য রূপ বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি না থাকিলে মহাজন তুল্য মনুষ্যের মহা মন্ত্রণাতেও বৃক্ষোৎ

পত্তি হইয়া ফল প্রদান করিতে পারে না, দেখুন দেখি, কোথা কৃপণতা, কোথায় অর্থ, আর কোথায় বদান্যতা, কোথায় বা পরমার্থ, ইহার-দিগের মধ্যে কেহই কাহাকে কখন স্বপ্নে ও নিরীক্ষণ করে নাই, দর্শন করা দূরে থাকুক, নাম ও শ্রবণে শ্রবণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তথাপি দূত মুখে অর্থ পরমার্থ অবস্থা বিষয় বর্ণনা-কর্ণন করিয়াছেন, এবং তৎ সম্বন্ধে স্বগৃহে কৃপ-ণতা ও বদান্যতার দশা সন্দর্শন করিতেছেন, এরূপে দর্শন ও শ্রবণ করিলে কোন্ দূর ভাবা ভাবী ব্যক্তির মনে ইহারদিগের পরস্পর মিলনা-ভাব হইবে, এমন ভাবের উদয় হইতে পারে, এ কার্য্য ত্বরায় ঘটিবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। মহারাজ! মনুষ্য হইতে কোন কার্য্যই হইতে পারে না, এ কার্য্য যদি সেই ভূতভাবন ভগবানের ইচ্ছা থাকে, তবে অবশ্যই ঘটিবে, আর উপরোক্ত কারণ সকল সন্দর্শনে ইহা যে ঘটনীয়, তাহা ও বোধ হইতেছে, যাহা-হউক আপনি কোন ক্রমেই চিন্তা করিবেন না। আর পরমার্থে বিশেষ জ্ঞাত নহেন, সে জন্যও

সন্দিগ্ধ হইবেন না। অধিক কি কহিব? মহা-
রাজ! আপনকার ভাগ্য বশতঃ যদি পরমার্থ
বদান্ততার পাণি গ্রহণ করেন, তবে আর এ
ভব ভাবনা ভোগ করিতে হইবে না, আর অর্থ-
কে আপনিই বিশিষ্ট জ্ঞাত আছেন, বোধ হয়
তিনি ও সামান্য না হইবেন, তবেই পাত্র
দিগের প্রতি কাহার ও অপ্রীতি হইবে এমন
বোধ হয় না। এইক্ষণে উপযুক্ত উপঢৌকন সহ-
কারে দুই জন ভদ্র ব্যক্তিকে অঙ্গ প্রদেশ ও
সত্যপুরে রাজা পরিশ্রম ও ধর্ম্ম নিকটে প্রেরণ
করুন। তাঁহারা উক্ত উপঢৌকনাদি প্রদান করিয়া
প্রত্যাগমন করিলে যে হয় করা যাইবেক,
তখন মন্ত্রীও বিজ্ঞান বাক্যে সম্মতি প্রকাশ
করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যে যে দ্রব্য
প্রেরণ করিবেন, তাহা মহারাণীকে জিজ্ঞাসা
করিয়া করিলে ভালো হয়, কারণ স্ত্রীলোকেরাই
সে সমস্ত অবগত আছেন, এবং এই ছলে তাঁহারও
বিশেষ রূপ মনোগত ভাব প্রকাশ পাওয়া
যাইতে পারিবে। রাজা কহিলেন, তবে তুমিই
তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক তদাভিপ্রায় জ্ঞাত

হইয়া যে যে দ্রব্যাদি পাঠাইতে হয়, দুই খান পত্র লোক সহ উল্লিখিত স্থানে প্রেরণ কর। মন্ত্রী, মহারাণী মতে বহু মুল্য মণি মুক্তা প্রবাল খচিত দ্রব্যাদি রাজ ভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ করিয়া মহারাজ স্বাক্ষরিত পত্র সহকারে দুই জন ভদ্র বংশোদ্ভব সদ্বক্তা ব্যক্তিকে অঙ্গ প্রদেশ ও সত্যপুরে প্রেরণ করিয়া রাজ গোচরে সংবাদ প্রদান করিলেন, এবং প্রেরিত ব্যক্তিরাও নানা স্থান অতিক্রম করিয়া স্বীয় স্বীয় সংকল্পিত রাজ্যে উপস্থিত হইয়া রাজা পরিশ্রম ও ধর্ম্ম সহ সাক্ষাত করতঃ দেহ নগরস্থ সমস্ত বার্ত্তা জ্ঞাত করাইলেন, এবং মনঃরাজ প্রদত্ত দ্রব্যাদি প্রদানে রাজাদিগের সম্মান রক্ষা করিলেন। রাজারাও তৎপ্রাপ্তে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া যথা বিহিত সৌজন্যতা প্রদর্শনে ত্রুটি করিলেন না। উভয়েই মনঃরাজার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আর মনঃ রাজার স্থিরাকৃত দিনে আপন আপন পুত্র বিবাহ বিষয়ে কোন, বাধা না জন্মাইয়া উভয়েই সন্তোষ পূর্ব্বক সম্মতি প্রকাশ করিলেন, এবং মনঃ

প্রেরিত ব্যক্তি দ্বয়কে বিবিধ পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়া পত্রোত্তরে আপনাপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তৎ সহ তাঁহারদিগকে বহু সম্মান পুরঃসর দেহ নগরে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। তৎপশ্চাতে রাজা পরিশ্রম ও ধর্ম্ম মহাশয় স্ব স্ব দূত সহ কৃপণতা ও বদান্যতোপযুক্ত নানাবিধমণিময় আভরণ ও বস্ত্রাদি প্রেরণ করিলেন, তাহারা ও ক্রমে দেহ নগরে মনঃরাজ সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, রাজা নিজ প্রেরিত দূত মুখে রাজা পরিশ্রম ও ধর্ম্ম বৃত্তান্ত শ্রবণে অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। তখন উভয় রাজ প্রেরিত দূতগণ প্রণতি পূর্ব্বক নিজ নিজ প্রভু প্রেরিত কৃপণতা ও বদান্যতার বস্ত্রাভরণ প্রদান করিয়া তথাকার সমাচার জ্ঞাপনার্থে রাজ করে দুই পত্র অর্পণ করিল। রাজাও বহু যত্ন পুর্ব্বক পত্র জ্ঞাত হইয়া তদ্বাহক গণে সমুচিত পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন, এবং স্বয়ং উদ্বাহ উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়া মন্ত্রীবরে আদেশ করিলন, অল্পকাল মধ্যেই দুইটী প্রাসাদ প্রস্তুত কর। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ স্থপতি বিদ্যা বিশারদ গণে আনয়ন

করিয়া অল্প সময়েই এরূপ এরূপ আশ্চর্য্য অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন, বোধ হয়, তাহার অনুরূপ হর্ম্ম্য ত্রিলোকের লোক কখনই সন্দর্শন করে নাই। রাজাও তদ্দর্শনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করতঃ যুক্তিবরে বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং ভৃত্যগণে তদুপযুক্ত সজ্জায় সসুজ্জী-ভূত করিতে আদেশ করিয়া আপনি অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কর্ণাট কাশী কাঞ্চি অবন্তিক প্রভৃতির রাজাগণকে নিমন্ত্রণার্থে পত্র প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজাজ্ঞায় ভৃত্যগণ রাজ ভবনাদি সাল-ঙ্কৃত করিতে আরম্ভ করিয়া গৃহ মধ্যে কত কত আশ্চর্য্য রত্ন বিনির্ম্মিত দীপাধার সকল পর্য্যায় ক্রমে স্থানে স্থানে রক্ষা করিতে লাগিল, তন্নিম্নে অমূল্য মণি মণ্ডিত অপূর্ব্ব শোভায় শোভাযুক্ত দর্পণার্পণ করিল, যাহাতে পূর্ব্ব কালীন্ মহা তেজোস্বী রাজাগণের পরম রমণীয় মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি সকল চিত্র বিচিত্র রূপে প্রকাশ পাইতেছে, যদ্দর্শনে সাধ্ব্যা কুলও আকুল মনে সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষণে অসক্তা হইয়া মুকুরস্থ জনে হৃদয়াসনে উপবেশনে বাসনা

করেন, তিন্নিম্নে আশ্চর্য্য শিল্প নৈপুণ্যকারী-দিগের হস্ত বিনির্ম্মিত অপূর্ব্ব কাষ্ঠাসন সকল রক্ষা করিতেছে, তন্নিম্নে স্বুবর্ণ জড়িত উর্ণাসন সকল যদুপরি চন্দ্র সূর্য্য প্রভাপহরণ. করণেচ্ছায় চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মণি প্রভৃতি শোভা পাইতে লাগিল। তদুপরি বিবিধ জ্যোতিঃ যুক্ত রত্ন জড়িত বস্ত্রাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত ব্যজনী সকল ব্যজন করণ আন্দোলায়মান্ করিতেছে, সৌধো-পরি স্বুন্দর সৌরভান্বিত শুভ্র বর্ণ যাঁতি যূতি, মল্লিকা মালতী পুষ্প প্রভৃতির বৃক্ষাদি বিকাশিত-পুষ্প সহ নানা পাত্রে রক্ষিত হইতেছে, স্থানে স্থানে সময় নিরূপণার্থে মণিময় ঘটিকা সকল রক্ষা করিতেছে। যাহারা ক্ষণে ক্ষণে মদনোন্মাদনকারী যোগী মনোহারী বিরহিণী প্রহরী স্বুমধুর যন্ত্রাদির গর্ব্ব খর্ব্ব করতঃ আশ্চর্য্য ধ্বনি করিতেছে। প্রাঙ্গন মধ্যে কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত স্তম্ভাদি প্রোথিত করিতেছে, তাহারা স্বীয় স্বীয় মস্তকোপরি লৌহ দণ্ড সহকারে শ্বেত রক্ত তথা হরিদ্রাক্ত বর্ণে মণিময় ক্ষুদ্র ঘটিকা বিশিষ্ট অপূর্ব্ব শোভান্বিত দীপাধার সকল ধারণ করতঃ

আপনাকে ধন্যবাদ করিতেছে, উক্ত দীপাধারস্থ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাদিগের পরস্পর প্রতি ঘাতোত্থিত শ্রবণ স্নিগ্ধকর মনোহর ধ্বনি শ্রবণ কারণে বায়ু অনুক্ষণ গমনাগমনে সঞ্চালনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তন্নিম্নে শুভ্র প্রস্তর ঘটিত বিদ্যুৎ বিনিন্দিত অঙ্গনা সকল আপনাপন সৌন্দার্য্য প্রদর্শনার্থে যুগ্ম করে যুগ্ম যুগ্ম দীপাধার ধারণ পুরঃসর যেন অনিমিষ লোচনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তন্নিম্নদেশে একরূপ আশ্চর্য্য বর্ণ প্রস্তর বিস্তৃত করিতেছে, যাহা দেখিলে, মহান্ মহান্ পদার্থবিৎ পণ্ডিত জনেও বারি ভ্রম নিবারণ করিতে পারেন না। চতুঃ পার্শ্বে কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্রমোচ্চ স্তর স্তরিত সভ্য জন উপবেশনাসন সকল যদুপরি নানা বর্ণ সুবর্ণ রজত গুণে, গ্রন্থিত বহু মূল্য রত্নাদি বিশিষ্টাচ্ছাদনী সকল শোভা পাইতেছে। মস্তকোপরি নানা শোভায় শোভিত চন্দ্র সূর্য্য প্রভা নিবারণকারী চন্দ্রা তপ সকল পবন কর্তৃক আন্দোলিত হইয়া সমুদ্র তরঙ্গ বৎ হেলায় দোলায়মান পূর্ব্বক যেন নানা ক্রীড়া করিতে লাগিল। এবম্প্রকারে

দাসগণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জগজ্জন মনোলোভা আশ্চর্য্য শোভায় রাজভবনাদি সুসজ্জীভূতা করিতেছে। এ দিগে নানা দিগ্ দেশীয় দৈন্যে দানকারী, প্রবলে প্রহারী, রাজ ছত্রধারী, সংগ্রামবিহারী, অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবল পরাক্রান্ত, রাজা সকল স্বীয় স্বীয় সৈন্য সামন্তে পরিবৃত হইয়া কিমাশ্চর্য্য সুশৃঙ্খলারূপে আগমন করিতেছেন, যদ্দর্শন হেতু রাজ্যস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতাগণ অনিমিষ লোচনে রাজপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আগন্তুক রাজাদিগের হস্তির বৃংহিত ধ্বনিতে অশ্বের হ্রেষা রবে মল্লগণের বাহ্বাস্ফোটন শব্দে মানব কুলের কোলাহলে এক অপূর্ব্ব অব্যক্ত ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। মনঃ মহাশয় গল লগ্নী কৃতবাসে দৈন্যতা প্রকাশে মন্দ মন্দ হাসে, সুমধুর ভাষে, ভূপালগণকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক যথোপযুক্ত বাস স্থান প্রদান করিতেছেন, মন্ত্রীও তৎক্ষণাৎ তদুপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য তথায় প্রেরণ করিতেছেন। নানা দ্রব্য আহরণ, গ্রহণ সঞ্চয়, ও প্রদান হেতু চতুর ভৃত্যগণ পূর্ব্বতন রাজাদিগের যুদ্ধ কালীন উভয় পক্ষ নিক্ষিপ্ত শর বেগের

ন্যায় গমনাগমন করিতেছে। এই সমস্ত ব্যাপার সন্দর্শন হেতু বহু সখীগণে পরিবৃতা হইয়া বেশ ভুষার ভূষণ প্রদায়িনী কৃপণতা ও বদান্যতা অট্টা-লিকোপরি গবাক্ষ দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক সখী সমূহ প্রতি প্রফুল্ল বদনে গদ্ গদ বচনে অর্থ পরমার্থ স্মরণে নানা কথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। তন্মধ্য হইতে কোন সুচতুরা কহিতেছে, বদান্যতে ! পরমার্থ তত্ত্বই জীবের সংকল্পের সার হইয়াছে। অতএব আমারদিগের একান্ত মনে পরমার্থ ধনের সাধন চিন্তায় নিমগ্ন থাকাই কর্ত্তব্য। এই বাক্য শ্রবণে অপর সহচরী ব্যঙ্গচ্ছলে কহিতেছেন, সখি ! পরমার্থ চিন্তা মাদৃশ দরিদ্র জনের কার্য্য নহে, যে হেতু সে চিন্তার শুশ্রুষা জন্য বহু ধাত্রী ও অনেক স্নিগ্ধ-কর দ্রব্যাদির প্রয়োজন। সত্য মিথ্যা বদান্যতাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সন্দেহ দুরীকৃত হইবে। তচ্ছ্রবণে রাজনন্দিনী আপনার মূর্চ্ছাবস্থা স্মরণ করিয়া নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, সখি ! মহাজনেরা মনকে মত্ত-বারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং তাহার গতি সহজেই উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়। যদিও উক্ত মত্ততায় কোনলজ্জা হীনার ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকি,

তথাপি ভবাদৃশা সর্ব্বসন্তাপনাশিনী প্রিয়ভাষিণী সহধর্ম্মিণীগণের তৎ কথা উল্লেখ করিয়া বারম্বার লজ্জা দেওয়া অবিধেয়। এইরূপ নানা বাক্য কৌশলে পরম কুতূহলে দিন যামিনী অপহরণ করিতেছেন। ক্রমে বিবাহ নিশা উপস্থিতা হইয়া চন্দ্রমা অমৃত রূপ কিরণ বর্ষণে পৃথ্বী সুশীতল করিতেছে। খদ্যোৎ সকল আপন আপন প্রভাহীনকারী চন্দ্রকলার প্রতি আক্রমণার্থে যেন বিদ্রোহিতা ভাবে দলে দলে পক্ষ বিস্তার পুরঃসর আকাশ পথে উড্ডীয়মান হইয়া যামিনীকে হীরক মণ্ডিতার ন্যায় শোভা প্রদর্শন করিতেছে।—রজনীগন্ধা, কুমুদিনী প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যান ও জলাশয় সকল শোভান্বিত করিতেছে।—দিক্ সকলের অমঙ্গল দূর হইতেছে।—রাজ ভৃত্যগণ রাজসভাস্থ দীপাধার সমস্ত প্রদীপ্ত পুর্ব্বক আশ্চর্য্য শোভায় শোভিত করিয়া ভ্রমণ করিতেছে।—স্থানে স্থানে আলোকময় পর্ব্বত সকল রক্ষা করিয়া আসিতেছে।—সভার শোভাকারি নৃপগণ বিবিধ বিধানে দেবাদি দুর্লভ নানা মণি মণ্ডিত পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া সভায় উপস্থিত হইয়া আপন আপন উপযুক্ত স্থানে উপবেশন

করিতেছেন।—স্বর্গ বিদ্যাধরী বিনিন্দিতা কন্দর্প দর্পহারিণী গজেন্দ্র গামিনী প্রমাদে প্রমদাম্বিনী বিবিধ বিলাসিনী যোগধর্ম্ম বিনাশিনী নৃত্যকী সকল হেলা দোলায়মানে বিবিধ বিধানে নৃত্য সহ-গমনে সভ্যে সুখ প্রদানে নিয়োজিতা রহিয়াছে।—সৌধোপরি ক্ষণে ক্ষণে এ রূপ বংশীধ্বনি হইতেছে, যাহা শ্রবণ মানসে আগন্তুক জনগণ সংজ্ঞা শূন্য বৎ তন্নিম্নে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজা মন্ত্রী হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পাত্র আগমনের অপেক্ষায় রাজপথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। এমৎ কালে দুই দূত দুই দিক্ হইতে আগমন করিয়া কহিল, মহারাজ ; বোধ হয়, পাত্র দ্বয় আগমন করিতেছেন। ঐ দৃষ্টি করুন্, জগত আলোকময়ী হইয়াছে, এবং প্রলয় কালের প্রবল ঝটিকা প্রবাহের শব্দের ন্যায় মহান্ শব্দ শ্রবণ পথারূঢ় হইতেছে। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক উক্ত ধ্বনি শ্রবণ করিতে-ছিলেন, অকস্মাৎ হস্তী উপরোপিত হীরক জড়িত শ্বেত রক্ত নীল পতাকাদি প্রড্ডীয়মান দর্শন করি-লেন, এবং তৎক্ষণাৎ অমাত্য সহ অভ্যর্থনার্থে অগ্র-সর হইয়া সুসজ্জার সুপ্রণালী সন্দর্শন করিতে লাগি-

লেন। প্রথমতঃ সহস্র সহস্র মাতঙ্গোপরি সুবর্ণ বিনির্ম্মিত দামামা সকল ভয়ঙ্কর কর্কশ শব্দে ধ্বনিত হইতেছে, যচ্ছ্রবণে অরণ্যাশ্রিত সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ গণ ভীত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব করিতে সমর্থ হইতেছেনা, তৎ- পশ্চাতে যুথ২ করী উপরি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত পতাকা সকল প্রড্ডীয়মান হইতেছে। — তৎপশ্চাতে কৃত্রিম মনোহর পুষ্প বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে নতো ন্নত রক্তবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত মনুষ্যগণ হস্তে শোভা পাইতেছে। — তৎপশ্চাতে বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জিত অশ্বারোহিগণ সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক গমন করিতেছে। — তৎপশ্চাতে কালান্তক যম সদৃশ রক্তবর্ণ মৃত্তিকায় শোভিতাঙ্গ মল্লগণ নানা অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পুর্ব্বক গমন করিতেছে। — তৎপশ্চাতে স্বর্ণ রজতাদি বিনি- র্ম্মিত বহু পশু মুখাকৃতিযষ্টি ধারণকারী সকল নানা কৌশলে আগমন করিতেছে। — তৎপশ্চাতে অসঙ্খ্য বাদ্যকরে নানা বাদ্য করিয়া আগমন করি- তেছে। — তৎপশ্চাতে মণিমণ্ডিত বস্ত্রাদি আচ্ছাদিত দণ্ডধারীগণ আগমন করিতেছে। — তৎপশ্চাতে রাজা পরিশ্রম, পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে জগন্মনোমোহন

কারণ বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন। —তৎপশ্চাতে অপূর্ব্ব যানোপরি ভুবন মনোরঞ্জন রিপন্নুদ্ধার কারণ ত্রিভুবন বিজয়ী অর্থ মহাশয় নানা ভূষণে ভূষিতাঙ্গে সংসার উজ্জ্বল করিয়া আগমন করিতেছেন। যাঁহাকে দর্শন করিয়া ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জনগণের প্রাপ্তী ইচ্ছায় লিপ্সাবৃত্তি রূপ মাতঙ্গে ধৈর্য্যরূপ অঙ্কুশাঘাতে সুস্থির হইতেছেনা। মনঃরাজা, পরিশ্রম সহ আলিঙ্গনাদি বিবিধ আত্মীয়তা চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, সখে! ধর্ম্ম মহারাজ, স্বীয়পুত্র সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার হৃৎকম্প হইতেছে, সেই হেতু প্রার্থনা, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে যদি কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার অভ্যর্থনা হেতু গমন করিতে শক্য হই। পরিশ্রম, কহিলেন, সখে! এ কোন বিচিত্র কথা, মনের যদি ধর্ম্ম সহ সাক্ষাতে একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তবে পরিশ্রম কোন মতেই তৎ সহায়তায় পরাঙ্মুখ নহেন। এই বলিয়া উভয়ে মন্ত্রীকরে অর্থকে সমর্পণ করিয়া মহারাজ ধর্ম্মকে অভ্যর্থনা হেতু গমন করিলেন, এবং ক্রমে পরমার্থ আগমনের সজ্জা সন্দ-

র্শন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে অকপট ভক্তি পরায়ণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বরের সাধন হেতু সাধুজনের মুখ নির্গত পরম পবিত্র পরমেশ্বরের নাম রূপ শুভ্র পতাকা সকল প্রবাহিত বায়ু কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যেন মুক্তি পথ প্রদর্শন করিতেছে।—তৎপশ্চাতে বাহ্যজ্ঞান বিহীন যোগীজন কর্ত্তৃক ধৈর্য্য রূপ অচল পর্ব্বত শ্রেণী সকল ঈশ্বর লাভাকাঙ্ক্ষায় চালিত হইতেছে।—তৎপশ্চাতে পরমার্থ পথ পরিস্কারার্থে পরাৎপরের প্রেমোন্মত্ত প্রেমিক জনে প্রেমাশ্রু সুধা বৎ বিন্দু বিন্দু পতিত হইতেছে।—তৎপশ্চাতে ঈশ্বরানুসন্ধায়ীগণের অনিবার্য্য মনঃরূপ উন্মত্ত করী সকল পর্য্যায়ক্রমে আগমন করিতেছে।—তৎ-পশ্চাতে কুকর্ম্মরূপ কন্টক বৃক্ষাহারী উপদেশ রূপ উষ্ট্রগণ নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া আগমন করি-তেছে।—তৎপশ্চাতে দয়া ও ভক্তি প্রভৃতি পরম রমণীয় রমণীগণ নানা রঙ্গে ভঙ্গে নৃত্য করি-তেছে।—তৎপশ্চাতে সম দমাদি নানা পারিষদে পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্ম মহারাজ দিগ্ বিদিগ্ আলোকময়ী করিয়া আগমন করিতেছেন।—তৎ-পশ্চাতে পরমার্থ মহাশয় যোগীজন হৃদয়ানন্দকারী

মনোহর শোভা ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব যানোপরি উপবিষ্ট হইয়া বদান্যতা প্রেমভাবে পুলোক শরীরে একদৃষ্টে দেহ নগরস্থ রাজভবনাদি দৃষ্টি করিতে করিতে আগমন করিতেছেন। যদ্দর্শনে দর্শক-দিগের পরমানন্দ সাগর উচ্ছসিত হইয়া নয়ন যুগল হইতে অবিশ্রান্ত বারি ধারায় ধরা পরিপূর্ণা হই-তেছে, এবং বিষয় বিভব ও পরিবার ইত্যাদি বিস্মৃত হইয়া কেবল পরমার্থ পথেই ধাবমান হই-তেছে। আহা! পরমার্থের কি আশ্চর্য্য প্রভাব? যে সমস্ত বিষয়াশক্ত লোক বিষয়কেই ত্রিলোকের সার জ্ঞান করিয়া অর্থ ধ্যান ধারণায় অহরহ বিমুগ্ধ হইয়া থাকে, অদ্য পরমার্থ জ্যোতিতে সেই অর্থ-প্রিয় অজ্ঞান মনুষ্যেরাও মূর্ত্তিমান অর্থকে সামান্য লোষ্ট্র বৎ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পরমার্থ দর্শনে ধাবমান হইতেছে। বিষয় বাসনা দূরে থাকুক, যাঁহার দর্শন হেতু পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিয়া ও সন্তানে জননী ছাড়িয়া অনায়াসে গমনোন্মুখ হইয়াছে। রাজা এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শনে জড় বৎ বাক্য রহিত হইলেন, এবং প্রেমাশ্রু ধারায় বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। — হস্ত পদাদি

অচল হইয়া উঠিল। পরিশ্রম, মনের ভাবান্তর দেখিয়া বহু যত্ন সহকারে ধর্ম্মরাজ সন্নিধানে লইয়া গেলেন। মনঃ মহাশয় কুণ্ঠিত মনে ধর্ম্ম সমক্ষে দণ্ডের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না। ধর্ম্ম মনের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সখে! আপনকার রাজ্যের কুশল? তখন মনের ধর্ম্ম সংস্পর্শে দেহ ভার শ্লোথ হইল, এবং চক্ষুদ্বয়ও পরমার্থ দর্শনো-পযুক্ত হইয়া উঠিল।—আপনাকে আপনি ধন্য জ্ঞান জন্মিল, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারি-লেন না, কেবল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হা, বদান্যতে! জন্মে জন্মে যেন তোমা সমা কন্যা লাভ করি। জন্মান্তরে কত পুণ্য পুঞ্জ করিয়াছিলাম যে তোমার আবির্ভাব হইয়া ধর্ম্ম স্বয়ং স্বহস্তে ধারণ করিয়া পরমার্থ ধনে দর্শন করাইলেন, ইহাপেক্ষা মনুষ্য জন্মের সার্থকতা আর কি আছে? হে জগ-দীশ্বর! আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর, যেন সংসারি গণ সংসারে আসিয়া মম সম বদান্যতা ধনে ধনী হয়।

অনন্তর মন আত্ম পরিচয় দিয়া ধর্ম্মের হস্তধারণ করিয়া ধর্ম্ম রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্ম্ম কহিলেন, সখে! বর্ত্তমান কালে মম রাজ্যের শাসন প্রণালী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে, যে হেতু জীবের এইক্ষণে শারীরিক ধর্ম্মের প্রতি অধিক রতি মতি। একালে সেই ব্যক্তিই প্রবল। তবে এক মাত্র ভরসা, মহাজন কর্ত্তৃক কথিত আছে যে মম রাজ্য কখন এককালে লোপ হইবেনা। সত্যযুগে সম্পূর্ণ প্রাতুর্ভাব ছিল, ত্রেতা হইতে এক এক পদ হ্রাস হইয়া এইক্ষণে এক পদ মাত্র সত্য ধর্ম্ম শাসন, প্রজা বর্গ শারীরিক ধর্ম্মাশ্রিত হইয়া কখন কখন এমনও ইচ্ছা করিয়া থাকে যে আমাকেও তৎপোষকতার নিমিত্ত রক্ষা করে। এই কথোপকথন করিতে করিতে ক্রমে সভায় উপস্থিত হইলেন, এবং সভার শোভা সন্দর্শনে মনঃরাজাকে শত শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। এক দিগে নানা দিগ্‌দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্রালাপে নিমগ্ন আছেন। অন্য দিগে মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রীয় বংশোজ্জ্বলকারি দিগবিজয়ি নরপতিগণ আপন

আপন আশ্চর্য্য কার্য্য, সৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্যাদি বিবিধ প্রকারে প্রকাশ করিতেছেন। এক ভিতে মন্ত্রী সমূহ আপন আপন মন্ত্রণার মাধুর্য্য রাজ কার্য্যের চাতুর্য্য, বক্তৃতার প্রাখর্য্য সহকারে নিজ নিজ অঙ্গ হেলা দোলায়মান্ পুরঃসর প্রকাশ করিতেছেন। অপরভিতে জন মনোহারি স্থকৌশল-কারি সমাজবিহারি নট সকল নব নব নাট্য রস প্রদর্শন করিতেছে। কোন স্থানে ত্রিলোক মনোমোহিনী কামিনীগণ অসামান্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া স্বীয় স্বীয় হাব ভাব লাবণ্য প্রদর্শন হেতু নানা ভাবে নৃত্য করিতেছে। জগত মান্য বক্তা চূড়ামণি কুলীন কুলজ্ঞ মহাশয়েরা হস্ত পদাঘাতে শর্য্যা ছিন্ন ভিন্ন করতঃ রাজাদিগের কুলোজ্জ্বলকারি নির্ম্মল জ্যোতিযুক্ত করণ কারণাদি নানা রূপে বর্ণন করিতেছেন। রাজা গল লগ্নীকৃত বাসে বহু দূর দূরান্তরীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আগমনাপেক্ষায় সভার চতুঃপার্শ্বে ইতস্ততঃ গমনা গমন করিতেছেন। ভৃত্যগণ অভুক্ত অনাথ জনে অজস্র দানে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। অন্তঃপুরমধ্যে সহচরীগণ কৃপণতা ও বদান্যতাকে অমূল্য

বস্ত্রাভরণে সুসজ্জীভূতা করিতেছে। কোন কোকিলকণ্ঠা বীণাতন্ত্রী করিয়া সুমধুর গানে অন্তঃপুরস্থ জনগণের মনঃ মোহিত করিতেছে। কোন সুবদনী গজেন্দ্র গামিনী গমন চ্ছলে নানা রঙ্গ প্রসঙ্গে নৃত্য করিতেছে, কোন কুল কামিনী নব ভাবে ভাবিনী সুমধুরভাষিনী কত কথায় কত ভাবের উদ্দীপন করিতেছে, কেহবা গবাক্ষ দ্বারে উপবিষ্ট হইয়া সভার শোভা সন্দর্শন চ্ছলে অর্থ পরামার্থ রূপ সাগরে নয়ন নিমগ্ন করিয়া জড় বৎ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় রহিয়াছেন। সকলেই অর্থ লালসায় তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া আছে, তম্মধ্যে কোন কোন পরম ধার্ম্মিক পরমার্থ পরায়ণ পবিত্র ব্যক্তি বিষয়কে বিষ তুল্য জ্ঞান করিয়া পরমার্থে মন সংযোগ করিয়া স্থির চিত্তে সেই জগদারাধ্য জগদানন্দ চরণার বিন্দে মন মধুকরে অনুক্ষণ মধু পান করাইতেছেন। নগর বাসিনীগণ কেবল অর্থেরই ধন্যবাদ করিতেছে। কাহার মুখে পরমার্থের নামও শ্রবণ হইতেছেনা, এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বদান্যতা নয়ন মুদ্রিতা হইয়া মনস্তুঃখে বিদ্যা দেবী নিকটে প্রার্থনা করিতে

লাগিলেন। হে দেবি! পূর্ব্বে শ্রীমুখে আজ্ঞা করিয়া-ছিলেন যে, ত্রিলোক মধ্যে পরমার্থ সদৃশ প্রিয়পাত্র জন্ম গ্রহণ করে নাই, এবং করিবেও না। অদ্য তাহার বিপরীত বাক্য কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহার কারণ কি? দাসীর প্রতি কৃপা করিয়া এই ভ্রান্তি দূর করিলে ভক্তবৎসলা নামের মহিমা প্রকাশ পায়, তখন বদান্যতার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, বালে! এই সামান্য বিষয় তুমি বুঝিতে সমর্থা হও নাই, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, হে পরমার্থ গেহিনি: আমা বিহীন জন মাত্রেরই পরমার্থে প্রেম নাই, আর মমাশ্রিত ব্যক্তিগণ পরমার্থ ভিন্ন অর্থকে প্রিয় করিয়া জানে না। বদান্যতা কহিলেন, মাতঃ! এ জগতে এরূপ জন প্রবাদ আছে, যে অনেকানেক বিদ্বান জনেও অর্থ সাধন হেতু প্রভুকার্য্যরূপ অগ্নিতে স্বীয় মস্তক আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, কেননা আমার প্রাণান্তেও মৎ কর্তৃক উপার্জ্জিতার্থে পুত্র পৌত্রাদি চির সুখী হইবেক, তবে সেই সমস্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি কি আপনার আশ্রিত নহে? তাহারা যদি আপনার আশ্রয় না লইয়া থাকে,

তবে জনগণে কোন্ গুণে বিদ্বান্‌পদ প্রদান করিবে, তচ্ছ্রবণে বিদ্যা হাস্য করিয়া কহিলেন, বালে! উক্ত বিদ্বান্‌গণের বিদ্যার বিষয় বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু এই জগতে অর্থ প্রয়াসী ব্যক্তির অব্যক্তব্য কিছুই নাই, যখন মনুষ্য কিঞ্চিল্লাভাশায় ঈশ্বর সৃষ্ট সামান্য মনুষ্যকে তৎসহ তুলনা করিতে কিছু মাত্র শঙ্কা বোধ করেনা, তখন বিদ্যা বিহীন জনে বিদ্বান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? তোমার পরমার্থে পরিচিত ব্যক্তি এ সংসারে অতীব বিরল, ধনি! তোমা সমা ভাগ্যবতী সতী তোমার রাজ্য মধ্যে কি আর দ্বিতীয়া আছে যে, পরমার্থ ধনের মাহাত্ম্য জানিতে পারিবে, এক্ষণে তাহার প্রতি মনঃ সংযোগ না করিয়া রাজসভায় মুক্তির কারণ জগন্মনোমোহন তোমার হৃদয় ভূষণ জগদুজ্জ্বল করিয়া উপবেশন করিয়া আছেন দর্শন করিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত কর, এই বলিয়া বিদ্যা, অন্তর্হিতা হইলেন, এ দিগে বিবাহকাল উপস্থিত দেখিয়া রাজা কৃপণতা ও বদান্যতাকে অন্তঃপুর হইতে আনয়ন জন্য স্বর্ণ সিংহাসন প্রেরণ করিলেন,

বাহকগণ অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া মহারাণীর নিকটে তদ্বার্ত্তা জ্ঞাত করিলে রাণী পুলকসাগরে ভাসমানা হইয়া কৃপণতা ও বদান্যতাকে রক্ষা করতঃ মনোমানসে সুসজ্জীভূত করিয়া দিলেন, বাহকগণ ক্রমে, সভায় উপস্থিত হইলে কন্যাদ্বয় রূপ লাবণ্যে মহী আলোকময়ী হইয়া উঠিল, তদ্দর্শনে সভাস্থ সমস্ত লোক ভূয়ো ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন মনঃ মহাশয় বিধি বোধিত হইয়া দুই কন্যা ক্রমে দুই পাত্রে প্রদান করিলেন, তদ্দর্শনে সকলেই জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তদনন্তর স্ত্রী আচার প্রভৃতি দেশাচার মত যথা বিধি সমাপ্ত হইলে পাত্র কন্যাদ্বয় অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। রামাগণ তৎপ্রাপ্তে নানা কৌশলে হাস্য পরিহাস করিতে প্রবৃত্তা হইল, কেহবা কোকিল ধ্বনি বিনিন্দিয়া অনুরাগে নানা রাগে গান করিতে লাগিল, কোন সখী অগুরু চন্দনাদি নানা গন্ধ দ্রব্য পাত্র কন্যাঙ্গে বিলেপন করিতেছেন, কোন প্রিয় সঙ্গিনী নবরসরঙ্গিণী নব নব বাক্য দ্বারা সকলকেই আনন্দিত করিতেছেন, আনন্দের আর সীমা নাই, এ দিগে রাজা

নিমন্ত্রিত রাজগণকে চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় চাতুর্ব্বিধ আহারীয় দ্রব্যে পরম পরিতৃপ্ত করিতেছেন। ক্রমে পূর্ব্বদিক্ প্রদীপ্ত করিয়া প্রখর কিরণরাশি, তমসীবিনাশী মার্ত্তণ্ড প্রকাশিয়া নিশানাথের নির্ম্মল প্রভার অভাব করিতেছে, এবং সর্ব্বত্র বিহারী সুস্নিগ্ধকারী প্রভাতবাতে তরুগণে তেজস্বী করণহেতু অনুক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে। নিশাচর নক্ষত্রগণে গগণ পথে অবিশ্রান্ত গমন শ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া যেন নিজ নিজ বাসে উপবিষ্ট হইতেছে, নিদ্রোত্থিত বিহঙ্গকুল দিবা আগমন দর্শনে প্রফুল্ল মনে স্বীয় স্বীয় কুলায় বসিয়া সুমধুর স্বরে জগত আচ্ছন্ন করিতেছে, উষাকালের তুষারে যেন পুষ্পকুল বেশ ভূষা করিতেছে। ময়ূর ময়ূরীগণে কেকা রবে বিষয়ীজনে বিষয় কর্ম্মে গমনে যেন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। চন্দ্রপ্রেমপ্রমোদিনী কুমুদিনী নাথের নত প্রভা দর্শনে ম্লান হইয়া ক্রমে মুদিত হইতেছে। পদ্মিনী গণ ব্যথিত মনে স্বীয় শত্রু সূর্য্যোদয়ের প্রাগ্ভাব ভাবিয়া দলে দলে নিজ দলে জীবনরূপ জীবনাবরণে প্রবৃত্ত হইতেছে। অলিকুল কমলিনীর ব্যাকুলা-

বস্থা দেখিয়া স্বকার্য্য সাধনে অর্থাৎ মধুপানের উদ্যোগ করিতেছে। চন্দ্র বিরহে শাল্মলী সেফালিকা কুসুম সকল কুণ্ঠিত মনে ধরা বিলুণ্ঠিত হইয়া পৃথ্বীর কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সাধন করিতেছে। দূর্ব্বাদলোপরি নিশির শিশির পতিত হইয়া ধরণী যেন মুক্তা মণ্ডিত হইতেছে, তন্মধ্যে সূর্য্য প্রতিবিম্ব পতনে কিবা আশ্চর্য্য মনোহর রূপ ধারণ করিতেছে। পাঠার্থী বালক বালিকা সকল মাতৃ প্রদত্ত ভূষণে ভূষিতাঙ্গে স্বীয় স্বীয় পাঠোপযুক্ত পুস্তকাদি কক্ষদেশে গ্রহণ করিয়া কিবা স্নেহময় ভাবে বিদ্যালয়ে যাত্রা করিতেছে। ভানুর্জ্যোতিতে সভাস্থ সমস্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ প্রভা হীন হইতেছে, আগন্তুক দীন দরিদ্রগণ নিজ নিজ আবাসে গমনোন্মুখ হইয়া তাতঃ মাতঃ ভ্রাতঃ শব্দে ধরা পরিপূর্ণ করিতেছে, নানা দিগ্দেশীয় রাজা গণের অশ্ব রথ গজ রক্ষক সকল স্বীয় স্বীয় প্রভুর ভবন গমনোদ্যম জানিয়া বাহনাদি সুসজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। রাজ্যস্থ কুলবধূগণ সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় কুলু কুলু ধ্বনি সহকারে অর্থ পরমার্থ সন্দর্শন হেতু রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছে।

মনঃ মহাশয় ব্যস্ত ভাবে নিমন্ত্রিত রাজগণকে যথা যোগ্য সম্মানে বিদায় করিতেছেন, তাঁহারাও আপন আপন পদাতিকে পরিপূর্ণ হইয়া স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন। এই রূপে ক্রমে সকলেই বিদায় হইলে রাজা সুস্থচিত্তে বিশ্রাম হেতু সভায় উপবিষ্ট হইয়াছেন, এমন সময় ধর্ম্ম তথায় উপস্থিত হইলে রাজা তদ্দর্শনে সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্যর্ঘ্য দ্বারা পূজা করিয়া সুবর্ণ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট করাইলেন এবং কহিলেন, সখে! আমার ন্যায় পুণ্যবান্ বোধ হয় জগতে আর কেহই নাই, নচেৎ স্বয়ং ধর্ম্ম আপনি আগমন করতঃ কেন শ্রীমুখে সখা বলিয়া সম্বোধন করিবেন। অতঃপর জানিলাম সংসারীর মধ্যে এ সংসারে আমিই ধন্য, কিন্তু মহাশয়! পূর্ব্বে শ্রুত ছিলাম যে, মনুষ্য বহু সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানে ধর্ম্মকে লাভ করিতে পারে, আমি সেই সমস্ত সৎকর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান না করিয়া অনায়াসে আপনকার দর্শনলাভ করিলাম, এ স্থানে মহাজন প্রণীত শাস্ত্রাদির বিপরীত ঘটনা দেখিয়া উক্ত শাস্ত্রাদি কেবল ভ্রান্তি মুলক জ্ঞান

হইতেছে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া সেই সন্দেহ দূর করিলে চিত্তোন্মত্ততা ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করি। ধর্ম্ম কহিলেন, মহারাজ! ত্রিকাল দর্শী শাস্ত্রকার মহাত্মাদিগের বাক্য ভ্রমজনক জ্ঞান করা কেবল অজ্ঞানতা জন্যই ঘটিয়া থাকে। মনুষ্য মাত্রেই কুলোজ্জ্বলকারী সৎপুত্র কন্যা অহরহঃ বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। তাহার এই মাত্র কারণ যে, যদি উক্ত পুত্র কন্যাদি ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া তাঁহার আরাধনায়নিয়ত রত থাকে, তবে অপ্রযত্নেতেই তজ্জনক জননী, সন্তানসৎক্রিয়াজনিতপুণ্যে পরমার্থ লাভ করিয়া পরলোকে চির সুখ সম্ভোগ করিবার সম্ভাবনা। সখে! যদি তোমার কুলপবিত্রকারিণী বদান্যতা তব কুলে জন্ম গ্রহণ না করিতেন, তবে যোগীজন হৃদয়ানন্দকারী পরমার্থ ধনে কখনই প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত মহাজনেরা কহিয়াছেন যে, বংশ মধ্যে একটী সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে জগৎ অন্ধকার নাশক চন্দ্র সম সহস্র দোষে দূষিত কুলও উজ্জ্বল করিয়া থাকে, অবএব সুসন্ততি মনুষ্যের ঐহিক পারত্রিক সুখপ্রদানে সমর্থ হইয়া অনায়াসে এই ভব যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারে।

মনঃমহাশয় একাগ্রচিত্তে ধর্ম্ম বাক্য শ্রবণ করি-তেছেন, এমতকালে অঙ্গ প্রদেশাধিপতি পরিশ্রম সভায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বহু দিবসাবধি রাজ্যের কোন সুসংবাদ প্রাপ্ত হই নাই, এই হেতু স্বদেশ গমনে বাসনা হইতেছে। পরিশ্রম বাক্যে ধর্ম্ম মহাশয়ও আপন গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মনঃ কহিলেন, মহোদয়গণ! পরিশ্রম ও ধর্ম্ম বিরহিত মনুষ্যের জীবনে ফল কি? এক-কালে যদি আপনকারা উভয়েই পরিত্যাগ করেন, তবে প্রাণেরও তৎসঙ্গে সঙ্গী হওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম কহিলেন, সখে! বৃক্ষের আশা ফললাভ পর্য্যন্ত, বিবেচনা করিয়া দেখুন, পরিশ্রমের সার অর্থ, আর ধর্ম্মের সার পরমার্থ, সেই উভয়কেই আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন আমারদিগের স্থানান্তর গমনেও আপনকার কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ নানা প্রবোধ বাক্য দ্বারা মনকে প্রবোধিয়া অর্থ, পরমার্থকে দেহনগরে রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম ও পরি-শ্রম বিদায় হইয়া স্বদেশ গমন করিলেন। এ দিগে অন্তঃপুর মধ্যে অর্থ, পরমার্থ, কৃপণতা ও বদান্যতা সহ অহরহঃ নূতন নূতন ভাবের ভাবিক হইয়া সদা-

নন্দে কালাতি বাহিত করিতেছেন। একদা যামিনী যোগে অট্টালিকোপরি পরমার্থ মহাশয় বদান্যতার হস্ত ধারণ পুরঃসর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ রজনীর শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন, যে কালে গন্ধবহ নানা সুগন্ধি পুষ্প সৌরভ সহ মন্দ মন্দ বহিতেছিল, এবং ঝিল্লী রবে দিগ্ বিদিগ্ পরিপূর্ণ করিতেছিল, নিশাচর পশু পক্ষী সকল সুমধুর ধ্বনিতে কর্ণকুহর সুস্নিগ্ধ করিতেছিল, নিশানাথ কমনীয় কিরণে কামিনী কুলের কমলান্তঃকরণ প্রফুল্ল করিতেছিলেন, গগণপটে বিপুলোজ্জ্বল নক্ষত্রগণ নানা রঙ্গে স্বকক্ষে গমন করিতেছিল, সেইরূপ অপরূপ নিশার শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বদান্যতা দুরন্ত কন্দর্প কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়া পরমার্থকে কহিলেন, হৃদয় বল্লভ! অকস্মাৎ স্বভাবের অভাব হইয়া মনোমধ্যে এ আবার কি ভাবের আবির্ভাব হইয়া উঠিল, দেখ দেখ, হৃদয় কম্পান্বিত আর কণ্ঠশোষ হইতেছে আহা! সেই ভূতভাবন ভবভয় ভঞ্জন ভগবান, রজনীর রমণীয় রূপকে রমণী জনের কেবল যাতনারই কারণ করিয়াছেন? সর্ব্ব সাধারণে সর্ব্বরীর সুখদায়িনীশোভা বলা অলীক মাত্র, বদান্যতা-

বচনে হাস্য বদনে পরমার্থ কহিলেন, প্রিয়ে! অনঙ্গের কি আশ্চর্য্য রঙ্গ, পরমার্থ সঙ্গ সত্তেও সুখের ভঙ্গ করিয়া তোমাকে দুঃখের তরঙ্গমধ্যে পাতিত করিয়াছে, এই বলিয়া নিজ প্রভাবে বদান্যতার কন্দর্পপ্রদত্ত মোহকে দূরীভূত করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে চন্দ্রাননে! দেখ দেখি এই আকাশস্থ চন্দ্রমা যিনি সুস্নিগ্ধ কর অমৃতবৎ রশ্মি দ্বারা জগৎ রসযুক্ত করিতেছেন, তিনি স্বয়ং প্রভাকর নহেন, দিবায় যে প্রভাকরের প্রচণ্ড প্রভাতে ভূমণ্ডল পরিশুষ্ক করিয়া জীবন গ্রহণ করতঃ জীবগণের জীবন নাশোদ্যত ছিল, চন্দ্র সেই প্রবল প্রতাপোত্তাপিত প্রভা প্রাপ্ত হইয়া প্রভূত প্রাণিগণের তাপিত প্রাণ পরিতৃপ্ত করিতেছেন। যদি স্থির চিত্তে মনুষ্য এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনতার বিষয় চিন্তা করিয়া সেই অচিন্তনীয় বিশ্বনিয়ন্তার অনির্ব্বচনীয় কার্য্যের প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক অবলোকন করে, তবে তজ্জনিত যে সুখানুভব হয়, সেই সুখের সহিত তুলনা করিতে পারা যায় ত্রিলোক মধ্যে এমন কোন পদার্থই দৃষ্টি হয়না। অতএব এই সমস্ত তত্ত্বানুসন্ধায়ী জনের মনে নিশির শোভা, কি দিবার

প্রভা, সকলই সুখের কারণ ভিন্ন কিছুই দুঃখ জনক নহে, জ্ঞানী সকল ঈশ্বর তত্ত্বাভাব ব্যতীত কোন সময় বা পদার্থকে দুঃখের কারণ বলিয়া জানেন না, তাঁহারা সমস্ত বস্তুকেই পরমেশ প্রদর্শন-কারী দর্পণ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। কি সূক্ষ্ম কি স্থূল যখন যাহা দৃষ্টি করেন, দর্শন মাত্রেই উক্ত দ্রব্যোপরি সেই মহিমার্ণব মহেশের মহান্ মহিমা ব্যতীত তৎশোভা বা তাহার গুণে বিমোহিত হন্ না। বদান্যতা কহিলেন, নাথ! যদি এ সংসারে তত্ত্বজ্ঞানাভাব ভিন্ন আর দুঃখের কারণ কিছুই নাই, তবে তত্ত্বজ্ঞানাভাবী ব্যক্তিদিগের একই দুঃখ, নচেৎ সমস্ত বিষয়েতেই সুখোপলব্ধি হইতে পারে। পরমার্থ কহিলেন তুমি সরল স্বভাবা, সেই হেতু মম বাক্য বিশিষ্টরূপে প্রণিধান করিতে সমর্থা হও নাই, স্থির চিত্তে বিবেচনা কর, যেমন চক্ষু বিহীন ব্যক্তির পক্ষে ত্রিলোকালোক তিমিরাবৃত হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানাভাবী জনের ত্রৈলোক্যের সুখ অন্তর্হিত হইয়া কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়া উঠে, এ জগতে তত্ত্বজ্ঞানই সার হইয়াছেন, ইহাতে আমার বক্তব্য এই, মত্তবারণরূপমনকে তত্ত্বজ্ঞান

রূপ অঙ্কুশ দর্শাইয়া ঈশ্বর পথের পান্থ কর, তাহা হইলেই কোথায় কন্দর্পদর্পজনিত দুঃখ কোথায় বা বিষবৎবিষয়যন্ত্রণা এ সমস্ত এককালে তোমা হইতে তিরোহিত হইয়া সেই আনন্দময়ের আনন্দ ধামের নিত্য আনন্দ লাভ করিতে শক্য হইবে, নচেৎ উপায়ান্তর নাই। এইরূপ কথোপকথনে সে রজনী অতি বাহিত হইলে পর দিন প্রভাতে মনঃ মহারাজ পাত্র মিত্র পরিবৃত হইয়া সভাসৎ-গণকে জিজ্ঞাসিলেন, হে বিজ্ঞবর বর্গ! মম গৃহে সংসারের সার যে অর্থ, পরমার্থ, সেই উভয়েই বিরাজমান, তথাপি মদীয়ান্তঃকরণস্থ দুঃখ কোন ক্রমেই দূর হইল না, ইহাতে বুঝিলাম, দুরদৃষ্ট খণ্ডিতে কেহই সমর্থ হন না। বিজ্ঞান কহিলেন, মহারাজ! পরমার্থ পরায়ণ ব্যক্তির কি কখন দুর-দৃষ্ট থাকে? দুরদৃষ্টজনিত কোন্ দুঃখে দুঃখী আছেন তচ্ছ্রবণে শরণাপন্নের নিতান্ত বাসনা হয়, রাজা কহিলেন, বিজ্ঞান! রাজগণের মনোদুঃখ তৎ সভাসদগণেই জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য, নচেৎ তাহাতে অমঙ্গল ঘটিতে পারে। এই জগতে এমত রাজা অদ্যাপিও জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যে স্বীয় মন্ত্রণায়

স্বীয় দুঃখ-সাগরপারে গমন করিতে পারেন, বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান হইয়াও যদি অমাত্য-বর্গের বিনা মন্ত্রণায় স্বকার্য্য সাধনেচ্ছা করেন, আর সেই কার্য্য যদি অনায়াসে সুসিদ্ধ হয়, তথাপি রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাকে প্রশংসাস্পদ করিয়া আখ্যা প্রদান করেন না, যাহা হউক ঈশ্বর আমাকে সসাগরা পৃথীবির অধিপতি করিয়া পুত্র ধনে বঞ্চিত করতঃ দুইটী কন্যা সন্তান প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের জন্মাবধি পরস্পর এরূপ বৈরক্তি যে, দুই সহোদরার এক স্থানে স্থিতি হইবার কোন মতেই সম্ভাবনা নাই। অধিক কি কহিব ? আমি জন্মদাতা হইয়া কৃপণতা ও বদান্যতাকে এককালে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিতে শক্ত হইলাম না, চিন্তা করিয়াছিলাম, কন্যাদ্বয়ের বিবাহান্তে জামাতা দ্বয় হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক শরীর শীতল করিব, অদৃষ্ট বশতঃ অর্থ, পরমার্থেরও তদনুরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবহারই দৃষ্ট হয়, বিচার করিয়া দেখ, মাদৃশ জনের পক্ষে ইহার পর দুঃখজনক বিষয় আর কি আছে ? সুতরাং দিন যামিনী সেই চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইতেছি, কোন ক্রমেই তাহার সদুপায়

দেখিতেছিনা। পরন্তু অপর আশ্চর্য্য যন্ত্রণার উদ্ভব হইতেছে শ্রবণ কর।

বদান্যতা সহ পরমার্থের মিলনাবধি, কৃপণতা ও অর্থের প্রতি আমার পূর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের অন্যথা হইতেছে,চিত্ত অহরহঃ বদান্যতা পরমার্থেতে রত থাকে, জনক জননী পক্ষে এ কার্য্য নিতান্ত গর্হিত বলিয়া পরিগণিত হয়, তন্নিমিত্তই বলিতেছি যে, দুরদৃষ্টজনিতদুঃখের কোন ক্রমেই নিরাকরণ হয় না। তখন বিজ্ঞান হাস্য করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! কৃপণতা, বদান্যতা, কি অর্থ, পরমার্থ দিগের এক স্থানে স্থায়িত্ব বিষয় নিতান্ত অমূলক, তজ্জন্য দুঃখ করিবেন না, অন্ধকার আলোক এক স্থানে অবস্থান করিতেছে, এ ত্রিলোকে এমন স্থান কোন লোকে দর্শন করিয়াছে, ইহা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, এ রূপ ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমানাতীত বিষয় নিমিত্ত অবিজ্ঞ জনেরাও খেদিত হন না, আর কৃপণতা ও অর্থের প্রতি স্নেহের ন্যুনতা হইয়া বদান্যতা পরমার্থে মতি বলবতি হইতেছে, ইহা দুরদৃষ্ট জনিত কি শুভাদৃষ্ট বশতঃ তাহা কিছু কাল মধ্যেই দেখিতে

পাইবেন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বিষয়ই অন্যান্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হইতে বিশেষ প্রত্যয়জনক। এক্ষণে এই বলিতে পারি যে, আপনি ইহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত হইবেন না, এ বিষয়ে বহু ইতিহাস আছে, কিন্তু সমস্ত বর্ণনে অধীন জনের অধীনতা কার্য্যের অন্যথা হয় এপ্রযুক্ত তাহাতে ক্ষান্ত থাকিলাম, যদি বাঞ্ছা কল্পতরু করুণানিদান ঈশ্বর কালেতে মনোভিলাষ পূর্ণ করেন, তখন বলিতেও সমর্থ হইব। এই রূপ নিত্য নিত্য আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রশ্নোত্তরক্রমে রাজা দিন যাপন করিতেছেন। এদিগে অন্তঃপুর মধ্যে এক দিবস মহারাণী কৃপণতা ও বদান্যতার কথায় সখী সঙ্গে পরমানন্দ করিতেছেন, অকস্মাৎ এক ধাত্রী ঈষৎ হাস্য পরবশা হইয়া কর যোড়ে কহিল, ওগো! দীন দুঃখ প্রণাশিনি পুণ্যবতি সতি! এতদিনে তব পুণ্যরূপবৃক্ষ ফলবান্ হইবার সম্ভাবনা হইল। আমারদের বদান্যতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিহ্নাদি ক্রমে বৈলক্ষণ্য হইতেছে, লজ্জাবতী সতত আলস্য-যুক্তা হইয়া দেবতারাধ্য দুগ্ধ ফেণ নিভশয্যা পরিত্যাগ করতঃ অধরা হইয়া ধরাতলে অঞ্চল শয্যা-

বলম্বন পুরঃসর অনুক্ষণ শয়ন করিয়া থাকেন, আহা! আহারের বিষয় বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, কারণ আপনি নিতান্ত ব্যাগ্র মনে, যে চন্দ্র বদনে ক্ষীর সর নবনীত প্রদানে ব্যথিত হইতেন, সেই বদান্যতা স্বকরে দগ্ধ মৃত্তিকা ভোজনে নিতান্ত রত হইয়াছেন, গৌরাঙ্গীর শরীরে নীল বর্ণ শিরা সকল প্রকাশিয়া কিমাশ্চর্য্য শোভা প্রদর্শিত হইতেছে, ক্ষীণ কটি ক্রমে স্থূল হইয়া উঠিতেছে। জননি! কোন্ মহাপুরুষ যে আমারদের বদান্যতা গর্ভে উদয় হইয়াছেন, তাহা কিছুই বলিতে পারি না, বোধ হয় তাঁহারই প্রভাবে রাজনন্দিনী বিশ্বমোহিনী রূপ ধারণ করিতেছেন। রাণী, ধাত্রী মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুই উত্তর করিলেন না, কিঞ্চিৎ কাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ধাত্রী মনে মনে চিন্তা করিল, এ কি! আমি মহারাণীকে যে শুভ বার্ত্তা শ্রবণ করাইলাম, ইহাতে আনন্দিত হইয়া আমাকে বহু ধন পুরস্কার করিবেন এই জ্ঞান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তদ্বিপরীত ব্যবহার দর্শনে বোধ হইতেছে, দুর্ভাগ্যজনে স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেও সুখী হইবেক না। আহা! দরিদ্রতাই

আমাদের পরম বন্ধু হইয়াছেন, রত্নাকরবাসিনী হইলেও তিনি আমারদিগের স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইবেন না। ধাত্রী এই রূপ চিন্তা করিতেছে, এদিগে মহারাণী চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, ধাত্রি! তুমি আমাকে যে শুভ সংবাদ প্রদান করিলে তাহার পুরস্কারার্থে আমি ত্রৈলোক্য অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তদনুরূপ দ্রব্য কোন স্থানেই প্রাপ্ত হইলাম না, অতএব মম রাজ্য স্থিত যে কোন বস্তুতে তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা প্রার্থনা কর। ধাত্রী কহিল, মাতঃ! তব কৃপায় দাসীর কিছুরই অভাব নাই, যদি দাসীকে পুরস্কার দেওয়ার বাসনা হয়, তবে তোমার বদান্যতা গর্ভে যে মহাপুরুষ আবির্ভাব হইয়াছেন, যখন তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া অমৃতময় স্বরে "তাতঃ, মাতঃ" প্রভৃতি বলিতে শিক্ষা করিবেন, তৎকালে আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিবেন যে, তিনি শ্রীমুখে দাসীকে মাতৃ সম্বোধনে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করেন। রাণী কহিলেন ধাত্রি! আমার বদান্যতার পুত্র সন্তান হইবে, তুমি কি রূপে জ্ঞাত হইলে? ধাত্রী কহিল, রাজ্ঞি! আমরা বালক কালাবধি এই বিষয়ের লক্ষণা

লক্ষণ দর্শন করিয়া আসিতেছি, তন্নিমিত্তই শরীরস্থ লক্ষণাদি দর্শন করিবা মাত্র পুত্র কিম্বা কন্যা জন্মিবে ইহার উপলব্ধি করিতে পারি। মতি কহিলেন, যদি তব বাক্য সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ বদান্যতার পুত্র জন্মে, তবে আমি কৃতপ্রতিজ্ঞ হইতেছি, তাহার লালন পালনে তোমাকেই নিযুক্ত করিব। আর তোমার যাবজ্জীবন তিনি যাহাতে মাতার ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করেন, এমত করিয়া দিব। এই বলিয়া সানন্দ হৃদয়ে দাসীর হস্ত ধারণ করিয়া আস্তে ব্যস্তে বদান্যতা-গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তৎশর্য্যা নিরীক্ষণ করিতেছেন এদিগে ধরা শায়িনী ম্লানবদনী বদান্যতা জনীনআগমন সন্দর্শনে সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিবেন, এমত কালে রাণীর দৃষ্টি গোচর হইবায় দ্রুত গমনে বদান্যতার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, বৎসে! এ অবস্থায় গুরু জনের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে দণ্ডায়মান্ না হইলেও তৎসম্মানের ক্রুটি হয় না, এই বলিতে বলিতে রাণীর নয়ন যুগল আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, (হা, ঈশ্বর ! তোমার কি আশ্চর্য্য কার্য্য ? যে বদান্যতা পুষ্প শর্য্যাকেও কঠিন

প্রস্তর তুল্য জ্ঞান করিয়াছেন, তব কার্য্য কৌশলে অদ্য সেই সুবদনী ধূল্যবলুণ্ঠিতকলেবরে পরম সুখ লাভ করিতেছেন।) পরে বদান্যতার পৃষ্ঠ দেশে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, বদান্যতে! এ অবস্থা প্রাপ্তা স্ত্রীলোকদিগের সদত সাবধান থাকিতে হয়, এবং যাহাতে মনোমধ্যে অনুক্ষণ আনন্দোদ্ভব হয়, তাহার উপায় চেষ্টাই সর্ব্বতো ভাবে বিধেয়, যে হেতু প্রসূতির অন্তঃকরণ যত প্রফুল্ল থাকিবে, ততই সন্তান পক্ষে মঙ্গলদায়ক, অতএব দিবা নিশি কেলি কুতূহলে কাল হরণ করিবে, আর যে কোন দ্রব্যাহারে শ্রদ্ধা জন্মে, তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজন করিতে অন্যথা করিবে না, অঙ্গ সঞ্চালনাদিতে সদত সচেতন থাকিবে, নিশা কালে একাকিনী কোন স্থানে গমনেচ্ছু হইবে না, এবং শরীর মধ্যে যখন যে ভাবের উদয় হইবে, সেইকালেই তাহা প্রকাশ করিবে, কোনক্রমেই তাহা লজ্জারবিষয় বলিয়া জ্ঞান করিবে না। রাণী এইরূপে যত উপদেশ বাক্য কহিতেছেন, বদান্যতা, লজ্জাভয়ে ততই নতবদনা হইতেছেন। কমলাঙ্গীর অঙ্গ যেন ভগ্ন রম্ভাতরুর ন্যায় ভূমিসাৎ

হইতে লাগিল, লজ্জায় ক্ষিতি প্রতি কোপদৃষ্টে তন্মধ্যে প্রবেশেচ্ছায় পদ নখরে তাহা বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন, আহা! লজ্জাবতী স্ত্রীগণের লজ্জিতাবস্থা কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, যদ্দর্শনে পাষাণ তুল্য কঠিনহৃদয় ব্যক্তির মনেও দয়ার সঞ্চার হয়, কিন্তু কাল সহকারে অধুনা যোষিৎগণের সে লজ্জা লজ্জা পাইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহাহউক রাণী বদান্যতার ভাব দর্শনে বিশেষ রূপ কিছুই জিজ্ঞাসিতে সমর্থা হইলেন না, তন্নিকটস্থা সখীগণে বিবিধ বিষয় উপদেশ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে রজনীর আগমনে রাজা সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশিয়া মহারাণীর গৃহদ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাণী বদান্যতার ভাবনায় বিমোহিত ছিলেন, এ জন্য কোন উত্তর প্রদান করিলেন না।

অনন্তর রাজা গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! অদ্য বধিরার ন্যায় ব্যবহার করিতেছ, ইহার কারণ কি? রাণী কহিলেন, নরেশ! আপনি কি দাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন? আপনকার স্বর আমার শ্রবণ পথারূঢ় হয় নাই, হে নাথ! যদিও তদ্বিষয়ে

দাসী দোষী হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন, কারণ স্ত্রীলোক সন্তানজননী হইলে তাহারদের চিত্ত স্বস্থানে বাস না করিয়া অনুক্ষণ তৎপুত্র কন্যা নিকট কেবল প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, অদ্য আমার অন্তঃকরণ বদান্যতা নিকট বাস করিতেছে, আমি জীবন শূন্যা দেহে এ স্থানে রহিয়াছি। রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! আমার প্রাণাধিকা বদান্যতা কুশলী ত? সত্বর তৎশুভ বার্ত্তা প্রদানে জীবন রক্ষা কর, নচেৎ প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে, রাণী কহিলেন, নাথ! উদ্বিগ্ন হইবেন না, এক্ষণে বদান্যতা সংবাদ প্রদানে বিশিষ্ট পুরস্কারের প্রয়োজন। নৃপতি রাণীর ঈষৎ হাস্য সহ পুরস্কারের প্রার্থনায় তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া কহিলেন, চারুনেত্রে! তোমাকে অদেয় এমন গোপনীয় ধন আমার কি আছে? যে তুমি যাচ্ঞা করিতেছ, তবে অনুগ্রহ করিয়া শুভবার্ত্তা প্রদান করিলে সে তোমার দয়ালুতার প্রভাব প্রকাশ করা হয়। রাণী কহিলেন, হৃদয়েশ! তোমার ন্যায় স্বামীর সহধর্ম্মিণী জনের কি অভাব আছে? যে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন?

তবে দাসার প্রার্থনীয় পুরস্কার এই যে অদ্যাবধি দিনান্তে দুইবার দর্শনামৃত পানে তৃপ্তি লাভ করি। রাজা কহিলেন তথাস্তু, রাণী সানন্দ চিত্তে সহাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন, স্বামিন্! এত দিনে সেই দীনবন্ধু আমারদিগকে নিতান্ত দীন ভাবিয়া শুভদিন প্রদান করিয়াছেন, আমার বদান্যতার গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছে। এই বাক্য শ্রবণে রাজা আনন্দ সাগরোত্থিত তরঙ্গে পতিত হইয়া তদাঘাতে নিতান্ত ক্লিষ্ট কলেবরে কি বলিবেন।—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, দুই চক্ষে শ্রাবণ ধারার ন্যায় আনন্দাশ্রু ধারায় ধরা পরিপূর্ণ করিলেন, কিছু কাল সংজ্ঞা শূন্য জড়বৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া এই মাত্র বলিলেন, রাজ্ঞি! যদি পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, যেন তোমা সমা প্রিয়তমা শ্রবণসুখদায়িনী সুমধুরভাষিণীভার্য্যা ঈশ্বর কর্ত্তৃক বারম্বার প্রদত্ত হই। হা, সংসার ধর্ম্ম! তোমাকে নমস্কার করি, তবাশ্রিত জনকে যে তুমি কি অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী করিতে সক্ষম, তাহা কেহই বলিতে সমর্থ হয় না। এই বলিয়া সংসার ধর্ম্মকে বারম্বার ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর স্বীয় মন্ত্রী যুক্তিবরে আহ্বান করিয়া এই সমস্ত জ্ঞাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মন্ত্রিবর! মহাজন কর্ত্তৃক শ্রুত আছি, গর্ভস্থ সন্তানের সৌভাগ্যের কারণ দৈব অনুষ্ঠানই সার সংকল্প, তুমি অদ্যাবধি সেই সৌভাগ্য দাতা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হেতু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দীন দুঃখী জনে একপ ধন প্রদান কর, যেন তাহারা চির-কাল সুখী থাকিয়া বদান্যতা পুত্রে নিয়ত আশীর্ব্বাদ করে, আর রাজ্য মধ্যে ব্যাধিযুক্ত জনের রোগ নিবারণ জন্য স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপনা কর, এবং কি স্বদেশে, কি বিদেশে সর্ব্বত্রেই ডিণ্ডিম দ্বারা ঘোষণা প্রদান কর যে, দরিদ্রজন গৃহে নব প্রসূতা যোষিৎগণের শুশ্রূষা হেতু যে অর্থের প্রয়োজন, অদ্যাবধি রাজকোষ হইতেই তাহা প্রদত্ত হইবে, এবং মহারণ্য কি গিরিগহ্বরবাসি অপ্রয়াসি প্রায়োপবাসি সন্ন্যাসি গণের সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত বিবিধ উপাদেয় আহারীয় দ্রব্য দ্বারা অবিলম্বে দূত-গণে প্রেরণ কর, যে স্থানে জলাশয় নাই, সে স্থানে সরসী সকল প্রস্তুত করিয়া তজ্জনপদবাসিদিগের জীবন দুঃখ মোচন কর, কারাবদ্ধ জনগণের চৌর্য্য-

বৃত্তি প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করিতে না হয়, এমন অর্থ প্রদান করিয়া শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দেও, আর ভৃত্যগণে বিশেষ উপদেশ কর, যেন তাহারা দরিদ্রজনে দান করণে কোনক্রমেই ক্রোধান্তঃকরণে কিম্বা বিষাদ বচনে রুষ্ট না করে। এইরূপে রজনী অতিবাহিত হইলে প্রভাতে মন্ত্রীবর রাজাজ্ঞা অনুসারে সেই সমস্ত কার্য্যে লোক নিযুক্ত করিতেছেন। তচ্ছ্রবণে ঈর্ষা পরবশা কৃপণতা বদান্যতার আধিক্যতা এবং তৎসম্বন্ধে অর্থের খর্ব্বতা সন্দর্শনে নিতান্ত জীর্ণা হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। আহা! বদান্যতার কি আশ্চর্য্য মায়া মোহ, রাজা ও রাণী তন্মায়ায় মোহিত হইয়া কৃপাণতার লোকান্তর গমনজন্য কিঞ্চিন্মাত্রও শোকার্ত্ত হইলেন না। দিন দিন বদান্যতা ভাবেরই বৃদ্ধি হইয়া অহরহঃ দীন দৈন্যোদানেই মনের নিতান্ত মন হইয়া উঠিল। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, একদা পূর্ণ গর্ভা বদান্যতা গর্ভভারে ভারাক্রান্তা হইয়া পরমার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন, হৃদয়েশ! দিন দিন শরীর নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছে, বোধ হয় পদসঞ্চালনেও বহু পরিশ্রম হয়, কখন মনে মনে এইরূপ

জ্ঞান হয় যে, স্ত্রীলোক দিগের এ অবস্থায় মৃত্যুই প্রার্থনীয়, কেননা অহরহঃ সম ক্লেশ কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারা যায়না, আবার কখন মনে উদয় হয় যে, ! গর্ভস্থ সন্তানে দর্শন করিয়া কত দিনে নয়নযুগল সফল করিব, ইতিপুর্ব্বে আপনি শ্রীমুখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন সকল বিষয়েরই উত্তমাধম আছে, নিবেদন করি; গুর্ব্বিণী জনের মনোমধ্যে যে এরূপ সুখ দুঃখের উদয় হয় তাহার মধ্যে কোনটী সার আর অসারই বা কি ? দাসীর প্রতি কৃপা করিয়া প্রকাশ করিলে তচ্ছ্রবণে নিতান্ত বাসনা হয়, পরমার্থ কহিলেন, সতি ! সামান্যা স্ত্রীগণের গর্ভ যন্ত্রণা জন্য যে দুঃখ আর ভাবী সম্ভবনীয় পুত্র-স্নেহহেতু যে সুখ পণ্ডিতেরা এই উভয়কেই কেবল দুঃখেরই কারণ বলিয়াছেন, যে হেতু তাহারা এই চিন্তায় সুখী হয় যে আমার পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া সামান্য অর্থ উপার্জ্জনে আমাকে চিরসুখী করিবে, হে সদাশয়ে ! এই অনিত্য দেহের ভরণ পোষণাভিলাষ কেবল দুঃখেরই মূল, তবে যাহারা এমত চিন্তা করে যে, আমার উদরস্থ বালক জন্মিয়া যদি ঈশ্বর পরায়ণ হয়, তবে

তৎক্রিয়া ফলে আমারও সুকৃতি জন্মিবার সম্ভাবনা, এইরূপ স্নেহজনিত যে সুখ তাহাই সার বলিয়া পরি-গণিত হইয়াছে। অতএব তুমি অন্তঃকরণ মধ্যে ইহাই দৃঢ়রূপে স্থির কর যে, জীবগণ যে কোন কারণে সেই বাঙ্মনোগোচর অনাদি কারণের প্রতি প্রীতিলালসায় যে কর্ম্ম প্রার্থনা করে এ জগতে সেই যথার্থ সুখী। তদ্ভিন্ন সকলই দুঃখের কারণ, প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা হইতে যদি সুখী হইতে ইচ্ছা কর, তবে অহরহঃ সেই অচিন্ত্য চিন্তামণির শরণাপন্না হও, তাহা হইলেই ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান ত্রিকালেই সুখে অতিবাহিত করিতে পারিবে। পরমার্থ মহাশয় বদান্যতাকে এইরূপে ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মাইতেছেন, অকস্মাৎ প্রসব বেদনার সঞ্চার হইবায় বদান্যতা মূর্চ্ছাপন্না হইলেন; তখন নিকটস্থা সখীগণে এই ব্যাপার সন্দর্শনে কহিল, মহাশয়! এক্ষণে স্থানা-ন্তর গমন করিলে ভাল হয়। পরমার্থ, ধাত্রীদিগের বচনে স্থানান্তর গমন করিলে, একা ধাত্রী ঊর্দ্ধ-শ্বাসে মহারাণী নিকট তদ্বার্ত্তা জানাইল। রাণী শ্রবণ মাত্রে অঞ্চলচ্যুতা এলাইত কেশে আস্তে

ব্যস্তে বদান্যতা গৃহে গমন পূর্ব্বক বদান্যতাকে ধারণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। ধাত্রীগণ চতুর্ভিতে নানানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইল। এদিগে দিগ্ সকলের অমঙ্গল দূরীকৃত হইতেছে।—যোগীগণের মনঃ সুপ্রসন্ন হইতেছে।—নিরানন্দ, জগত হইতে অন্তর্দ্ধান করিতেছে, এমন শুভক্ষণে শুভলগ্নে বিবেক মহাশয় জন্মগ্রহণ করিলেন। যাঁহার রূপে ত্রিলোক আলোকময়ী হইয়া উঠিল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লক্ষণাদি দর্শন করিলে দেবাংশ বলিয়াই জ্ঞান হয়! আজানুলম্বিত বাহুযুগল, বিশাল বক্ষস্থল গজস্কন্ধ, সুদীর্ঘনাশা নির্ম্মলশুভ্রবর্ণ, যদ্দর্শনে রাণীর বিষয়-বাসনা অন্তর হইতে এক কালে অন্তর হইয়া গেল। জগত, নশ্বর, আর পুত্র কন্যাদি কেহই কাহার নয়, ইহাই প্রতীত হইতে লাগিল, যে চক্ষে রাজ্যাদি ঐশ্বর্য্য দৃষ্টি হইতেছিল, এক্ষণে তাহার কিছুই দর্শন হয় না, কেবল এক মাত্র ঈশ্বর সত্তা উপলব্ধি হইল, কি উর্দ্ধ কি অধঃ বা চতুঃপার্শ্ব যে দিগে নিরীক্ষণ করেন, সেই দিগেই ঈশ্বরের ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য ভিন্ন কিছুই দেখিতে পান না।—শরীর হইতে মায়া-দেবী অন্তর্হিতা

হইলেন।—অহংজ্ঞান তিরোহিত হইল।—কে দাস কে দাসী কে যোগী কে বিলাসী এ সমস্ত কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ধাত্রীগণ সন্তানরূপ দর্শনে রাণীর বিহ্বলাবস্থা দেখিয়া দ্রুত গমনে রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, মহারাজ! সত্বর অন্তঃপুরে আগমন করুন। রাজনন্দিনীবদান্যতাগর্ভ হইতে কোন্ মহা পুরুষ ভূমিষ্ঠ হইলেন, যাঁহাকে দেখিয়া মহারাণী প্রভৃতি সকলেই সংজ্ঞা শূন্য হইয়া দশম দশাগ্রস্থ হইয়া রহিয়াছেন, তিনি দেবতা কি গন্ধর্ব্ব যক্ষ বা কিন্নর আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। রাজা সিংহাসনোপরি পাত্র মিত্র সহ বদান্যতা ভাবেই কাল যাপন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ ধাত্রী মুখে এই অমৃতময় বাক্য শ্রবণে আনন্দে অন্ধীভূত হইয়া কিছুই দেখিতে পান না, সচকিতে হঠাৎ গাত্রোত্থান করিলে বিজ্ঞান, মনের মূর্ত্তি দেখিয়া চিন্তা করিলেন, বিবেক মহাশয় আবির্ভূত হইয়াছেন বোধ হইতেছে, নচেৎ রাজার এরূপ ভাবের উদয় হইবে কেন? এই বলিয়া, মনের হস্ত ধারণ করিলেন কারণ, রাজা বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন, পাছে

ধরায় পতিত হন, সুতরাং তাঁহার চৈতন্য হেতু নানা উপদেশ বাক্য কহিতে লাগিলেন, ক্ষণকাল পরে রাজা চৈতন্য লাভ করিয়া বিজ্ঞানকে কহিলেন, অমাত্য ! অদ্য মম গৃহে কোন্ মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার প্রভাবে অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের উদয় হইতেছে, জানি না এ মঙ্গল কি অমঙ্গলের কারণ। পুত্র কন্যা হইলে মায়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, অদ্য আমার তদ্বিপরীত ভাবের আবির্ভাব হইতেছে,অধিক কি কহিব ? তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণে আত্ম স্নেহকেও অলীক জ্ঞান করিতেছি। বিজ্ঞান কহিলেন, মহারাজ ! আপনার অন্তঃকরণে যে ভাবের উদয় হইতেছে, জীবের পক্ষে সে ভয়াবহ নহে, বরং সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়,বাঞ্ছাকরি উক্তশিশু সন্দর্শনে যখন নরেশ্বরের শুভ গমন হইবে, তৎকালে সমভি-ব্যাহারে থাকিয়া সেই অমূল্য অতুল্য ধনে দর্শন করিয়া জীবন সফল করি। রাজা কহিলেন, বিজ্ঞান ! তোমার সঙ্গ ব্যতীত আমার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে শঙ্কা জন্মিতেছে, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, যুক্তিবরে আহ্বান করিয়া মম সঙ্গে আগমন কর।

অনন্তর সকলেই একত্রিত হইয়া অন্তঃপুর প্রবেশান্তর সূতিকাগার দ্বারে উপস্থিত হইয়া ধাত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন, ধাত্রি! প্রাণাধিকা বদান্যতার প্রাণাধিক কুমারে রাজায় শীঘ্র সন্দর্শন করাও, তাহা হইলেই বহু পুরস্কার লাভ করিতে পারিবে, ধাত্রী সকরুণ বচনে কহিল, মন্ত্রী মহাশয়! মাদৃশ জনের প্রার্থনীয় ধন লাভের অদ্যই প্রকৃত সময়, দাসীর বাসনা, অগ্রে পুরস্কার জন্য মহারাজ প্রতিশ্রুত হউন, পশ্চাৎ পরমার্থ নন্দনে দর্শন করিয়া পরম পবিত্রতা লাভ করিবেন, কারণ আমার বাঞ্ছনীয় ধন দানে যেন কঠিন হৃদয় না হন। মন্ত্রী কহিলেন, ধাত্রি! তোমার প্রার্থনীয় এমন কোন্ পদার্থ আছে যে, পৃথ্বীপতি মনঃ মহারাজ তাহা প্রদানে কুণ্ঠিত হইবেন যে, সেই জন্য প্রতিশ্রুত হইতে হইবেক। যে ধন ইচ্ছাকর প্রকাশ করিলে তাহা মহারাজ কর্ত্তৃক এখনই প্রদত্ত হইবে, ধাত্রী! কর যোড়ে মনঃ সন্নিধানে নিবেদন করিল, মহারাজ! আমরা চিরকাল এই ব্যবসায়ী, বহু সন্তান দর্শন করিয়াছি, কিন্তু বদান্যতানন্দনসম শিশু কুত্রাপি নিরীক্ষণ করি নাই, দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, ইনি

সামান্য ধন নহেন। যাহাহউক মহারাজ আমাকে যদি পুরস্কার দিতে বাঞ্ছা হয়, তবে আমি আর অন্য ধন গ্রহণ করিব না, কারণ, রাজপ্রসাদে আমার কিছুরই অভাব নাই। রাজা কহিলেন, তোমার কোন্ ধনে বাসনা হয় তাহা প্রকাশ কর। ধাত্রী কহিল, অনাথ নাথ! প্রতিশ্রুত না হইলে আমি কোনমতেই বলিতে সমর্থা নহি। রাজার বিবেক মহাশয় জন্মগ্রহণ করায় তৎপ্রভাবে অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় মনোমধ্যে বিষয় বাসনা তুচ্ছজ্ঞান হইয়াছে, সুতরাং ধাত্রী বচনে প্রতিশ্রুত হইলেন, তখন ধাত্রী কহিল, মহারাজ! জন্মাবধি কত দুষ্কর্ম্ম ও অসৎ ব্যবহারে জীবন যাপন করিতেছি, তাহার সংখ্যা হয় না, আর তজ্জনিত পুঞ্জ২ পাপে শরীর পরিপূর্ণ হইয়াছে, এমন কিছুই উপায় দেখি না যে, তদ্দ্বারা কৃত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিব, সেই হেতু প্রার্থনা বদান্যতানন্দন যখন তোমার সভায় বসিয়া শত শত দোষে দূষিত ব্যক্তিগণকে করুণা বিতরণে নিত্য সুখে সুখী করিবেন, আপনি তাঁহাকে এই মাত্র বলিয়া দিবেন যে, পরমার্থ কুমার! তোমার ধাত্রী-জননী যাহাতে পরলোকে

পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহার উপায় করিয়া দিও, কেননা মহারাজ! যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সাধারণ ব্যক্তি না হইবেন, যখন জীবগণ তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইতেছে, আর পামরজনের মনেও সেই বিপুল জ্যোতিঃ আনন্দময়ের জ্ঞানানন্দ জ্ঞান জন্মাইতেছে, তখন আমি তাঁহার ধাত্রী-মাতা হইয়া আর সামান্য ধনাকাঙ্ক্ষা করিয়া কি করিব? রাজা কহিলেন, ধাত্রি! তুমি এই সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত আমাকে প্রতিশ্রুত করাইলে, অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই, এক্ষণে শীঘ্র বালককে দেখাইয়া জীবনে জীবন সিঞ্চন কর। তখন ধাত্রী বিবেক মহাশয়কে সন্দর্শন করাইতেছেন, রাজা বালকের রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণে বিহ্বল হইয়া কেবল একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।—কিছুই বলিতে পারিলেন না। মহারাজের সেই অবস্থা দেখিয়া বিজ্ঞান কহিলেন, মহারাজ! বদান্যতা-পুত্রমুখাবালোকনে চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।—কিছুই বলিতেছেন না, আপনি কি জ্ঞান শূন্য হইলেন? এই বলিয়া রাজাঙ্গে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক কহিতে

লাগিলেন, রাজন! এতদিনে যে তবাশ্রয়ে বাস করিয়াছিলাম, তাহার ফল প্রাপ্ত হইলাম, রাজা কহিলেন, অমাত্য! আমার ন্যায় হতভাগ্য জগতে আর নাই, দেখ, পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি দর্শনে সকলেই অতুল আনন্দ-সাগরে ভাসমান্ হইয়া থাকেন, ইহা স্বতসিদ্ধ। অদ্য বদান্যতাপুত্রে সন্দর্শন করিয়া দুর্ভাগ্য বশাৎ অন্তঃকরণ মায়া শূন্য হইতেছে, হে বিজ্ঞবর! আমি এরূপ কি পাপ করিয়াছি যে, তাহাতেই এবম্বিধ অবক্তব্য বেদনা প্রাপ্ত হইতেছি, আহা! জীবগণ যে পুত্র পরিবার লইয়া পারত্রিক সুখ বিস্মৃত হইয়া কেবল তাহারদিগের ভরণ পোষণ সুখেই মুগ্ধ হইয়া থাকে, আমি সেই পরম রত্ন লাভ করিয়াও তদ্বিপরীত ভাবের উদয় দেখিতেছি, কারণ এক্ষণে ঐহিক সুখকে কেবল দুঃখেরই কারণ বোধ হইতেছে, আর সেই সুখে বিলীন রহিয়াছিলাম বলিয়া অন্তঃকরণে নিতান্ত ভয় জন্মিতেছে। বিজ্ঞান কহিলেন, মহারাজ! এ ভয় আপনার অভয়ের মূল হইবেক, ধরাতলে আপনার ন্যায় ভাগ্যধর আর কে আছে? অল্পকাল মধ্যেই জানিতে পারিবেন, এক্ষণে পরমার্থ পুত্রের একটী নাম রক্ষা

করিতে আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইতেছে, আদেশ হইলে তৎকর্ম্ম সাধনে সমর্থ হইতে পারি। রাজা আনন্দাশ্রুলোচনে বিজ্ঞান প্রতি ঈক্ষণ করিয়া কহিলেন, সখে! তুমি সামান্য ব্যক্তি নহ, বহু পুণ্য ব্যতীত তোমার সমাগম হয় না, বিশেষতঃ ধনীপক্ষে প্রায়ই তোমার অভাব ঘটিয়া থাকে, এই জগতে অনেকানেক ইন্দ্র তুল্য ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, কোন্ স্থানে কাহার নিকট আপনি গমন করিয়া থাকেন? শুনিয়াছি পূর্ব্বে জনকরাজায় দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিত্য সুখ প্রদান করিয়াছিলেন। আর জানি না আমার জন্মান্তরীয় কি আমার বদ্যন্যতার পুণ্যবলে অনুগ্রহ করিয়া অহরহঃ মমগৃহে বাস করিতেছেন, অতএব আপনি শ্রীমুখে বদান্যতানন্দনের নাম রক্ষা করিবেন,ইহার পর সৌভাগ্য আমার আর কি আছে? শীঘ্র নাম শ্রবণ করাইয়া শ্রবণ স্নিগ্ধ করুন,বিজ্ঞান কহিলেন, মহারাজ! এ বালকের নাম আর নূতন হয় না, তবে পাছে আপনি সেই নামের অন্যথা করেন, এই ভয় প্রযুক্তই রাজ সমীপে অসৌজন্যতা প্রকাশ করিয়াছি, যাহাহউক এই ক্ষণ-

জন্মা শিশু বিজ্ঞান বিলাসি ঈশ্বরাভিলাষি সন্ন্যাসী গণের বিবেচ্য ধন এই হেতু ইহার নাম " বিবেক " পদবাচ্য হইল, নাম শ্রবণে রাজা কহিলেন, সখে! পূর্ব্বে অযোধ্যাপতি দশরথ রাজা যাঁহার যশ অদ্যাপিও ধরা ধারণাক্ষম প্রযুক্ত স্বর্গরাজ্যে দেবগণে অহরহঃ সঙ্কীর্ত্তনে তৎপর আছেন,তাঁহার প্রধান পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে মহাতপা বশিষ্ঠ মহাশয় উক্ত পুত্রের নাম রক্ষা করিয়া যে রূপ রাজাকে আনন্দিত করিয়াছিলেন, অদ্য আপনিও এই হতভাগ্যকে তদনুরূপ সুখ প্রদান করিলেন, ইহার প্রতিশোধার্থে আমি প্রাণ অবধি পণ রক্ষা করিতেছি, ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন, বিজ্ঞান কহিলেন, মহারাজ! যদি অধীনে পুরস্কার প্রদানে ইচ্ছা হয়, তবে যে কালে আপনি বিবেক আশ্রয়বলে এই অপার ভব-সাগর অবহেলায় পার হইয়া যাইবেন, সেইকালে আপনার বিবেককে ইহাই কহিয়া দিবেন,যেন বিজ্ঞাশ্রয়ী জন মাত্রকেই আপনার পথের পান্থ করিতে বিলম্ব না করেন, তাহা হইলেই মাদৃশ জন পক্ষে বিস্তর পুরস্কার করা হইবে, এইরূপ কথোপকথনানন্তর রাজা বিজ্ঞান ও যুক্তিবর সহ সভায় আগমন করি-

লেন, এবং সেই দিবসাবধি সত্বগুণাবলম্বন পুরঃসর রাজ-কার্য্য করিতে লাগিলেন, এ দিগে বদান্যতা ক্রোড়ে বিবেক মহাশয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছেন দেখিয়া সকলেই আনন্দচেতা হইতে লাগিলেন।

অনন্তর বিবেকের বাল্যবস্থার কার্য্যাদি দেখিয়া রাজা রাণী উভয়েরই বিষয় বাসনা অন্তর হইতে অন্তর হইতে লাগিল।—বিবেক ভিন্ন আর কিছুই ভাল লাগেনা।—রাজ্য-সুখ ক্রমে কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল।—সদত বন গমনেচ্ছা প্রবল হইয়া রাজ-কার্য্যকে অকার্য্য জ্ঞান হইল।—ভীষণ ভয়ানক মৃত্যু যেন অহরহঃ নয়নপথে উপস্থিত রহিয়াছে, যখন যে দিগে দৃষ্টি করেন, সেই দিগেই বিকটদংষ্ট্রা মহাকাল সন্দর্শিত হয়, সর্ব্বক্ষণ অন্তঃকরণ অটন হেতু উচাটন হইতে লাগিল, বৈরাগ্যের প্রতিই অনুক্ষণ অনুরাগ। পক্ষান্তরেও রাজা রাজসিংহাসনের শোভা প্রদান করেন না, অমাত্যের উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া আপনি নির্জ্জনে নিরঞ্জনের সাধনানুষ্ঠানে কালযাপন করেন।

একদা রাজা বিবেকের হস্তধারণ করিয়া প্রাসাদোপরি ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক

কহিতেছেন, পরমার্থকুমার ! ঐ দৃষ্টি কর, ভাণ্ডার সকল বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এবং অশ্ব,রথ,গজ, প্রভৃতি বহু বাহনাদি কেবল আমারই নিমিত্ত প্রতিপালন হইতেছে, আর রাজ্যের নানাস্থানে অতি মনোহর ধবলবর্ণ হর্ম্ম্যাদি যাহা দৃষ্টি হইতেছে, সে সমস্ত আলয় আমারই সুখের কারণ প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা ভিন্ন কত শত বাহনাদি তোমার নিমিত্ত নূতনাগমন করিতেছে, মনো-বাক্য শ্রবণে বিবেক বিবেচনা করিলেন যে,আমি বিবেক স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়া অনুক্ষণ মহারাজ নিকট বর্ত্তমান আছি, তথাপি মনের মনোগৌরব দূর হইল না, ধিক্ আমাকে, এখনও রাজার ধন-মদের মত্ততা আছে, যাহাতে এ ভাবের অভাব হয় তাহার উপায় বিধেয়, এইরূপ চিন্তা করিয়া বালক-স্বভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্দ্ধস্ফুট বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! কল্য পিতার নিকট একটী নূতন গান শিক্ষা করিয়াছি, ইচ্ছা হয় ত শ্রবণ করুন্, রাজা হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, বৎস ! কি গান শিক্ষা করিয়াছ গাও দেখি, বিবেক কহিলেন, মহাশয় ! আমাকে কি পুরস্কার দিবেন,

রাজা কহিলেন, বিবেক ! তুমি যে কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেইকালেই আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তোমায় প্রদান করিয়াছি,এক্ষণে কেবল মনের মনঃ মাত্র অবশিষ্ট উক্ত মনকেই পুরস্কার করিব। তখন বিবেক মহাশয় মনে মনে কহিতে লাগিলেন, (মহারাজ ! বিবেক কি আপনার ঐশ্বর্য্যের প্রয়াস করেন ? ঐশ্বর্য্য দূরে থাকুক, তদ্বাসনা দূর করিবার নিমিত্ত আমার সৃষ্টি হইয়াছে, তোমার মনকেই আমার বিশেষ প্রয়োজন, কারণ বিষয়াশক্ত ব্যক্তি সকল যে অবধি আমাকে মনার্পণ না করে, সেই পর্য্যন্ত এই দুস্তার ভব-ক্ষেত্রে পতিত হইয়া নানা যন্ত্রণা ভোগ করে,) কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন, মহারাজ ! তবে মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ করুন, এই বলিয়া করতালি প্রদান পূর্ব্বক গানচ্ছলে মনের বৈরাগ্য জন্মাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিবেকের গান।

অন্তর্যমক চৌপদীচ্ছন্দ!

ওহে মন শুন বলি, পেয়ে উপহার বলি,
আহারে হইবে বলী, সদাই বাসনা।
সে বলে কি হবে বল, নরকাগ্নি যে প্রবল,
ভস্ম হবে সে কেবল, যেমন বাসনা॥
মুগ্ধ হোয়ে ধনমদে, বিষয় বিষমামোদে,
যেন মত্ত-করী মদে, হইলে আকুল।
উষ্ট্র রথ গজ বাজী, কেবল ভোজের বাজি,
জানিয়া হারিলে বাজি, কিসে পাবে কূল॥
ভুলিয়া আত্ম গৌরবে, জান এ সকল রবে,
গেল মাত্র এই রবে, হারাইবে সব।
যার জন্যে প্রাণ দেহ, হেন প্রিয় তম দেহ,
আছে কি ইথে সন্দেহ, হইবে সে শব॥
বিবিধ যতন করি, বান্ধ মন মত্ত-করী,
কি হবে পরস্য হরি, কেন কর দ্বন্দ্ব।
যে জন্যে এ ভবে আসা, তাঁর প্রতি কর আশা,
সদত কর ভরশা, বিভু পদ দ্বন্দ॥
মন তোর কে অবাধ্য, সকলি তোমার সাধ্য,
তুমি সকলেরারাধ্য, জানত স্বমনে?।

শাস্ত্র যুক্তি ঐক্য করে, জ্ঞানাস্ত্র ধরিয়া করে,
কাটি ষড় রিপুবরে, শাসহ শমনে ॥
বদ্ধ আছ যেই গুণে, তবু পড় সে আগুনে,
তবে আর কোন গুণে, কাটিবে এ পাশ !
কি সকাল কি বিকাল, না বুঝিয়া কালাকাল,
যখন ঘেরিবে কাল, যাবে কার পাশ ॥
জ্ঞান শত্রু পায় পায়, তবু না ভাব উপায়,
ধন জন সুধাপায়, মত্ত হোয়ে রহ।
কহি শুন সবিশেষ, ব্রহ্মাদি বরুণ শেষ,
সকলেরি আয়ুশেষ, হয় অহরহঃ ॥
দারা পুত্র পরিবার, বল মম বার বার,
কর সদা কারবার, কেবল কুসঙ্গে।
লয়ে আত্ম বন্ধু চয়, দিয়া কুল পরিচয়,
কর কাল অপচয়, বাক্যের প্রসঙ্গে ॥
যবে হোয়ে কালোদয়, বান্ধি তব হস্তদ্বয়,
লয়ে যাবে নিজালয়, করিবারে দণ্ড।
হোলে তব হেন ভাব, সবার হবে অভাব,
আর কি রাখিবে ভাব, তারা এক দণ্ড ॥
প্রাপ্ত হোলে পঞ্চভূত, সকলে বলিবে ভূত,
হায় ! হায় ! কি অদ্ভুত, সংসার তরঙ্গ।

তখন সভয়ে সবে, স্পর্শ না করিবে শবে,
রবে সবে নিরুৎসবে, যত অন্তরঙ্গ ॥
হোলে যার সংসর্গ, না থাকিত উপসর্গ,
হস্তেতে পাইতে স্বর্গ, হেন বন্ধুজন ।
স ঘৃণিত কলেবরে, লোয়ে গিয়া সরোবরে,
অথবা কোন বিবরে, দিবে বিসর্জ্জন ॥
তাই মন তোরে বলি, বিষয়বাসনাবলি,
দিয়া হও মহা-বলী, যেতে ভবপারে ।
সন্তরণ দিয়া ভবে, অনায়াসে পার হবে,
মহাকাল চেয়ে রবে, কে রাখিতে পারে ? ॥
মন হোলে সুবিমল, তবে ধর্ম্মপরিমল,
জিনি পুষ্প সুকমল, আমোদিবে দেশ ।
নহে ধরি ভণ্ডবেশ, যেন লোকে বলে বেস,
সদত তাহে আবেশ, যায় হিংসা দ্বেষ ॥
করে ঝুলি মালা গলে, প্রেম-বাক্যে সদা গলে,
প্রেমের পাত্র বগলে, সদা বলে হরি ।
কপটে মাতিয়া লোক, ভ্রষ্ট কৈল সত্য-লোক,
শীঘ্র জালি জ্ঞানালোক, রক্ষা কর হরি ॥
রে মন মত্ত মাতঙ্গ, এ ছলে নাহি আতঙ্গ,
পুড়িবে যথা পতঙ্গ, কপট আগুনে ।

তেঁই গুরু হরিহর, বলে ছল পরিহর,
ভাব এক হরিহর, নির্গুণ সগুণে ॥

গদ্য।

মনঃ বিবেকের এইরূপ গানচ্ছলে উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেক যে সামান্য শিশু নহে, তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারিলেন, এবং তৎ-ক্ষণাৎ দুই হস্ত প্রসারণ পুর্ব্বক বিবেককে হৃদয়ে ধারণ করিয়া নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া কহিলেন, আপনি কোন্ মহাজন ব্যক্তি, আমাকে ছলনা হেতু এ রূপ শিশুরূপ ধারণ করিয়াছেন ? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন্, নচেৎ এখনই তব সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, বিবেক দেখিলেন যে মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ মম বাক্যে রাজার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, অতএব এক্ষণে আত্ম পরিচয় দিতে হইল, তখন বিবেক মহাশয় প্রকৃতরূপ ধারণ করিয়া কহিলেন, হে ভাগ্যবান ! তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, পুর্ব্বে বিজ্ঞান যাহা কহিয়াছিলেন বোধ হয় আপনি বিস্মৃত হন্ নাই, তিনি আমাকে সম্যক-

রূপে জ্ঞাত আছেন, মম কৃপা ব্যতীত জীবের মুক্তি লাভ হয় না, আমিই তৎপথ প্রদর্শক, হে রাজন! যদি এই ভব-ভাবনার-ভয় হইতে উদ্ধার হইতে বাঞ্ছা থাকে, তবে বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া সেই জগত শ্রেষ্ঠার সৃষ্টি ক্রিয়া দর্শনে মনঃসংযোগ কর যে, অবিলম্বে অতুলপদ প্রাপ্ত হইবে, রাজা কহিলেন, পূর্ব্বে বিজ্ঞান প্রমুখাৎ শ্রুত ছিলাম যে, ভক্তি বিনা ভগবানের কৃপা হয় না, আর এক্ষণে আপনি কহিতেছেন যে, তৎক্রিয়া দর্শনই তৎপ্রাপ্তের প্রধান কারণ, আমি সামান্যবুদ্ধি ব্যক্তি, অনুগ্রহ করিয়া এই দুই বিষয়ের সামান্য বিশেষ প্রদর্শন করাইতে আজ্ঞা হয়। বিবেক কহিলেন, মহারাজ! আমার বাক্য বিজ্ঞান সহ ঐক্যই আছে, হে মহাভাগ! ঈশ্বরের ঐশ্বরীকক্রিয়াদি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা না করিলে অন্য কোন উপায়ে তাহার প্রতি প্রগাঢ়ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? সত্য মিথ্যা অল্প দিন মধ্যেই আপনকার প্রত্যক্ষ হইবে। এক্ষণে বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া নিত্য নিরঞ্জনের নিত্যধাম গমনোপায় চেষ্টা করুন্, রাজা কহিলেন কোন্ উপায়ে সে পথের পান্থ হইব, ইহার কিছুই জ্ঞাত নহি,

বিবেক কহিলেন, মহারাজ! তীর্থাদি পর্য্যটনচ্ছলে নানা বনোপবন সাগরোপসাগর পর্ব্বত আদি দর্শন করিলেই সেই বিশ্ব নিয়ন্তার মঙ্গলাভিপ্রায় কিঞ্চিন্মাত্র মনে উদয় হইতে থাকিবে,তখন যে আপনকার কি অবস্থা হইবে, তাহা আমি বর্ণনাশক্ত, যাহাহউক আপনি ইহার সত্বর উদ্যোগ করিতে ক্রটি করিবেন না, দেখিতেছেন যত কাল গত হইতেছে, ততই মহাকাল নিকট আসিতেছে।

অনন্তর রাজা কহিলেন, বিবেক! আমার একাকী বনগমনে নিতান্ত ভয় হয়, বিবেক বলিল, মহারাজ! সে জন্য ভয় করিবেন না, আমরা পিতা পুত্রে আপনার সহবর্ত্তী হইব, তচ্ছ্রবণে রাজা পরম আহ্লাদিত হইলেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন,যদি পরমার্থ ও বিবেক আমার নিকটে থাকেন, তবে আমারপক্ষে বন ও রাজ্য, উভয়ই সম স্থান, অতএব যাহাতে রাজ্য হইতে শীঘ্র অবসর হইতে পারি তাহাই কর্ত্তব্য, এই চিন্তা করিতে করিতে সভায় আগমন করিলেন, এবং প্রিয় মন্ত্রী যুক্তিবর ও প্রধান সভাসদ বিজ্ঞানে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন। বন্ধুগণ! অদ্য মনের মনে যে

ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া তাহার কর্ত্তব্য বিধান কর, বিজ্ঞান মহাশয় রাজার বাহ্যিক লক্ষণেই তাহার অন্তরস্থ বার্ত্তা প্রকাশ পাইলেন, কারণ বিজ্ঞব্যক্তিদিগের এই অসাধারণ শক্তি বিজ্ঞতা হইতেই জন্মিয়া থাকে, তথাপি অপ্রকাশ হেতু কহিলেন, মহারাজ! আজ্ঞা করুন, রাজা কহিলেন, বিজ্ঞান! মনুষ্য চিরায়ু নহে, কখন না কখন বিনাশ হইবে, দেখ, বাল্য পৌগণ্ড যৌবন কালগত হইয়া ক্রমে বৃদ্ধদশা প্রাপ্ত হইলাম, এ পর্য্যন্ত কেবল রাজ্য চিন্তায় কাল ক্ষেপণ করিয়া অনিত্য মায়ায় বদ্ধ হইয়া মহাকালের আস্পদ্ধাই বৃদ্ধি করিয়া দিলাম, ক্ষণকাল মাত্রও পরকালের উপায় চিন্তা করিলাম না, চিন্তা করিয়া দেখ, সেই অবধ্য মৃত্যু, ধনে, মানে, বলে, কি কৌশলে, কিছুতেই বাধ্য হইবার নহে, তত্তৎকাল উপস্থিত হইলে কোথায় রাজ্য, আর কোথায় সৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, এককালে সকলেই অন্তঃর্হিত হইবে।—কেহই কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা করিতে সমর্থ হইবে না, বরং তাহারা সেইকালে কালের ভয়ঙ্কারাকার দর্শনে ভীত হইয়া স্ব স্ব স্থানে পলায়নে কিছু মাত্র বিলম্ব করিবে না।

এখন কিছু সম্বল সঞ্চয় করিতে পারি নাই যে তদ্দ্বারা তাহাকে নিবারণ করি, হে ভ্রাত ! সে কাল আগত প্রায় বোধ হইতেছে,যেন আমার নয়ন-পথে আগমন করিতেছে, তাই বলি, সে দিনের সম্বল আহরণ হেতু কিছু দিন তীর্থাদি পর্য্যটন করাই, শ্রেয়ঃ বিজ্ঞান মনের মন জানিবার জন্য কহিলেন, মহারাজ ! তীর্থাদিতে গমন করিলেই যদি কাল নিবারণকারী সম্বল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে আপনি স্বয়ং কষ্ট স্বীকার না করিয়া উক্ত সম্বল জনেক দুত দ্বারা আনয়ন করিলেই হইতে পারে, রাজা কহিলেন,আমি কি সেই রাজা ? যে প্রতারণা বাক্যে ভুলাইবে, ভাল বিজ্ঞান ! যদি সামান্য মনুষ্যের আত্ম গৌরব প্রদর্শনার্থে তীর্থাদি গমন বাসনার ন্যায় আমার বাঞ্ছা হইত, তবে কি আপনি কিম্বা মম প্রাণাধিকা বদান্যতা কি তৎপতি পরমার্থ স্বীয় পুত্র বিবেক সহ অধমকে এতাদৃশ ক্বপাভাজন করিতেন, ? তাহা কখনই নয়,মনের নির্ম্মলতা জন্মিলে কি তীর্থ, কি সদেশ, সর্ব্বত্রেই সম ফল লাভ করিতে পারা যায়, তবে সে আমারদিগের এ অবস্থায় হইতে পারে না, আমি রাজাঃ সর্ব্বদা রাজ্য-

সুখ সম্ভোগে বিলীন আছি, দুঃখবার্ত্তাও কখন শ্রবণে শ্রবণ করি নাই, সেই ঐশ্বর্য্য, সেই সৌর্য্য, সেই বীর্য্য সত্তে, নিজ রাজ্যে থাকিয়া অসহ্য পঞ্চ-তপাদি কঠোর কষ্ট সহ্য করা মাদৃশ জনেরপক্ষে নিতান্ত কঠিন, সেই নিমিত্ত বলি, যে স্থানে রাজা প্রজার সম্বন্ধ নাই, বীরত্ব বিষয় রহিত, প্রভুত্ব কিম্বা দাসত্ব বর্জ্জিত, অধিক কি কহিব? কাম ক্রোধ মদাদি বিষয়ীভূত বিষয়েরই অভাব, সেইস্থানে গমন না করিলে আমারদিগের শরীর হইতে ধন-মদের মত্ততা দূর হইবার নহে, সেই হেতু রাজ্য পরি-ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন গহনবনে প্রবেশ করাই বিধেয়, যদি বল বিপীণে গমন করিলেই ঈশ্বরাধনা হয়, নচেৎ জনপদে থাকিয়া কি তৎপদে মন-সংযোগ হয় না? হে বিজ্ঞান! আমারদেরপক্ষে জনপদই আপদ স্বরূপ, কারণ সে স্থানেও এই বিপদের সম্ভাবনা, যদি শ্রান্ত হইলে বিশ্রাম উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায়, ক্ষুধিত হইলে আহার মিলে, এবং উপভোগেচ্ছা হইলে তদুপযুক্ত দ্রব্যাদি লাভ করা যায়, তবে কি আমারদের মনে জগদীশ প্রতি প্রীতি জন্মে।—কি? ভ্রান্তেও তাঁহার নাম লইতে ইচ্ছা হয়?

অতএব আমারদিগের যোগসাধন হেতু বনই অতীব উৎকৃষ্ট স্থান, যে স্থানে অশনাভাবে ঈশ্বর, বসনাভাবে ঈশ্বর, শয়নোপবেশনে, নিদ্রায় কি চেতনে, বিশ্রাম কি ভ্রমণে, সকল অবস্থায় ঈশ্বর ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, কাযে কাযেই বিপত্য ভঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, এই হেতু বাসনা কাননমধ্যে অনাহার কষ্ট সহ সিংহ ব্যাঘ্রাদি ভয়ে কাতর হইয়া সেই ভবভয় অভয় প্রদাতার নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করি, তাহা হইলেই ভয়-ভঞ্জন সে ভয়ে অভয় প্রদান করিবেন। বিজ্ঞান রাজার যথার্থ বিবেক দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! এত দিনে আমারদিগের সমাগমের ফল ফলিল, যাহা-হউক আপনি যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাই মনুষ্য জন্মের সার কার্য্য, এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, যাহাতে সত্বর সমাধা হয়, তাহার উপায় করুন, পণ্ডিতেরা এ সমস্ত কার্য্যের প্রতি সত্বরতা বিধান করিয়াছেন, তখন রাজা পাত্র মিত্র জনের মত গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহারাণী মতিকে আত্ম বিবরণ জ্ঞাত করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি বদান্যতা ক্রিয়ায় নিযুক্ত থাক,

আমি বদান্যতাকে রাজ্যাদি সমস্ত বিষয় অর্পণ করিয়া কিছু দিন তীর্থাদি পর্য্যটন পূর্ব্বক অনাথ অবস্থায় জগন্নাথের উদ্দেশে পরিভ্রমণ করিব। রাণী অকস্মাৎ রাজার বজ্র সম বাক্য শ্রবণে মূর্চ্ছিতা হইলেন, ক্ষণঃকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, স্বামিন্! আপনি বনে গমন করিবেন, ইহার পর সুখের বিষয় আর কি আছে? মনুষ্য পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, বহু কালাবধি রাজ্যসুখে লিপ্ত থাকিয়া ঐহিক সুখ লাভ করিয়াছেন, এবং অধীনীকেও বহু সুখ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে পরলোকের সুখের নিমিত্ত ঈশ্বর তত্ত্বানুসন্ধান হেতু অরণ্য গমনে বাঞ্ছা করিয়াছেন, অবশ্য অধীনীকেও সহবর্ত্তিনী করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই, যেমন অযোধ্যাপতি রাজা রামচন্দ্র, বনে গমন করিলে তৎভার্য্যা পরমপবিত্রা স্বয়ংলক্ষ্মী-জানকী, সেই মহারণ্য মধ্যে পতি সেবায় বিরতা হন নাই, আর জগদ্বিখ্যাত নলপত্নী দময়ন্তী, যে রূপ পতি সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অধীনীও সেরূপ নানা বন উপবন দর্শন করিয়া পতি সেবায় নিযুক্তা থাকিবে, ইহার পর

সুখ আর কি আছে? রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যদি পতিসেবাই সঙ্কল্প হয়, আর আমাকে সুখী করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে আমার আজ্ঞা-মতে গৃহে থাকিয়া বদান্যতা কার্য্যে নিযুক্ত থাক, তাহা হইলেই আমার তৃপ্তি জন্মাইবে, কারণ বদান্যতার প্রসন্নতাতেই পরমার্থ সুপ্রসন্ন থাকি-বেন, রাণী কহিলেন, নাথ! আপনি যে রূপ আজ্ঞা করিতেছেন এ সমস্ত সত্য বটে, কিন্তু তব বিরহ হুতাশন নিতান্ত অসহ্যনীয়।—কোন-ক্রমেই সহ্য করিতে পারিব এমন বোধ হয়না। রাজা কহিলেন, রাজ্ঞি! তুমি আমার বদান্যতা-গুণ জাননা, তাঁহার প্রতি মনঃ অর্পণ করিলে জীব বিশ্ব বিস্মরণ হইয়া যায়, দেখ দেখি, যে অর্থ জন্য জগতে জনগণে জীবনকেও জঞ্জাল জ্ঞানে জলাঞ্জলী দিতে পরাঙ্মুখ হয় না, সেই অর্থ স্বয়ং আমার জামাতা হইয়া কালে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি বদান্যতা মহিমায় আমার কিছু মাত্র দুঃখ জ্ঞান হইল না, অতএব আমি জানিয়াছি বদান্যতা সামান্যা নহে, বদান্যতায় মতি থাকিলেই মনের পরম লাভ হইবে, এই রূপ নানা প্রবোধ বাক্যে মতিকে বদা-

ন্যতা কার্য্যে রক্ষা করিয়া আপনি পরমার্থ ও বিবেক সমভিব্যাহারে তীর্থ যাত্রা করিলেন।

অনন্তর নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বিশ্বনাথের বিশ্ব রচনার এবং করুণার কারণ জানিতে জানিতে তৎপ্রতি মনোনিবেশ হইতে লাগিল, সুতরাং তাহাতে পরম সুখ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। একদা সন্ধ্যার প্রাগ্‌কালে রাজা বিশ্বনিধির চিন্তা করিতে করিতে জলনিধি তীরে উপস্থিত হইয়া সমুদ্র তরঙ্গাদি দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তৎ তরঙ্গোপরি ভব-সাগর-নাবিক ভগবান দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া "মাভৈ মাভৈ" শব্দে নৃত্য করিতে করিতে আগমন করিতেছেন। তদ্দর্শনে ঊর্ম্মি সকল পরস্পর প্রতিঘাতে অতি সুমধুর ধ্বনিতে বাদ্য করিতেছে, এবং মকোর কুম্ভীরাদিগণ নানা কেলি কুতূহলে দর্শন করিতেছে, এরূপ দেখিতে দেখিতে রাজা, "হা, বিশ্ব স্বামিন্!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, নাথ! তুমিই প্রলয়কারী মহাসাগর ভীষণ ভয়ানক রূপে সৃষ্টি করিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছ, আবার তুমিই তৎ তরঙ্গোপরি "মাভৈ" শব্দ করি-

তেছ।—ক্ষুদ্র কীট রূপ ধারণ করিয়া মীনরূপে আহার করিতেছ, আবার কুম্ভীর রূপে সে মীনকেও ভোজন করিতে ত্রুটি করিতেছ না, তোমার এ কার্য্যের কারণ বুঝিতে কেহই সক্ষম নহেন, এই বলিতে বলিতে রাজা অচেতন হইয়া কেবল বিভু পদে মনঃ সংযোগ করিয়া রহিলেন।

সম্পূর্ণ।

অশুদ্ধ শোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
দন্ত	দণ্ড	৮	১৮
হুত্র	শূদ্র	২৮	৩
কালেন	ফলেন	২৮	৩
এইত	এতই	২৯	১১
আলার	আমার	৩০	৪
ইহার	ইহাই	৩৪	৭
াঁহার	তাঁহারা	ঐ	৮
উপনিবাস	উপনিবেস	৩৫	১
অকিঞ্চন	আকিঞ্চন	ঐ	১৬
ব্যজন	ব্যজনী	৩৯	৮
নির্ম্মিত	দণ্ডায়মান	৩৯	১৩
াক্ষি	পক্ষ্ম	৪৫	১
য় ভূয়	ভূয়ো ভূয়ঃ	৫০	৯৯
ন্ধু	বন্ধো।	৫৩	৬
্যবহার	ব্যবস্থা	৫০	৮
নোভিলাষ	মনোভিলষিত	৫৭	১৮